লুক-রচিত সুসমাচার

মুখবন্ধ

১ যেহেতু আমাদের মধ্যে যে সমস্ত ঘটনা পূর্ণতা লাভ করেছে অনেকেই তার বিবরণ রচনা-কাজে
হাত দিয়েছেন—[২] ঠিক সেইভাবে, যাঁরা প্রথম থেকে প্রত্যক্ষদর্শী ও বাণীর সেবক ছিলেন তাঁরা
যেভাবে তা আমাদের কাছে সম্প্রদান করেছেন—[৩] সেজন্য, হে মহামান্য থেওফিল, আমিও প্রথম
থেকে সকল বিষয় তন্ন তন্ন করে অনুসন্ধান করার পর, আপনার জন্য তার একটি সূক্ষ্ম বৃত্তান্ত লিখব
বলে স্থির করেছি; [৪] আপনি যে ধর্মশিক্ষা পেয়েছেন, তা যে নিশ্চিত, একথা যেন অবগত হতে
পারেন।

দীক্ষাগুরু যোহনের জন্মসংবাদ

[৫] যুদেয়ার রাজা হেরোদের আমলে আবিয়ার যাজক-শ্রেণির একজন যাজক ছিলেন যাঁর নাম
জাখারিয়া; তাঁর স্ত্রী ছিলেন আরোন-বংশীয়া, তাঁর নাম এলিজাবেথ। [৬] তাঁরা দু'জনে ঈশ্বরের
দৃষ্টিতে ধার্মিক ছিলেন, ও প্রভুর সমস্ত আজ্ঞা ও নিয়ম-বিধি নিখুঁতভাবে মেনে চলতেন। [৭] কিন্তু
তাঁরা নিঃসন্তান ছিলেন, কারণ এলিজাবেথ বন্ধ্যা ছিলেন, তাছাড়া দু'জনেরই বেশ বয়স হয়েছিল।

[৮] একদিন এমনটি ঘটল যে, তিনি নিজ পালা অনুক্রমে ঈশ্বরের সামনে যজনকর্ম পালন
করছিলেন, [৯] তখন যজনকর্মের প্রথা অনুসারে গুলিবাঁটক্রমে তাঁকেই প্রভুর পবিত্রধামে প্রবেশ করে
ধূপ-আহুতি দিতে হল। [১০] ধূপ-আহুতির সময়ে সমস্ত জনগণ বাইরে থেকে প্রার্থনা করছিল।

[১১] তখন প্রভুর দূত ধূপ-বেদির ডান পাশে দাঁড়িয়ে তাঁকে দেখা দিলেন। [১২] দেখে জাখারিয়া
বিচলিত হলেন, ভয়ে অভিভূত হলেন; [১৩] কিন্তু দূত তাঁকে বললেন, 'জাখারিয়া, ভয় করো না,
কারণ তোমার প্রার্থনা গ্রাহ্য হয়েছে: তোমার স্ত্রী এলিজাবেথ তোমার ঘরে একটি পুত্রসন্তান প্রসব
করবে, ও তুমি তার নাম যোহন রাখবে। [১৪] তুমি আনন্দিত ও উল্লসিত হবে, ও তার জন্মে আরও
অনেকে আনন্দিত হবে, [১৫] কারণ সে প্রভুর সম্মুখে মহান হবে। সে আঙুররস বা উগ্র পানীয় পান
করবে না, মাতৃগর্ভ থেকেই পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ হবে, [১৬] ও অনেক ইস্রায়েল সন্তানকে তাদের
ঈশ্বর প্রভুর কাছে ফিরিয়ে আনবে। [১৭] *পিতাদের হৃদয় ছেলেদের প্রতি, ও বিদ্রোহীদের ধার্মিকদের
সদ্বিবেচনায় ফেরাবার জন্য,* প্রভুর যোগ্য এক জনগণকেই প্রস্তুত করার জন্য সে তাঁর সামনে
এলিয়ের আত্মায় ও পরাক্রমে এগিয়ে চলবে।' [১৮] জাখারিয়া দূতকে বললেন, 'আমি কী করে একথা
জানব? আমি তো বৃদ্ধ, ও আমার স্ত্রীর বেশ বয়স হয়েছে।' [১৯] উত্তরে দূত তাঁকে বললেন, 'আমি
গাব্রিয়েল; আমি ঈশ্বরের সাক্ষাতে নিত্যই দাঁড়িয়ে থাকি। তোমার সঙ্গে কথা বলতে ও তোমাকে
এই শুভসংবাদ জানাতে প্রেরিত হয়েছি। [২০] দেখ, যতদিন এই সমস্ত কিছু না ঘটে, ততদিন তুমি
বোবা হয়ে থাকবে, কথা বলতে পারবে না, কারণ আমার এই যে সকল কথা যথাসময়ে পূর্ণ হবে,
তা তুমি বিশ্বাস করলে না।' [২১] এদিকে জনগণ জাখারিয়ার জন্য অপেক্ষা করছিল, এবং তিনি যে
এতক্ষণ ধরে পবিত্রধামে থাকছেন, তাতে তারা আশ্চর্য হল। [২২] আর যখন তিনি বেরিয়ে এসে
তাদের কাছে কথা বলতে পারলেন না, তখন তারা বুঝল যে, পবিত্রধামে তিনি কোন একটা দর্শন
পেয়েছেন। তাদের কাছে তিনি নানা সঙ্কেত দিলেন, কিন্তু বোবা হয়ে রইলেন।

[২৩] পরে, তাঁর সেবার সময় পূর্ণ হলে তিনি বাড়ি ফিরে গেলেন। [২৪] এই দিনগুলির পরে তাঁর স্ত্রী
এলিজাবেথ গর্ভধারণ করলেন, ও পাঁচ মাস ধরে আড়ালে থাকলেন; তিনি বলছিলেন, [২৫] 'লোকদের
মধ্যে আমার যে কলঙ্ক ছিল, তা দূর করে দিয়ে এবার প্রভু প্রসন্ন হয়ে আমার প্রতি তেমন কাজই
সাধন করেছেন!'

যীশুর জন্মসংবাদ

[২৬] ষষ্ঠ মাসে গাব্রিয়েল দূত ঈশ্বর দ্বারা গালিলেয়ার নাজারেথ নামে শহরে এমন একজন যুবতী
কুমারীর কাছে প্রেরিত হলেন, [২৭] যিনি দাউদকুলের যোসেফ বলে পরিচিত একজন পুরুষের বাগ্‌দত্তা
বধূ ছিলেন—কুমারীটির নাম মারীয়া। [২৮] প্রবেশ করে দূত তাঁর দিকে এগিয়ে এসে বললেন,
'আনন্দিতা হও, হে অনুগৃহীতা! প্রভু তোমার সঙ্গে আছেন।' [২৯] এই কথায় তিনি অধিক বিচলিতা
হলেন, ও ভাবতে লাগলেন তেমন অভিবাদনের অর্থ কী! [৩০] কিন্তু দূত তাঁকে বললেন, 'ভয় করো
না, মারীয়া; তুমি তো ঈশ্বরের কাছে অনুগ্রহই পেয়েছ। [৩১] দেখ, গর্ভধারণ করে তুমি একটি
পুত্রসন্তান প্রসব করবে, ও তাঁর নাম যীশু রাখবে। [৩২] তিনি মহান হবেন, ও পরাৎপরের পুত্র বলে
অভিহিত হবেন; এবং প্রভু ঈশ্বর তাঁর পিতৃপুরুষ দাউদের সিংহাসন তাঁকে দান করবেন; [৩৩] তিনি
যাকোবকুলের উপর চিরকাল রাজত্ব করবেন, ও তাঁর রাজ্য হবে অন্তহীন।' [৩৪] মারীয়া দূতকে
বললেন, 'এ কেমন করে হতে পারবে, যখন আমি কোন পুরুষকে জানি না?' [৩৫] উত্তরে দূত তাঁকে
বললেন, 'পবিত্র আত্মা তোমার উপরে নেমে আসবেন, এবং পরাৎপরের পরাক্রম তোমার উপর
নিজের ছায়া বিস্তার করবে; আর এজন্য যাঁর জন্ম হবে, তিনি পবিত্র হবেন ও ঈশ্বরের পুত্র বলে
অভিহিত হবেন। [৩৬] আর দেখ, তোমার আত্মীয়া এলিজাবেথ, সেও বৃদ্ধ বয়সে একটি পুত্রকে গর্ভে
ধারণ করেছে; লোকে যাকে বন্ধ্যা বলে ডাকত, তার ছ'মাস চলছে; [৩৭] কারণ *ঈশ্বরের পক্ষে অসাধ্য
কিছুই নেই।*' [৩৮] মারীয়া বললেন, 'এই যে! আমি প্রভুর দাসী; আপনি যা বলেছেন, আমার তা-ই
হোক।' তখন দূত তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিলেন।

এলিজাবেথের কাছে মারীয়ার শুভাগমন

[৩৯] সেসময়ে মারীয়া সঙ্গে সঙ্গে রওনা হয়ে পার্বত্য অঞ্চলে যুদার একটা শহরের দিকে যত শীঘ্রই
যাত্রা করলেন। [৪০] জাখারিয়ার বাড়িতে প্রবেশ করে এলিজাবেথকে অভিবাদন জানালেন। [৪১] তখন
এমনটি ঘটল যে, এলিজাবেথ মারীয়ার অভিবাদন শোনামাত্র তাঁর গর্ভে শিশুটি লাফিয়ে উঠল;
এলিজাবেথ পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হলেন [৪২] ও উচ্চকণ্ঠে বলে উঠলেন, 'নারীকুলে তুমি ধন্যা, এবং ধন্য
তোমার গর্ভফল। [৪৩] আমি কে যে আমার প্রভুর মা আমার কাছে আসবে? [৪৪] দেখ, তোমার
অভিবাদন আমার কানে ধ্বনিত হওয়ামাত্র শিশুটি আমার গর্ভে আনন্দে লাফিয়ে উঠল; [৪৫] আহা,
সুখী সেই জন যে বিশ্বাস করেছে! কারণ প্রভু দ্বারা তাকে যা বলা হয়েছে, তা সিদ্ধিলাভ করবে।' [৪৬]
তখন মারীয়া বললেন:

'প্রভুর মহিমাকীর্তন করে আমার প্রাণ,
[৪৭] *আমার ত্রাতা পরমেশ্বরে* আমার আত্মা করে উল্লাস,
[৪৮] কারণ *তাঁর দাসীর নিম্নাবস্থার দিকে মুখ তুলে চেয়েছেন তিনি,*
কেননা দেখ, এখন থেকে যুগে যুগে সকলে আমাকে সুখী বলবে;

৪৯ কারণ আমার জন্য মহা মহা কাজ করেছেন সেই শক্তিমান
—পবিত্রই তাঁর নাম;
৫০ আর *যারা তাঁকে ভয় করে,*
তাদের প্রতি তাঁর দয়া যুগযুগস্থায়ী।
৫১ তিনি পরাক্রম সাধন করেছেন আপন বাহুবলে,
গর্বিতদের বিক্ষিপ্ত করেছেন তাদের হৃদয়ের মতলবে;
৫২ *ক্ষমতাশালীদের নামিয়ে দিয়েছেন* সিংহাসন থেকে,
নিম্নাবস্থার মানুষকে করেছেন উন্নীত;
৫৩ *ক্ষুধার্তদের পরিতৃপ্ত করেছেন মঙ্গলদানে,*
ধনীদের ফিরিয়ে দিয়েছেন শূন্য হাতে।
৫৪ *আপন দয়া স্মরণ ক'রে*
তাঁর দাস ইস্রায়েলের সহায়তা করেছেন তিনি,
৫৫ যেমনটি বলেছিলেন *আমাদের পিতৃপুরুষদের কাছে,*
আব্রাহাম ও তাঁর বংশের কাছে, চিরকাল।'

৫৬ মারীয়া তাঁর সঙ্গে প্রায় তিন মাস থাকলেন, পরে বাড়ি ফিরে গেলেন।

দীক্ষাগুরু যোহনের জন্ম ও তাঁর পরিচ্ছেদন

৫৭ প্রসবকাল পূর্ণ হলে এলিজাবেথ একটি পুত্রসন্তান প্রসব করলেন। ৫৮ প্রভু তাঁর প্রতি মহা কৃপা দেখিয়েছেন শুনে তাঁর প্রতিবেশী ও আত্মীয়স্বজনেরা তাঁর আনন্দে আনন্দ প্রকাশ করল।

৫৯ অষ্টম দিনে তারা শিশুটিকে পরিচ্ছেদিত করতে এল; তারা তার পিতার নাম অনুসারে তার নাম জাখারিয়া রাখতে যাচ্ছিল, ৬০ কিন্তু তার মা প্রতিবাদ করে বললেন, 'না, ওর নাম হবে যোহন।' ৬১ তারা তাঁকে বলল, 'আপনার গোত্রের মধ্যে তেমন নাম কারও নেই।' ৬২ তখন তারা তার পিতাকে ইশারা করে জিজ্ঞাসা করল, তিনি কী নাম রাখতে চান। ৬৩ একটা লিপিফলক চেয়ে নিয়ে তিনি লিখলেন, 'এর নাম যোহন।' এতে সকলে আশ্চর্য হল; ৬৪ আর ঠিক সেই মুহূর্তেই তাঁর মুখ খুলে গেল, তাঁর জিহ্বার জড়তাও ঘুচে গেল, এবং তিনি ঈশ্বরের স্তুতিবাদ করতে করতে কথা বলতে লাগলেন। ৬৫ তাঁর প্রতিবেশী সকলে ভয়ে অভিভূত হল, ও যুদেয়ার গোটা পার্বত্য অঞ্চল জুড়ে এই সমস্ত বিষয়ে বলাবলি হতে লাগল। ৬৬ যারা শুনত, সকলেই তা হৃদয়ে গেঁথে রেখে বলত: 'এই বালকটি তবে কী হবে?' বাস্তবিকই প্রভুর হাত তাঁর সঙ্গে সঙ্গে ছিল।

৬৭ তার পিতা জাখারিয়া পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হয়ে এই ভবিষ্যদ্বাণী দিলেন:

৬৮ *'ধন্য প্রভু, ইস্রায়েলের পরমেশ্বর,*
কারণ আপন জনগণকে দেখতে এসেছেন,
সাধন করেছেন তাদের মুক্তিকর্ম,
৬৯ এবং তাঁর দাস দাউদের কুলে
আমাদের জন্য ঘটিয়েছেন এক ত্রাণশক্তির জাগরণ,
৭০ যেমনটি তাঁর প্রাচীনকালের পবিত্র নবীদের মুখ দিয়ে বলেছিলেন,

[৭১] আমাদের *শত্রুদের ও সকল বিদ্বেষীদের হাত থেকে পরিত্রাণের কথা :*
[৭২] *আমাদের পিতৃপুরুষদের প্রতি দয়া করবেন*
ও তাঁর পবিত্র সন্ধির কথা স্মরণে রাখবেন,
[৭৩] *সেই যে শপথ তিনি উচ্চারণ করেছিলেন*
আমাদের পিতা *আব্রাহামের প্রতি :*
[৭৪] আমাদের শত্রুদের হাত থেকে নিস্তার পেয়ে
আমরা যেন নির্ভয়ে
[৭৫] পবিত্রতা ও ধর্মময়তার সঙ্গে
তাঁর সাক্ষাতে তাঁর সেবা করতে পারি আমাদের সমস্ত দিন।
[৭৬] আর তুমি, শিশু, পরাৎপরের নবী বলে অভিহিত হবে,
কারণ *প্রভুর আগে আগে চলবে তাঁর পথ প্রস্তুত করতে,*
[৭৭] তাঁর জনগণকে জানিয়ে দিতে
তাদের পাপমোচনে সাধিত পরিত্রাণের কথা।
[৭৮] আমাদের পরমেশ্বরের স্নেহময় দয়ায়,
যে দয়ায় উদীয়মান জ্যোতি ঊর্ধ্ব থেকে আমাদের দেখতে আসবেন
[৭৯] *তাদেরই আলো দিতে, যারা বসে আছে অন্ধকারে ও মৃত্যু-ছায়ায়,*
আমাদের চরণ চালিত করতে শান্তির পথে।'

[৮০] ইতিমধ্যে বালকটি বেড়ে উঠল ও আত্মায় বলবান হল। ইস্রায়েলের কাছে তার আবির্ভাব না হওয়া পর্যন্ত সে মরুপ্রান্তরে থাকল।

যীশুর জন্ম ও তাঁর পরিচ্ছেদন

২ সেসময় আউগুস্তুস সীজারের একটা রাজাজ্ঞা জারি হল, যা অনুসারে সারা পৃথিবী জুড়ে লোকগণনা করা হবে। [২] এই প্রথম লোকগণনা করা হয়েছিল যখন কুইরিনুস ছিলেন সিরিয়ার প্রদেশপাল। [৩] নাম লেখাবার জন্য সকলে নিজ নিজ শহরে গেল; [৪-৫] তাই যোসেফও দাউদের কুল ও গোত্রের মানুষ হওয়ায় নিজের বাগ্‌দত্তা স্ত্রী মারীয়ার সঙ্গে নাম লেখাবার জন্য গালিলেয়ার নাজারেথ শহর থেকে যুদেয়ার সেই দাউদ-নগরীতে গেলেন যার নাম বেথলেহেম। মারীয়া তখন গর্ভবতী। [৬] তখন এমনটি ঘটল যে, তাঁরা সেখানে থাকতেই মারীয়ার প্রসবকাল পূর্ণ হল, [৭] আর তিনি নিজের প্রথমজাত পুত্রকে প্রসব করলেন। কাপড়ে জড়িয়ে তিনি তাঁকে একটা জাবপাত্রে শুইয়ে রাখলেন, কারণ সেই বাড়ির অতিথিশালায় তাঁদের জন্য স্থান ছিল না।

[৮] একই অঞ্চলে একদল রাখাল ছিল, যারা রাতের প্রহরে প্রহরে নিজ নিজ পাল পাহারা দিচ্ছিল। [৯] প্রভুর এক দূত তাদের কাছে এসে দাঁড়ালেন, এবং প্রভুর গৌরব তাদের চারপাশে ঘিরে রাখল। তারা ভীষণ ভয় পেল, [১০] কিন্তু সেই দূত তাদের বললেন, 'ভয় করো না, কেননা দেখ, আমি তোমাদের এমন মহা আনন্দের শুভসংবাদ জানাচ্ছি, যে আনন্দ সমস্ত জনগণেরই হবে: [১১] আজ দাউদ-নগরীতে তোমাদের জন্য এক ত্রাণকর্তা জন্মেছেন—তিনি খ্রীষ্ট প্রভু। [১২] তোমাদের জন্য চিহ্ন এ, তোমরা কাপড়ে জড়ানো ও জাবপাত্রে শোয়ানো একটি শিশুকে পাবে।' [১৩] আর হঠাৎ ওই দূতের

সঙ্গে স্বর্গীয় এক বিশাল দূতবাহিনী আবির্ভূত হয়ে এই বলে ঈশ্বরের প্রশংসা করতে লাগল,

১৪ ‘ঊর্ধ্বলোকে ঈশ্বরের গৌরব,
ইহলোকে তাঁর প্রসন্নতার পাত্র মানুষের জন্য শান্তি!’

১৫ দূতেরা তাদের কাছ থেকে স্বর্গে চলে গেলেই রাখালেরা একে অপরকে বলল, ‘চল, আমরা বেথলেহেম পর্যন্ত যাই, এবং এই যে ঘটনার কথা প্রভু আমাদের জানালেন, তা গিয়ে দেখি।’ ১৬ তাই তারা ইতস্তত না করেই গিয়ে মারীয়া ও যোসেফ ও জাবপাত্রে শোয়ানো শিশুটিকে খুঁজে পেল। ১৭ দে’খে, বালকটির বিষয়ে তাদের যা বলা হয়েছিল তা তারা প্রকাশ করল; ১৮ এবং রাখালেরা যাদের কাছে কথাটা বলত, তারা সকলে তা শুনে আশ্চর্য হত। ১৯ কিন্তু মারীয়া এই সকল ঘটনা গেঁথে রেখে হৃদয়গভীরে তার অর্থ বিবেচনা করতেন। ২০ আর রাখালদের যেভাবে বলা হয়েছিল, তারা সেভাবে সবই দেখতে ও শুনতে পেল বিধায় ঈশ্বরের গৌরবকীর্তন ও তাঁর প্রশংসাবাদ করতে করতে ফিরে গেল।

২১ যখন বালকটির পরিচ্ছেদনের জন্য আট দিন পূর্ণ হল, তখন তাঁর নাম যীশু রাখা হল, ঠিক যেভাবে তাঁর গর্ভাগমনের আগে দূত দ্বারা রাখা হয়েছিল।

প্রভুর সামনে হাজির করা যীশু
সিমেয়োন ও আন্নার ভবিষ্যদ্বাণী

২২ আর যখন মোশীর বিধান অনুসারে তাঁদের শুচীকরণ-কাল পূর্ণ হল, তখন তাঁরা তাঁকে যেরুসালেমে নিয়ে গেলেন যেন প্রভুর সামনে তাঁকে হাজির করেন,—২৩ যেমনটি প্রভুর বিধানে লেখা আছে, *প্রথমজাত প্রত্যেক পুত্রসন্তানকে প্রভুর উদ্দেশে পবিত্রীকৃত করা হবে;*—২৪ আর যেন প্রভুর বিধানের নির্দেশমত *একজোড়া ঘুঘু কিংবা দু’টো পায়রার ছানা* বলিরূপে উৎসর্গ করেন। ২৫ সেসময়ে যেরুসালেমে সিমেয়োন নামে একজন ছিলেন, যিনি ধার্মিক ও ভক্তপ্রাণ ব্যক্তি ছিলেন; তিনি ইস্রায়েলের সান্ত্বনার প্রতীক্ষায় থাকতেন, ও পবিত্র আত্মা তাঁর উপরে ছিলেন। ২৬ পবিত্র আত্মা তাঁকে একথা জানিয়েছিলেন যে, প্রভুর সেই খ্রীষ্টকে না দেখা পর্যন্ত তিনি মৃত্যু দেখবেন না। ২৭ সেই আত্মার আবেশে তিনি মন্দিরে এলেন, এবং যীশুর পিতামাতা যখন বিধানের নিয়ম-বিধি সম্পাদন করার জন্য শিশুটিকে ভিতরে নিয়ে আসছিলেন, ২৮ তখন তিনি তাঁকে কোলে নিলেন, ও ঈশ্বরের স্তুতিবাদ করে বলে উঠলেন:

২৯ ‘হে মহাপ্রভু, তোমার কথামত
এখন তোমার এই দাসকে শান্তিতে বিদায় দাও;
৩০ কারণ আমার চোখ দেখেছে তোমার সেই পরিত্রাণ
৩১ যা তুমি প্রস্তুত করেছ সকল জাতির সামনে:
৩২ ঐশপ্রকাশে বিজাতীয়দের উদ্বুদ্ধ করার আলো
ও তোমার আপন জনগণ ইস্রায়েলের গৌরব।’

৩৩ শিশুটি সম্বন্ধে এই সমস্ত কথা শুনে তাঁর পিতামাতা আশ্চর্য হলেন। ৩৪ সিমেয়োন তাঁদের আশীর্বাদ করলেন, এবং তাঁর মা মারীয়াকে বললেন, ‘দেখ, ইনি ইস্রায়েলের মধ্যে অনেকের পতন

ও উত্থানের জন্য নিরূপিত; ইনি হবেন অস্বীকৃত এমন এক চিহ্ন—[৩৫] হ্যাঁ, তোমার নিজের প্রাণও এক খড়্গের আঘাতে বিদীর্ণ হবে—যেন অনেক হৃদয়ের চিন্তা প্রকাশিত হয়।'

[৩৬] আন্না নামে এক নারী-নবীও ছিলেন: তিনি আসের গোষ্ঠীর ফানুয়েলের কন্যা। তাঁর অনেক বয়স হয়েছিল; কুমারী অবস্থার পর সাত বছর স্বামীর ঘর করে [৩৭] তিনি বিধবা হয়েছিলেন; এখন তাঁর বয়স চুরাশি বছর হয়েছে। তিনি মন্দির থেকে কখনও দূরে না গিয়ে উপবাস ও প্রার্থনায় রত থেকে রাত-দিন উপাসনা করে চলতেন। [৩৮] সেই ক্ষণে এসে উপস্থিত হয়ে তিনিও ঈশ্বরের বন্দনা করতে লাগলেন, এবং যত লোক যেরুসালেমের মুক্তিকর্মের প্রতীক্ষায় ছিল, তাদের কাছে যীশুর কথা বলতে লাগলেন।

[৩৯] প্রভুর বিধান অনুসারে সবকিছু সমাধা করার পর তাঁরা গালিলেয়ায়, তাঁদের নিজেদের শহর নাজারেথে ফিরে গেলেন। [৪০] ইতিমধ্যে বালকটি বেড়ে উঠলেন ও বলবান হতে লাগলেন—প্রজ্ঞায় পূর্ণ হয়ে। এবং ঈশ্বরের অনুগ্রহ তাঁর উপর ছিল।

মন্দিরে যীশুর প্রথম বাণী

[৪১] তাঁর পিতামাতা প্রতি বছর পাস্কাপর্ব উপলক্ষে যেরুসালেমে যেতেন। [৪২] তাঁর বারো বছর বয়স হলে তাঁরা প্রথা অনুসারে পর্বে যোগ দিতে গেলেন। [৪৩] পর্বকাল শেষে যখন ফিরে আসার জন্য রওনা হলেন, তখন বালক যীশু যেরুসালেমে রয়ে গেলেন, আর তাঁর পিতামাতা তা জানতেন না। [৪৪] তিনি সহযাত্রীদের সঙ্গে আছেন মনে করে তাঁরা এক দিনের পথ এগিয়ে গেলেন, পরে আত্মীয়স্বজন ও পরিচিত লোকদের মধ্যে তাঁকে খোঁজ করতে লাগলেন; [৪৫] তাঁকে না পেয়ে তাঁরা খুঁজতে খুঁজতে যেরুসালেমে ফিরে গেলেন।

[৪৬] তিন দিন পর তাঁরা মন্দিরেই তাঁর খোঁজ পেলেন: তিনি শাস্ত্রগুরুদের মধ্যে বসে তাঁদের কথা শুনছিলেন ও তাঁদের প্রশ্ন করছিলেন। [৪৭] আর যারা তাঁর কথা শুনছিল, তারা সকলে তাঁর বুদ্ধিতে ও তাঁর উত্তরগুলিতে খুবই স্তম্ভিত হচ্ছিল। [৪৮] তাঁকে দেখে তাঁরা বিস্ময়বিহ্বল হলেন: তাঁর মা তাঁকে বললেন, 'বৎস, আমাদের প্রতি এ তোমার কেমন ব্যবহার? দেখ, তোমার পিতা ও আমি ব্যাকুল হয়েই তোমাকে খুঁজছিলাম।' [৪৯] তিনি তাঁদের বললেন, 'কেন আমাকে খুঁজছিলে? তোমরা কি জানতে না যে, আমাকে আমার পিতার গৃহেই থাকতে হবে?' [৫০] কিন্তু তিনি তাঁদের যে কথা বললেন, তা তাঁরা বুঝতে পারলেন না।

[৫১] তিনি তাঁদের সঙ্গে রওনা হয়ে নাজারেথে চলে গেলেন, ও তাঁদের প্রতি বাধ্য হয়ে থাকলেন। তাঁর মা এই সকল ঘটনা হৃদয়গভীরে গেঁথে রাখতেন। [৫২] এবং যীশু প্রজ্ঞায় ও বয়সে, এবং ঈশ্বর ও *মানুষের সামনে অনুগ্রহে বেড়ে উঠতে লাগলেন।*

দীক্ষাগুরু যোহনের প্রচার

৩ তিবেরিউস সীজারের রাজত্বকালের পঞ্চদশ বর্ষে যখন পোন্তিয় পিলাত যুদেয়ার প্রদেশপাল, হেরোদ গালিলেয়ার সামন্তরাজ, তাঁর ভাই ফিলিপ ইতুরিয়া ও ত্রাখোনিতিস প্রদেশের সামন্তরাজ, এবং লিসানিয়াস আবিলেনের সামন্তরাজ ছিলেন, [২] তখন, আন্না ও কাইয়াফার মহাযাজকত্ব-কালে, ঈশ্বরের আহ্বান মরুপ্রান্তরে জাখারিয়ার সন্তান যোহনের কাছে উপস্থিত হল। [৩] তিনি যর্দনের সমস্ত অঞ্চলে এসে পাপমোচনের উদ্দেশে মনপরিবর্তনের দীক্ষাস্নান প্রচার করতে লাগলেন, [৪] যেমনটি

নবী ইসাইয়ার বাণীগ্রন্থে লেখা আছে:

এমন একজনের কণ্ঠস্বর
যে মরুপ্রান্তরে চিৎকার করে বলে,
প্রভুর জন্য পথ প্রস্তুত কর,
তাঁর রাস্তা সমতল কর।

৫ *উঁচু করা হোক সকল উপত্যকা,*
নিচু করা হোক সকল পর্বত, সকল উপপর্বত।
অসমতল ভূমি হোক সমতল,
শৈলশিরা হয়ে উঠুক সমভূমি;

৬ *এবং সমস্ত মানবকুল*
প্রভুর পরিত্রাণ দেখতে পাবে।

৭ তাই যে সকল লোক বেরিয়ে পড়ে তাঁর হাতে দীক্ষাস্নাত হবার জন্য আসছিল, তিনি তাদের বলতেন, 'হে সাপের বংশ, আসন্ন ক্রোধ থেকে পালাতে তোমাদের কে চেতনা দিল? ৮ অতএব এমন ফল দেখাও, যা তোমাদের মনপরিবর্তনের যোগ্য ফল। আর এমনটি ভাববে না যে তোমরা মনে মনে বলতে পার, আব্রাহাম আমাদের পিতা; কেননা আমি তোমাদের বলছি, ঈশ্বর এ সমস্ত পাথর থেকে আব্রাহামের জন্য সন্তানের উদ্ভব ঘটাতে পারেন। ৯ আর এখনই তো গাছগুলোর শিকড়ে কুড়ালটা লাগানো রয়েছে; অতএব, যে কোন গাছে উত্তম ফল ধরে না, তা কেটে আগুনে ফেলে দেওয়া হবে।'

১০ যখন লোকেরা তাঁকে জিজ্ঞাসা করত, 'তাহলে আমাদের কী করতে হবে?' ১১ তখন তিনি উত্তরে তাদের বলতেন, 'যার দু'টো জামা আছে, সে, যার নেই, তার সঙ্গে সহভাগিতা করুক; আর যার খাবার আছে, সেও তেমনি করুক।' ১২ দীক্ষাস্নাত হবার জন্য কর-আদায়কারীরাও এল; তাঁকে বলল, 'গুরু, আমাদের কী করতে হবে?' ১৩ তিনি তাদের বললেন, 'যে কর ধার্য আছে, তার বেশি আদায় করো না।' ১৪ সৈন্যরাও তাঁকে জিজ্ঞাসা করল, 'আর আমরা? আমাদের কী করতে হবে?' তিনি তাদের বললেন, 'বলপ্রয়োগে কিছু দাবি করো না, অন্যায়ভাবে কিছু আদায়ও করো না, কিন্তু তোমাদের মাইনে নিয়ে সন্তুষ্ট থাক।'

১৫ আর যেহেতু জনগণ প্রতীক্ষায় ছিল, ও যোহনের বিষয়ে সকলে মনে মনে ভাবছিল তিনিই সেই খ্রীষ্ট কিনা, ১৬ সেজন্য যোহন সকলকে উদ্দেশ করে বললেন, 'আমি তোমাদের জলে দীক্ষাস্নাত করি বটে, কিন্তু এমন একজন আসছেন, যিনি আমার চেয়ে শক্তিশালী; আমি তাঁর জুতোর বাঁধন খুলবার যোগ্য নই; তিনি পবিত্র আত্মা ও আগুনেই তোমাদের দীক্ষাস্নাত করবেন। ১৭ তাঁর কুলা তাঁর হাতে রয়েছে: তিনি নিজ খামার পরিষ্কার করবেন, ও গম নিজের গোলায় সংগ্রহ করবেন, কিন্তু তুষ অনির্বাণ আগুনে পুড়িয়ে দেবেন।' ১৮ এবং আরও অনেক উপদেশ দিয়ে তিনি জনগণের কাছে শুভসংবাদ প্রচার করতেন।

কারারুদ্ধ যোহন

যীশুর দীক্ষাস্নান

১৯ কিন্তু যেহেতু যোহন সামন্তরাজ হেরোদকে তাঁর ভাইয়ের স্ত্রী হেরোদিয়ার ব্যাপারে ও তাঁর
সমস্ত দুষ্কর্মের ব্যাপারে ভর্ৎসনা করেছিলেন, ২০ সেজন্য হেরোদ নিজের যত দুষ্কর্মের সঙ্গে এটাও
যোগ করলেন যে, যোহনকে কারারুদ্ধ করলেন।

২১ তখন এমনটি ঘটল যে, যখন সমস্ত জনগণ দীক্ষাস্নাত হল এবং যীশু নিজেও দীক্ষাস্নাত হয়ে
প্রার্থনা করছিলেন, তখন স্বর্গ উন্মুক্ত হল, ২২ এবং পবিত্র আত্মা দৈহিক আকারে, কোপতের মত, তাঁর
উপরে নেমে এলেন; এবং স্বর্গ থেকে এক কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হল, 'তুমি আমার পুত্র, আমি আজ
তোমাকে জন্ম দিলাম।'

যীশুর বংশতালিকা

২৩ যখন যীশু নিজ কাজ আরম্ভ করেন, তখন তাঁর বয়স আনুমানিক ত্রিশ বছর; তিনি, লোকদের
ধারণায়, যোসেফের সন্তান—ইনি হেলির সন্তান, ২৪ ইনি মাথাতের সন্তান, ইনি লেবির সন্তান, ইনি
মেল্কির সন্তান, ইনি যান্নাইয়ের সন্তান, ইনি যোসেফের সন্তান, ২৫ ইনি মাত্তাথিয়াসের সন্তান, ইনি
আমোসের সন্তান, ইনি নাহুমের সন্তান, ইনি এস্লির সন্তান, ইনি নাগ্গাইয়ের সন্তান, ২৬ ইনি মায়াথের
সন্তান, ইনি মাত্তাথিয়াসের সন্তান, ইনি সেমেইনের সন্তান, ইনি যোসেখের সন্তান, ইনি যোদার
সন্তান, ২৭ ইনি যোয়ানানের সন্তান, ইনি রেসার সন্তান, ইনি জেরুব্বাবেলের সন্তান, ইনি
শেয়াল্টিয়েলের সন্তান, ইনি নেরির সন্তান, ২৮ ইনি মেল্কির সন্তান, ইনি আদ্দির সন্তান, ইনি
কোসামের সন্তান, ইনি এল্মাদামের সন্তান, ইনি এরের সন্তান, ২৯ ইনি যীশুর সন্তান, ইনি
এলিয়েজেরের সন্তান, ইনি যোরিমের সন্তান, ইনি মাথাতের সন্তান, ইনি লেবির সন্তান, ৩০ ইনি
সিমেয়োনের সন্তান, ইনি যুদার সন্তান, ইনি যোসেফের সন্তান, ইনি যোনামের সন্তান, ইনি
এলিয়াকিমের সন্তান, ৩১ ইনি মেলেয়ার সন্তান, ইনি মেন্নার সন্তান, ইনি মাত্তাথার সন্তান, ইনি
নাথানের সন্তান, ইনি দাউদের সন্তান, ৩২ ইনি যেসের সন্তান, ইনি ওবেদের সন্তান, ইনি বোয়াজের
সন্তান, ইনি সালার সন্তান, ইনি নাহসোনের সন্তান, ৩৩ ইনি আম্মিনাদাবের সন্তান, ইনি আদ্মিনের
সন্তান, ইনি আর্নির সন্তান, ইনি হেস্রোনের সন্তান, ইনি পেরেসের সন্তান, ইনি যুদার সন্তান, ৩৪ ইনি
যাকোবের সন্তান, ইনি ইসায়াকের সন্তান, ইনি আব্রাহামের সন্তান, ইনি তেরাহ্‌র সন্তান, ইনি
নাহোরের সন্তান, ৩৫ ইনি সেরুগের সন্তান, ইনি রেউয়ের সন্তান, ইনি পেলেগের সন্তান, ইনি
এবেরের সন্তান, ইনি শেলাহ্‌র সন্তান, ৩৬ ইনি কাইনানের সন্তান, ইনি আর্ফাক্সাদের সন্তান, ইনি
শেমের সন্তান, ইনি নোয়ার সন্তান, ইনি লামেখের সন্তান, ৩৭ ইনি মেথুসেলাহ্‌র সন্তান, ইনি
এনোখের সন্তান, ইনি যারেদের সন্তান, ইনি মাহালালেলের সন্তান, ইনি কাইনামের সন্তান, ৩৮ ইনি
এনোসের সন্তান, ইনি সেথের সন্তান, ইনি আদমের সন্তান, ইনি ঈশ্বরের সন্তান।

প্রান্তরে পরীক্ষা

৪ ১-২ যীশু পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ হয়ে যর্দন থেকে সরে গেলেন, এবং সেই আত্মার আবেশে প্রান্তরে
চালিত হলেন; সেখানে চল্লিশদিন ধরে দিয়াবল দ্বারা পরীক্ষিত হলেন। সেই সমস্ত দিন ধরে তিনি
কিছুই খেলেন না; পরে, সেই দিনগুলি অতিবাহিত হলে ক্ষুধার্ত হয়ে পড়লেন। ৩ তখন দিয়াবল

তাঁকে বলল, 'তুমি যদি ঈশ্বরের পুত্র হও, তবে এই পাথরগুলোকে বল, তা যেন রুটি হয়ে যায়।' [৪] উত্তরে যীশু তাকে বললেন, 'লেখা আছে, *মানুষ কেবল রুটিতে বাঁচবে না।*' [৫] তাঁকে একটা উচ্চ জায়গায় নিয়ে গিয়ে দিয়াবল মুহূর্তকালের মধ্যে জগতের সকল রাজ্য দেখিয়ে [৬] তাঁকে বলল, 'আমি তোমাকে এই সমস্ত অধিকার ও এই সবকিছুর গৌরব দেব, কারণ তা আমার হাতে সঁপে দেওয়া হয়েছে, আর আমার যাকে ইচ্ছা তাকে দান করি; [৭] তাই তুমি যদি আমার সামনে প্রণিপাত কর, তবে এই সব তোমারই হবে।' [৮] যীশু উত্তরে তাকে বললেন, 'লেখা আছে, *তোমার ঈশ্বর প্রভুকেই প্রণাম করবে, কেবল তাঁকেই উপাসনা করবে।*' [৯] সে তাঁকে যেরুসালেমে নিয়ে গেল, ও মন্দিরের চূড়ার উপরে দাঁড় করিয়ে তাঁকে বলল, 'তুমি যদি ঈশ্বরের পুত্র হও, তবে এখান থেকে নিচে ঝাঁপ দিয়ে পড়, [১০] কেননা লেখা আছে,

তোমার জন্যই আপন দূতদের তিনি আজ্ঞা দিলেন,
তাঁরা যেন তোমায় রক্ষা করেন;

[১১] আরও,

তাঁরা তোমায় দু'হাতে তুলে বহন করবেন,
পাথরে তোমার পায়ে যেন কোন আঘাত না লাগে।'

[১২] যীশু উত্তরে তাকে বললেন, 'লেখা আছে: তুমি তোমার ঈশ্বর প্রভুকে পরীক্ষা করো না।' [১৩] সব ধরনের পরীক্ষা শেষ করে দিয়াবল উপযুক্ত সময় না আসা পর্যন্ত তাঁকে ছেড়ে চলে গেল।

যীশুর বাণীপ্রচারকর্মের সূচনা

[১৪] তখন যীশু পবিত্র আত্মার পরাক্রমে গালিলেয়ায় ফিরে গেলেন, ও তাঁর নাম চারপাশের সারা অঞ্চল জুড়ে ছড়িয়ে পড়ল। [১৫] তিনি তাদের সমাজগৃহে উপদেশ দিতেন, ও সকলে তাঁর গৌরবকীর্তন করত।

[১৬] তিনি যেখানে মানুষ হয়েছিলেন, সেই নাজারায় গেলেন, এবং তাঁর অভ্যাসমত সাব্বাৎ দিনে সমাজগৃহে প্রবেশ করলেন। শাস্ত্র পাঠ করার জন্য তিনি উঠে দাঁড়ালেন, [১৭] আর তাঁর হাতে নবী ইসাইয়ার পাকানো পুঁথি তুলে দেওয়া হল; পুঁথিটা খুলে তিনি সেই স্থান পেলেন, যেখানে লেখা আছে:

[১৮] *প্রভুর আত্মা আমার উপর অধিষ্ঠিত,*
কেননা তিনি দীনদুঃখীদের কাছে শুভসংবাদ দেবার জন্য
আমাকে অভিষিক্ত করেছেন।
বন্দিদের কাছে মুক্তি ও অন্ধদের কাছে দৃষ্টিলাভের কথা প্রচার করতে,
পদদলিতদের নিস্তার করে বিদায় করতে,

[১৯] *প্রভুর প্রসন্নতা-বর্ষ ঘোষণা করতে আমাকে প্রেরণ করেছেন।*

[২০] পুঁথিটা গুটিয়ে নিয়ে তিনি তা সেবকের হাতে ফিরিয়ে দিয়ে আসন নিলেন। সমাজগৃহে সকলের চোখ তাঁর উপর নিবদ্ধ হয়ে রইল; [২১] তখন তিনি তাদের কাছে কথা বলতে লাগলেন, 'আজই, তোমরা একথা শুনতে শুনতেই, শাস্ত্রের এই বচন পূর্ণতা লাভ করেছে।' [২২] তিনি সকলের

মন জয় করলেন, ও তাঁর মুখ থেকে তেমন মধুর কথা শুনে সকলে আশ্চর্য হয়ে গেল; তারা
বলছিল, 'এ কি যোসেফের ছেলে নয়?' ২৩ তিনি তাদের বললেন, 'তোমরা নিশ্চয়ই আমাকে এই
প্রবাদ শুনিয়ে বলবে, চিকিৎসক, নিজেকেই নিরাময় কর; কাফার্নাউমে যা যা সাধন করা হয়েছে
বলে শুনেছি, এখানে, নিজের দেশেও তা সাধন কর।' ২৪ আরও বললেন, 'আমি তোমাদের সত্যি
বলছি, কোন নবী নিজের দেশে স্বীকৃতি পান না। ২৫ আমি তোমাদের সত্যি বলছি, এলিয়ের সময়
যখন তিন বছর ছয় মাস ধরে আকাশ রুদ্ধ থাকল, ও সারা দেশ জুড়ে মহাদুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল,
তখন ইস্রায়েলের মধ্যে অনেক বিধবা ছিল, ২৬ কিন্তু এলিয় তাদের কারও কাছে নয়, কেবল সিদোন
অঞ্চলের সারেপ্তায় একজন বিধবার কাছেই প্রেরিত হয়েছিলেন। ২৭ এবং নবী এলিসেয়ের সময়ে
ইস্রায়েলের মধ্যে অনেক চর্মরোগী ছিল, কিন্তু তাদের কেউই শুচীকৃত হয়নি, কেবল সিরিয়ার সেই
নামান-ই হয়েছিল।'

২৮ একথা শুনে সমাজগৃহে সকলেই ক্ষুব্ধ হয়ে উঠল: ২৯ তারা উঠে দাঁড়িয়ে তাঁকে শহরের বাইরে
ঠেলে দিল; তাদের শহরটা যে পর্বতের উপরে গড়া ছিল, তারা তার খাড়া ধার পর্যন্ত নিয়ে গিয়ে
তাঁকে নিচে ফেলে দিতে চাচ্ছিল। ৩০ কিন্তু তিনি তাদের মধ্য দিয়ে নিজ পথে এগিয়ে চলে গেলেন।

শিক্ষাদাতা ও আরোগ্যদাতা যীশু

৩১ তিনি গালিলেয়ার কাফার্নাউম শহরে নেমে এলেন, এবং সাব্বাৎ দিনে উপদেশ দিতে
লাগলেন; ৩২ তাঁর এই উপদেশে লোকে বিস্ময়মগ্ন হল, কারণ তাঁর বাণী অধিকারের সঙ্গেই
উপস্থাপিত ছিল।

৩৩ সমাজগৃহে একজন লোক ছিল, যাকে অশুচি অপদূতের আত্মায় পেয়েছিল; সে জোর গলায়
চিৎকার করে বলল: ৩৪ 'হে নাজারেথের যীশু, আমাদের সঙ্গে আপনার আবার কী? আপনি কি
আমাদের বিনাশ করতে এসেছেন? আমি জানি, আপনি কে: আপনি ঈশ্বরের সেই পবিত্রজন।' ৩৫
কিন্তু যীশু তাকে ধমক দিয়ে বললেন: 'চুপ কর, ওর মধ্য থেকে বের হও।' আর সেই অপদূত
তাকে তাদের সামনে মাটিতে ফেলে দিল, ও তাকে কোন ক্ষতি না করে তার মধ্য থেকে বেরিয়ে
গেল। ৩৬ সকলে বিস্ময়ে অভিভূত হল, ও নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগল, 'এ কেমন কথা!
ইনি অধিকার ও পরাক্রমের সঙ্গেই অশুচি আত্মাগুলোকে আদেশ দিচ্ছেন, আর তারা বেরিয়ে
যাচ্ছে!' ৩৭ আর তাঁর খ্যাতি আশেপাশের অঞ্চলের সর্বত্রই ছড়িয়ে পড়ল।

৩৮ সমাজগৃহ ছেড়ে তিনি সিমোনের বাড়িতে গেলেন; সিমোনের শাশুড়ী তখন তীব্র জ্বরে
ভুগছিলেন, আর তাঁরা তাঁর জন্য তাঁকে মিনতি করলেন; ৩৯ তিনি তাঁর দিকে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে জ্বরকে
ধমক দিলেন; তখন তাঁর জ্বর ছেড়ে গেল আর তিনি সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের সেবাযত্ন করতে লাগলেন।

৪০ সূর্য অস্ত গেলে নানা রোগে পীড়িত লোক যাদের ছিল, তারা সকলে তাদের তাঁর কাছে আনল;
তিনি প্রত্যেকজনের উপরে হাত রেখে তাদের নিরাময় করলেন। ৪১ আর বহু লোক থেকে অপদূতও
বের করে দিলেন, তারা চিৎকার করে বলত, 'আপনি ঈশ্বরের পুত্র।' তিনি কিন্তু তাদের ধমক
দিতেন, তাদের কথা বলতে দিতেন না, কারণ তারা জানত যে, তিনিই সেই খ্রীষ্ট।

৪২ পরে, সকাল হলে তিনি বেরিয়ে গিয়ে নির্জন এক স্থানে গেলেন; কিন্তু লোকেরা তাঁকে
খুঁজছিল, এবং একবার তাঁর কাছে এসে তাঁকে ধরে রাখতে চাচ্ছিল, যেন তাদের কাছ থেকে তিনি

চলে না যান। [৪৩] কিন্তু তিনি তাদের বললেন, ‘অন্যান্য শহরেও আমাকে ঈশ্বরের রাজ্যের শুভসংবাদ জানাতে হবে; কেননা এজন্যই আমি প্রেরিত হয়েছি।’ [৪৪] আর তিনি যুদেয়ার নানা সমাজগৃহে গিয়ে তাঁর প্রচারকর্ম সাধন করে চললেন।

প্রথম শিষ্যদের আহ্বান

৫ একদিন বহু লোকের ভিড় ঈশ্বরের বাণী শুনবার জন্য তাঁর উপর চাপাচাপি করছিল ও তিনি
নিজে গেন্নেসারেৎ হ্রদের ধারে দাঁড়িয়ে ছিলেন, [২] এমন সময়ে দেখলেন, তীরের কাছাকাছি দু’টো
নৌকা রয়েছে; জেলেরা নৌকা থেকে নেমে গিয়ে জাল ধুচ্ছিল। [৩] তখন তিনি ওই দু’টোর মধ্যে
একটায়, সিমোনের নৌকায়ই, উঠে ডাঙা থেকে একটু দূরে যেতে তাঁকে অনুরোধ করলেন, এবং
সেখানে আসন নিয়ে নৌকা থেকে লোকদের উপদেশ দিতে লাগলেন।

[৪] কথা শেষ করে তিনি সিমোনকে বললেন, ‘গভীর জলে নৌকা নিয়ে যাও ও মাছ ধরবার জন্য
তোমাদের জাল ফেল।’ [৫] সিমোন উত্তর দিলেন, ‘গুরুদেব, আমরা সারারাত ধরে পরিশ্রম করে
কিছুই পাইনি, কিন্তু আপনার কথায় আমি জাল ফেলব।’ [৬] তাঁরা তেমনটি করলে মাছের এত বড়
ঝাঁক ধরা পড়ল যে, তাঁদের জাল ছিঁড়ে যেতে লাগল; [৭] তাই তাঁদের যে ভাগীদারেরা অন্য নৌকায়
ছিলেন, তাঁদের তাঁরা সঙ্কেত করলেন তাঁরা যেন তাঁদের সাহায্য করতে আসেন। ওঁরা এলে তাঁরা
দু’টো নৌকা এমনভাবে ভরে দিলেন যে, নৌকা দু’টো প্রায় ডুবে যাচ্ছিল। [৮] তা দেখে সিমোন
পিতর যীশুর হাঁটুতে পড়ে বললেন, ‘প্রভু, আমার কাছ থেকে চলে যান, আমি যে পাপী!’ [৯] কেননা
জালে এত মাছ ধরা পড়েছিল বিধায় তিনি ও তাঁর সকল সঙ্গী স্তম্ভিত হয়ে পড়েছিলেন; [১০] আর
সিমোনের ভাগীদারেরা, জেবেদের ছেলে সেই যাকোব ও যোহনও স্তম্ভিত হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু
যীশু সিমোনকে বললেন, ‘ভয় করো না, এখন থেকে তুমি মানুষই ধরবে।’ [১১] পরে, নৌকা কিনারায়
এনে তাঁরা সবকিছু ত্যাগ করে তাঁর অনুসরণ করলেন।

নানা আরোগ্য-কাজ

[১২] একদিন তিনি কোন এক শহরে আছেন, এমন সময়ে দেখ, সর্বাঙ্গে চর্মরোগে ভরা একজন
লোক যীশুকে দেখে উপুড় হয়ে পড়ে মিনতি জানাল, ‘প্রভু, আপনি ইচ্ছা করলে আমাকে শুচীকৃত
করতে পারেন।’ [১৩] হাত বাড়িয়ে তিনি এই বলে তাকে স্পর্শ করলেন, ‘হ্যাঁ, আমি ইচ্ছা করি।
শুচীকৃত হও।’ আর তখনই চর্মরোগ তাকে ছেড়ে গেল। [১৪] তিনি তাকে আদেশ করলেন যেন একথা
কাউকে না বলে, ‘কিন্তু গিয়ে যাজকের কাছে নিজেকে দেখাও, ও তোমার শুচিতা-লাভের জন্য
মোশীর নির্দেশ অনুসারে নৈবেদ্য উৎসর্গ কর যেন তাদের কাছে তা সাক্ষ্যস্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়।’ [১৫]
কিন্তু তাঁর খ্যাতির কথা আরও ছড়িয়ে পড়তে থাকল; এবং তাঁকে শুনবার জন্য ও নিরাময় হবার
জন্য বহু লোক আসতে লাগল। [১৬] তিনি কিন্তু কোন না কোন নির্জন জায়গায় গিয়ে প্রার্থনা করতেন।

[১৭] একদিন তিনি উপদেশ দিচ্ছিলেন। ফরিসিরা ও বিধানাচার্যরাও কাছে বসে ছিলেন: তাঁরা
গালিলেয়া ও যুদেয়ার সমস্ত গ্রাম এবং যেরুসালেম থেকে এসেছিলেন। আর প্রভুর পরাক্রম সেখানে
উপস্থিত ছিল, যেন তিনি সুস্থতা দান করেন। [১৮] এমন সময়ে দেখ, কয়েকজন লোক একজন
পক্ষাঘাতগ্রস্ত মানুষকে খাটিয়ায় করে নিয়ে এল। তারা তাকে ভিতরে এনে তাঁর সামনে রাখতে
চেষ্টা করছিল, [১৯] কিন্তু ভিড়ের কারণে ভিতরে আনবার জন্য পথ না পাওয়ায় ঘরের ছাদে উঠল,

এবং টালির মধ্য দিয়ে তাকে খাটিয়া সমেত মাঝখানে যীশুর সামনে নামিয়ে দিল। ২০ তাদের
বিশ্বাস দেখে তিনি বললেন, 'মানুষ, তোমার পাপ ক্ষমা করা হল।' ২১ এতে শাস্ত্রীরা ও ফরিসিরা এই
বলে ভাবতে লাগল, 'এ কে যে ঈশ্বরনিন্দা করছে? একমাত্র ঈশ্বর ছাড়া আর কেইবা পাপ ক্ষমা
করতে পারে?' ২২ তাঁদের ভাবনা সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন বিধায় যীশু তাঁদের উদ্দেশ করে বললেন,
'আপনারা কেন মনে মনে এমন কথা ভাবছেন? ২৩ কোন্‌টা বলা সহজ, "তোমার পাপ ক্ষমা করা
হল", না "ওঠ, হেঁটে বেড়াও"? ২৪ আচ্ছা, মানবপুত্রের যে পৃথিবীতে পাপ ক্ষমা করার অধিকার
আছে, তা যেন আপনারা জানতে পারেন, এইজন্য—তিনি সেই পক্ষাঘাতগ্রস্তকে বললেন—
তোমাকে বলছি, ওঠ, তোমার খাটিয়া তুলে নিয়ে বাড়ি যাও।' ২৫ আর সেই মুহূর্তেই সে তাদের
সামনে উঠে দাঁড়াল, এবং নিজের খাটিয়া তুলে নিয়ে ঈশ্বরের গৌরবকীর্তন করতে করতে বাড়ি
চলে গেল; ২৬ সকলে একেবারে বিস্মিত হল ও ঈশ্বরের গৌরবকীর্তন করতে লাগল। ভয়ে অভিভূত
হয়ে তারা বলছিল, 'আজ আমরা অপরূপ ব্যাপার দেখেছি।'

লেবিকে আহ্বান

২৭ এরপরে তিনি বেরিয়ে গিয়ে দেখলেন, লেবি নামে একজন কর-আদায়কারী শুল্কঘরে বসে
আছেন; তিনি তাঁকে বললেন, 'আমার অনুসরণ কর।' ২৮ সবকিছু ত্যাগ করে তিনি উঠে তাঁর
অনুসরণ করলেন। ২৯ পরে লেবি নিজের বাড়িতে তাঁর জন্য এক মহাভোজের আয়োজন করলেন;
বহু কর-আদায়কারী ও অন্যান্য লোক তাঁদের সঙ্গে ভোজে বসে ছিল; ৩০ ফরিসিরা ও তাঁদের দলের
শাস্ত্রীরা অভিযোগ জানিয়ে তাঁর শিষ্যদের বললেন, 'তোমরা কেন কর-আদায়কারী ও পাপীদের
সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া কর?' ৩১ যীশু উত্তরে তাঁদের বললেন, 'সুস্থ লোকদেরই চিকিৎসকের প্রয়োজন
হয় এমন নয়, যারা পীড়িত, তাদেরই প্রয়োজন। ৩২ আমি ধার্মিকদের কাছে নয়, পাপীদেরই কাছে
মনপরিবর্তনের আহ্বান জানাতে এসেছি।'

উপবাস প্রসঙ্গ

৩৩ তখন তাঁরা তাঁকে বললেন, 'যোহনের শিষ্যেরা বারবার উপবাস করে ও প্রার্থনা করে,
ফরিসিদের শিষ্যেরাও তেমনি করে; কিন্তু আপনার শিষ্যেরা শুধু খাওয়া-দাওয়া করে থাকে!' ৩৪
যীশু তাঁদের বললেন, 'বর সঙ্গে থাকতে আপনারা কি বরযাত্রীদের উপবাস করাতে পারেন? ৩৫ কিন্তু
এমন দিনগুলি আসবে, যখন বরকে তাদের কাছ থেকে তুলে নেওয়া হবে; তখন, সেই
দিনগুলিতেই, তারা উপবাস করবে।'

৩৬ তিনি তাঁদের একটা উপমা-কাহিনীও শোনালেন: 'নতুন পোশাক থেকে এক টুকরো ছিঁড়ে
নিয়ে কেউই পুরাতন পোশাকে তালি দেয় না; দিলে নতুনটাও ছিঁড়ে যাবে, তাছাড়া পুরাতন
পোশাকে নতুনটার তালি মিলবে না।

৩৭ আরও, কেউ পুরাতন চামড়ার ভিস্তিতে নতুন আঙুররস রাখে না; রাখলে নতুন আঙুররসে
ভিস্তিগুলো ফেটে যাবে, ফলে আঙুররসও পড়ে যাবে, ভিস্তিগুলোও নষ্ট হবে; ৩৮ বরং নতুন
আঙুররস নতুন চামড়ার ভিস্তিতেই রাখা চাই। ৩৯ আরও, পুরাতন আঙুররস পান করে কেউ নতুনটা
চায় না, কেননা সে বলে, পুরাতনটাই ভাল।'

সাব্বাৎ দিনে শিষ ছিঁড়ে খাওয়া

৬ একদিন, সাব্বাৎ দিনেই, তিনি শস্যখেতের মাঝখান দিয়ে যাচ্ছিলেন, ও তাঁর শিষ্যেরা শিষ
ছিঁড়ছিলেন ও হাতের মধ্যে তা ঘষে নিয়ে খাচ্ছিলেন। ২ কয়েকজন ফরিসি বললেন, 'সাব্বাৎ দিনে
যা বিধেয় নয়, আপনারা তা কেন করছেন?' ৩ উত্তরে তিনি তাঁদের বললেন, 'দাউদ ও তাঁর সঙ্গীরা
ক্ষুধার্ত হলে তিনি যা করেছিলেন, আপনারা কি তাহলে তা পড়েননি? ৪ তিনি তো ঈশ্বরের গৃহে
প্রবেশ করলেন, আর যে ভোগ-রুটি কেবল যাজকেরাই ছাড়া আর কারও পক্ষে খাওয়া বিধেয় নয়,
তিনি তা নিয়ে খেয়েছিলেন ও সঙ্গীদেরও দিয়েছিলেন।' ৫ তিনি তাঁদের আরও বললেন, 'মানবপুত্র
সাব্বাতের প্রভু।'

নুলো হাত মানুষের সুস্থতা-লাভ

৬ আর এক সাব্বাৎ দিনে তিনি সমাজগৃহে প্রবেশ করে উপদেশ দিলেন; সেখানে একজন লোক
ছিল যার ডান হাত নুলো। ৭ তিনি সাব্বাৎ দিনে তাকে নিরাময় করেন কিনা, তা দেখবার জন্য
শাস্ত্রীরা ও ফরিসিরা তাঁর দিকে লক্ষ রাখছিলেন, যেন তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনবার কোন সূত্র
পেতে পারেন। ৮ তিনি কিন্তু তাঁদের ভাবনা জানতেন, তাই নুলো লোকটিকে বললেন, 'ওঠ,
মাঝখানে এসে দাঁড়াও।' আর লোকটি উঠে সেখানে গিয়ে দাঁড়াল। ৯ তখন যীশু তাঁদের বললেন,
'আপনাদের কাছে আমার একটা প্রশ্ন রয়েছে, সাব্বাৎ দিনে কী করা বিধেয়? উপকার করা না
অপকার করা? প্রাণ রক্ষা করা না নষ্ট করা?' ১০ আর চারদিকে তাঁদের সকলের দিকে তাকিয়ে
তিনি লোকটিকে বললেন, 'তোমার হাত বাড়িয়ে দাও!' সে তাই করল, আর তার হাত সুস্থ হয়ে
উঠল। ১১ কিন্তু তাঁরা অধিক ক্ষুব্ধ হয়ে উঠলেন, ও নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগলেন,
যীশুকে কী করা যায়।

সেই বারোজনকে মনোনয়ন

১২ সেসময়ে তিনি একদিন প্রার্থনা করার জন্য বেরিয়ে পর্বতে গেলেন, ও ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা
করতে করতে সারারাত কাটালেন। ১৩ সকাল হলে তিনি নিজের শিষ্যদের কাছে ডাকলেন, ও
তাঁদের মধ্য থেকে বারোজনকে বেছে নিয়ে তাঁদের 'প্রেরিতদূত' নাম দিলেন। ১৪ এঁরা হলেন:
সিমোন, যাঁকে তিনি পিতর নামও দিলেন, ও তাঁর ভাই আন্দ্রিয়; এবং যাকোব, যোহন, ফিলিপ,
বার্থলমেয়, ১৫ মথি, টমাস, আল্ফেয়ের ছেলে যাকোব, উগ্রধর্মা বলে পরিচিত সিমোন, ১৬ যাকোবের
ছেলে যুদা ও সেই যুদা ইস্কারিয়োৎ, যিনি বিশ্বাসঘাতক হয়েছিলেন।

১৭ পরে তিনি তাঁদের সঙ্গে নেমে গিয়ে একটা সমতল জায়গায় দাঁড়ালেন; সেখানে তাঁর অনেক
শিষ্য উপস্থিত ছিলেন এবং সমস্ত যুদেয়া ও যেরুসালেম থেকে ও তুরস ও সিদোনের উপকূল-অঞ্চল
থেকে আসা বহু লোকও উপস্থিত ছিল; তারা তাঁর বাণী শুনবার জন্য ও নিজেদের রোগ-ব্যাধি
থেকে নিরাময় হবার জন্য তাঁর কাছে এসেছিল; ১৮ যারা অশুচি আত্মা দ্বারা উৎপীড়িত ছিল, তারাও
নিরাময় হয়ে উঠছিল। ১৯ তাছাড়া, সমস্ত লোক তাঁকে স্পর্শ করতে চেষ্টা করছিল, কেননা তাঁর মধ্য
থেকে এমন শক্তি বের হত যা সকলকে সুস্থ করত।

যীশুর প্রথম উপদেশ—যীশুর আগমনে কার্ সুখী হওয়ার কথা?

[২০] তখন তিনি নিজ শিষ্যদের উপরে চোখ নিবদ্ধ রেখে বললেন,

'দীনহীন যারা, তোমরাই সুখী, কারণ ঈশ্বরের রাজ্য তোমাদেরই।
[২১] এখন ক্ষুধার্ত যারা, তোমরাই সুখী, কারণ পরিতৃপ্ত হবে।
এখন কাঁদছ যারা, তোমরাই সুখী, কারণ হাসবে।

[২২] তোমরাই সুখী, লোকে যখন মানবপুত্রের জন্য তোমাদের ঘৃণা করে, যখন তোমাদের সমাজচ্যুত করে ও অপমান করে, এবং তোমাদের নাম জঘন্য বলে অগ্রাহ্য করে। [২৩] সেসময়েই আনন্দ কর ও নেচে ওঠ, কেননা দেখ, স্বর্গে তোমাদের মজুরি প্রচুর হবে। বাস্তবিকই তাদের পিতৃপুরুষেরা নবীদের প্রতি এইভাবেই ব্যবহার করছিল। [২৪] কিন্তু,

ধনী যারা, তোমাদের ধিক্,
কারণ তোমাদের সান্ত্বনা তোমরা এর মধ্যেই পেয়ে গেছ।
[২৫] এখন পরিতৃপ্ত যারা, তোমাদের ধিক্, কারণ ক্ষুধার্ত হবে।
এখন হাসছ যারা, তোমাদের ধিক্, কারণ বিলাপ করবে ও কাঁদবে।

[২৬] তোমাদের ধিক্, লোকে যখন তোমাদের বিষয়ে ভাল বলে। বাস্তবিকই তাদের পিতৃপুরুষেরা ভণ্ড নবীদের প্রতি এইভাবেই ব্যবহার করছিল।'

উপদেশের অন্যান্য প্রসঙ্গ

[২৭] 'কিন্তু তোমরা যারা শুনছ, আমি তোমাদের বলছি, তোমরা তোমাদের শত্রুদের ভালবাস; যারা তোমাদের ঘৃণা করে, তাদের উপকার কর; [২৮] যারা তোমাদের অভিশাপ দেয়, তাদের আশীর্বাদ কর; যারা তোমাদের প্রতি দুর্ব্যবহার করে, তাদের মঙ্গল প্রার্থনা কর। [২৯] যে তোমার এক গালে চড় মারে, অন্য গালও তার দিকে পেতে দাও; যে তোমার চাদর কেড়ে নেয়, তাকে জামাও নিতে বারণ করো না। [৩০] যে কেউ তোমার কাছে যাচনা করে, তাকে দাও; আর তোমার নিজের জিনিস যে কেড়ে নেয়, তার কাছে তা আর ফিরিয়ে চেয়ো না। [৩১] তোমরা লোকদের কাছ থেকে যেমন ব্যবহার প্রত্যাশা কর, তোমরা তাদের প্রতি সেইমত ব্যবহার কর। [৩২] যারা তোমাদের ভালবাসে, তাদেরই ভালবাসলে তোমরা কী অনুগ্রহ পাবে? পাপীরাও তাদের ভালবাসে যারা তাদের ভালবাসে। [৩৩] আর যারা তোমাদের উপকার করে, তাদেরই উপকার করলে তোমরা কী অনুগ্রহ পাবে? পাপীরাও সেইমত করে। [৩৪] আর যাদের কাছ থেকে পাবার আশা থাকে, তাদেরই ধার দিলে তোমরা কী অনুগ্রহ পাবে? পাপীরাও পাপীদের ধার দেয় যেন সেই পরিমাণে আবার পেতে পারে। [৩৫] তোমরা কিন্তু তোমাদের শত্রুদের ভালবাস, তাদের উপকার কর, ও ফেরত পাবার কোন আশা না রেখেই ধার দাও, তাহলেই তোমাদের মজুরি প্রচুর হবে, ও তোমরা পরাৎপরের সন্তান হবে, কেননা তিনি অকৃতজ্ঞ ও দুর্জনদের প্রতিও কৃপাময়।

[৩৬] তোমাদের পিতা যেমন দয়াবান, তোমরাও তেমনি দয়াবান হও। [৩৭] তোমরা বিচার করো না, তবে বিচারাধীন হবে না; কাউকে দোষী করো না, তবে তোমাদের দোষী করা হবে না; ক্ষমা কর, তবে তোমাদের ক্ষমা করা হবে; [৩৮] দাও, তবে তোমাদের দেওয়া হবে—উত্তম পরিমাপে, ঠাসা,

ঝোঁকে-নেওয়া, উপচে-পড়া পরিমাপেই তোমাদের কোলে ফেলে দেওয়া হবে; কারণ যে মাপকাঠিতে তোমরা পরিমাপ কর, ঠিক সেই মাপকাঠিতে তোমাদের জন্য পরিমাপ করা হবে।'

[৩৯] তিনি তাঁদের একটা উপমা-কাহিনীও শোনালেন, 'অন্ধ কি অন্ধকে পথ দেখাতে পারে? দু'জনেই কি গর্তে পড়বে না? [৪০] শিষ্য গুরুর চেয়ে বড় নয়, কিন্তু যে কেউ পরিপক্ক, সে-ই নিজের গুরুর মত হবে। [৪১] তোমার ভাইয়ের চোখে যে কুটোটুকু রয়েছে, তুমি কেন তা লক্ষ কর, কিন্তু তোমার নিজের চোখে যে কড়িকাঠ রয়েছে, কেন তা তুমি দেখ না? [৪২] কেমন করে তুমি তোমার নিজের ভাইকে বলতে পার, ভাই, এসো, তোমার চোখে যে কুটোটুকু রয়েছে, তা আমি বের করে দিই, যখন তোমার নিজের চোখে যে কড়িকাঠ রয়েছে তা দেখছ না? ভণ্ড, আগে নিজের চোখ থেকে কড়িকাঠটা বের করে ফেল, আর তখনই তোমার ভাইয়ের চোখ থেকে কুটোটুকুটা বের করার জন্য স্পষ্ট দেখতে পাবে।

[৪৩] কেননা এমন ভাল গাছ নেই যাতে মন্দ ফল ধরে, এবং এমন মন্দ গাছও নেই যাতে ভাল ফল ধরে; [৪৪] নিজ নিজ ফল দ্বারাই প্রতিটি গাছ চেনা যায়। লোকে তো কাঁটাগাছ থেকে ডুমুরফল পাড়ে না, শেয়ালকাঁটা থেকেও আঙুর তোলে না। [৪৫] ভাল মানুষ নিজের হৃদয়ের ভাল ভাণ্ডার থেকে ভাল জিনিস বের করে, ও মন্দ মানুষ মন্দ ভাণ্ডার থেকে মন্দ জিনিস বের করে; কেননা হৃদয় থেকে যা ছেপে ওঠে, তার মুখ তা-ই বলে।

[৪৬] তোমরা আমাকে কেন "প্রভু! প্রভু!" বলে ডাক, অথচ আমি যা বলি তা কর না?

[৪৭] যে কেউ আমার কাছে এসে আমার বাণীগুলো শুনে তা পালন করে, সে কেমন লোক, তা আমি তোমাদের জানিয়ে দিচ্ছি: [৪৮] সে তেমন এক লোকের মত, যে ঘর গাঁথতে গিয়ে গভীরেই মাটি খুঁড়ে নিল ও শৈলের উপরে ভিত স্থাপন করল। পরে বন্যা এলে সেই ঘরে জলস্রোত জোরে বইল, তবু তা টলাতে পারল না, কারণ তা উত্তমরূপেই গাঁথা ছিল। [৪৯] কিন্তু যে শুনে তা পালন করে না, সে তেমন এক লোকের মত, যে বিনা ভিতে মাটির উপরে ঘর গাঁথল। জলস্রোত জোরে বয়ে সেই ঘরে আঘাত হানল, আর তা তখনই পড়ে গেল—সেই ঘরের ধ্বংস কেমন সাংঘাতিক!'

নানা আরোগ্য-কাজ

৭ তিনি যা চাচ্ছিলেন জনগণ শুনবে, সেই সমস্ত কথা বলা শেষ করে তিনি কাফার্নাউমে প্রবেশ করলেন। [২] একজন শতপতির একটি দাস পীড়িত হয়ে প্রায় মৃত অবস্থায় ছিল; দাসটি শতপতির খুবই প্রিয় ছিল। [৩] যীশুর কথা শুনে তিনি ইহুদীদের কয়েকজন প্রবীণকে পাঠিয়ে তাঁর কাছে মিনতি জানালেন যেন তিনি এসে তাঁর দাসকে ত্রাণ করেন। [৪] যীশুর কাছে এসে তাঁরা ব্যাকুল মিনতি জানাতে লাগলেন, বললেন, 'আপনি যে তাঁর উপকার করবেন, লোকটি তার যোগ্য, [৫] কেননা তিনি আমাদের জাতিকে ভালবাসেন; আমাদের সমাজগৃহ নিজেই নির্মাণ করে দিয়েছেন।' [৬] তাই যীশু তাঁদের সঙ্গে রওনা হলেন। তিনি বাড়ি থেকে আর তত দূরে নন, সেসময়ে শতপতি কয়েকজন বন্ধুর মধ্য দিয়ে তাঁকে বলে পাঠালেন, 'প্রভু, কষ্ট করবেন না; আপনি যে আমার গৃহে পদধূলি দেবেন, আমি তার যোগ্য নই; [৭] এজন্যই আপনার কাছে আসব তেমন যোগ্যও নিজেকে মনে করলাম না। কিন্তু আপনি একটা বাণী দিন আর আমার দাস সুস্থ হয়ে উঠুক। [৮] কেননা আমিও কর্তৃপক্ষের অধীনে নিযুক্ত লোক, আবার আমার সৈন্যরাও আমার অধীন; আমি একজনকে "যাও"

বললে সে যায়, আর অন্যজনকে "এসো" বললে সে আসে, আর আমার দাসকে "একাজ কর" বললে সে তা করে।' [৯] এই সকল কথা শুনে, লোকটির বিষয়ে যীশুর আশ্চর্য লাগল, এবং যে লোকের ভিড় তাঁর অনুসরণ করছিল তাদের দিকে ফিরে বললেন, 'আমি তোমাদের বলছি, ইস্রায়েলের মধ্যে এত গভীর বিশ্বাস দেখতে পাইনি।' [১০] পরে যাঁদের পাঠানো হয়েছিল, তাঁরা বাড়ি ফিরে গিয়ে দাসকে সুস্থ অবস্থায় পেলেন।

[১১] কিছু দিন পর তিনি নাইন নামে এক শহরে গেলেন; তাঁর শিষ্যেরা ও বহু লোক তাঁর সঙ্গে পথ চলছিলেন। [১২] তিনি নগরদ্বারের কাছে এসেছেন, এমন সময়ে দেখ, লোকেরা একটা মৃত মানুষকে কবরস্থানে নিয়ে যাচ্ছিল: সে নিজের মায়ের একমাত্র ছেলে, আর তার মা বিধবা; শহরের অনেক লোক তার সঙ্গে ছিল। [১৩] তাকে দেখে যীশু দয়ায় বিগলিত হয়ে তাকে বললেন, 'কেঁদো না।' [১৪] পরে কাছে গিয়ে খাটুলি স্পর্শ করলেন, তখন বাহকেরা থামল। তিনি বললেন, 'তরুণ, তোমাকে বলছি, ওঠ।' [১৫] আর সেই মৃত মানুষটি উঠে বসল ও কথা বলতে লাগল। আর তিনি তাকে তার মায়ের হাতে তুলে দিলেন। [১৬] সকলে ভয়ে অভিভূত হল এবং এই বলে ঈশ্বরের গৌরবকীর্তন করল, 'আমাদের মধ্যে এক মহানবীর উদ্ভব হয়েছে; ঈশ্বর তাঁর আপন জনগণকে দেখতে এসেছেন।' [১৭] আর সমগ্র যুদেয়ায় ও চারদিকের সারা অঞ্চল জুড়ে তাঁর সম্বন্ধে এই খবর ছড়িয়ে পড়ল।

যোহনের প্রশ্ন ও যীশুর উত্তর

[১৮] যোহনের শিষ্যেরা তাঁকে এই সকল ঘটনার কথা জানাল, এবং যোহন নিজের দু'জন শিষ্যকে কাছে ডেকে [১৯] তাদের মধ্য দিয়ে প্রভুর কাছে জিজ্ঞাসা করে পাঠালেন, 'যিনি আসছেন, আপনিই কি সেই ব্যক্তি? না আমরা অন্যের অপেক্ষায় থাকব?' [২০] তাঁর কাছে এসে সেই দু'জন বলল, 'দীক্ষাগুরু যোহন আমাদের আপনার কাছে একথা জিজ্ঞাসা করতে পাঠালেন: যিনি আসছেন, আপনিই কি সেই ব্যক্তি? না আমরা অন্যের অপেক্ষায় থাকব?' [২১] সেই ক্ষণেই তিনি অনেক লোককে রোগ-ব্যাধি ও মন্দাত্মা থেকে নিরাময় করলেন, ও অনেক অন্ধকে দৃষ্টিশক্তি দিলেন; [২২] পরে তিনি তাদের এই উত্তর দিলেন, 'তোমরা যা কিছু শুনেছ ও দেখেছ, তা যোহনকে গিয়ে জানাও: *অন্ধ দেখতে পায়,* খোঁড়া হেঁটে বেড়ায়, সংক্রামক চর্মরোগে আক্রান্ত মানুষ শুচীকৃত হয়, বধির শুনতে পায়, মৃত পুনরুত্থিত হয়, *দীনদরিদ্রদের কাছে শুভসংবাদ প্রচার করা হয়;* [২৩] আর সুখী সেই জন, আমার বিষয়ে যার পদস্খলন হয় না।'

[২৪] যোহনের দূতেরা বিদায় নিলে তিনি লোকদের কাছে যোহনের বিষয়ে কথা বলতে লাগলেন: 'তোমরা প্রান্তরে কী দেখতে গিয়েছিলে? বাতাসে দোলা নলগাছ? [২৫] তবে কি দেখতে গিয়েছিলে? মোলায়েম পোশাক-পরা কোন ব্যক্তিকে? দেখ, যারা জমকালো পোশাক পরে ও ভোগবিলাসিতায় দিন কাটায়, তারা তো রাজপ্রাসাদেই থাকে। [২৬] তবে কী দেখতে গিয়েছিলে? একজন নবীকে? হ্যাঁ, আমি তোমাদের বলছি, নবীর চেয়েও শ্রেষ্ঠই এক মানুষকে দেখতে গিয়েছিলে। [২৭] ইনিই সেই ব্যক্তি, যাঁর বিষয়ে লেখা আছে: *দেখ, আমি আমার দূত তোমার সামনে প্রেরণ করছি; তোমার সামনে সে তোমার পথ প্রস্তুত করবে।*

[২৮] আমি তোমাদের বলছি, নারী-গর্ভজাতদের মধ্যে যোহনের চেয়ে মহান কেউ নেই; তবু ঈশ্বরের রাজ্যে যে ক্ষুদ্রতম, সে তাঁর চেয়ে মহান।' [২৯] যে সমস্ত জনগণ তাঁর কথা শুনল, তারা এবং

কর-আদায়কারীরাও যোহনের দীক্ষাস্নান গ্রহণ ক'রে ঈশ্বরকে ধর্মময় বলে স্বীকার করল; [৩০] কিন্তু
ফরিসিরা ও বিধানপণ্ডিতেরা তাঁর হাতে দীক্ষাস্নান গ্রহণ না করে নিজেদের সম্বন্ধে ঈশ্বরের সেই
পরিকল্পনা ব্যর্থ করে দিলেন। [৩১] তাই আমি কার্ সঙ্গেই বা এই প্রজন্মের মানুষদের তুলনা করব?
তারা কিসের মত? [৩২] তারা এমন ছেলেদের মত যারা বাজারে বসে একজন আর একজনকে
চিৎকার করে বলে,

আমরা তোমাদের জন্য বাঁশি বাজালাম,
কিন্তু তোমরা নাচলে না;
বিলাপগান গাইলাম,
কিন্তু তোমরা কাঁদলে না।

[৩৩] কারণ দীক্ষাগুরু যোহন এসে রুটি খান না ও আঙুররস পান করেন না, আর তোমরা বল, সে
ভূতগ্রস্ত। [৩৪] মানবপুত্র এসে আহার ও পান করেন, আর তোমরা বল, ওই দেখ, একজন পেটুক,
একটা মাতাল, কর-আদায়কারী ও পাপীদের বন্ধু। [৩৫] কিন্তু প্রজ্ঞা নিজের সকল সন্তান দ্বারা নির্দোষ
বলে সাব্যস্ত হয়েছে!'

যীশু ও সেই পাপিষ্ঠা স্ত্রীলোক

[৩৬] ফরিসিদের একজন তাঁকে নিজের বাড়িতে ভোজে নিমন্ত্রণ করলেন। যখন তিনি সেই ফরিসির
বাড়িতে প্রবেশ করে ভোজে বসলেন, [৩৭] তখন সেই শহরের এক পাপিষ্ঠা স্ত্রীলোক হঠাৎ এসে
উপস্থিত হল; সে শুনতে পেয়েছিল যে, তিনি সেই ফরিসির বাড়িতে খেতে বসেছেন, তাই সাদা
ফটিকের একটা পাত্রে করে সুগন্ধি তেল নিয়ে এসেছিল। [৩৮] তাঁর পিছনে তাঁর পায়ের কাছে বসে
কাঁদতে কাঁদতে সে চোখের জলে তাঁর পা ভিজাতে লাগল; পরে নিজের মাথার চুল দিয়ে তা মুছে
দিল, ও সেই পা দু'টো চুম্বন করতে করতে সুগন্ধি তেল মাখাতে লাগল।

[৩৯] তা দেখে, যে ফরিসি তাঁকে নিমন্ত্রণ করেছিলেন, তিনি মনে মনে বললেন, 'লোকটা নবী হলে
তবে জানতে পারত, তাকে যে স্পর্শ করছে সে কে ও কেমন স্ত্রীলোক, কারণ সে পাপিষ্ঠা।' [৪০] তখন
যীশু তাঁকে উদ্দেশ করে বললেন, 'সিমোন, আপনাকে আমার কিছু বলার আছে।' তিনি বললেন,
'বলুন, গুরু।' [৪১] 'এক মহাজনের কাছে দু'জন লোক ঋণী ছিল; তার কাছে একজন ছিল পাঁচশ'
রুপোর টাকা ঋণী, আর একজন পঞ্চাশ রুপোর টাকা ঋণী। [৪২] তাদের শোধ করার মত সামর্থ্য না
থাকায় তিনি দু'জনের ঋণ মাপ করে দিলেন। আচ্ছা, তাদের মধ্যে কে তাঁকে বেশি ভালবাসবে?'
[৪৩] সিমোন উত্তর দিলেন, 'আমি মনে করি, তিনি যার বেশি ঋণ মাপ করলেন, সে-ই।' তিনি তাঁকে
বললেন, 'আপনার বিচার ঠিক।' [৪৪] এবং স্ত্রীলোকটির দিকে ফিরে তিনি সিমোনকে বললেন, 'এই
স্ত্রীলোককে দেখছেন? আমি আপনার বাড়িতে প্রবেশ করলাম, আপনি আমার পা ধোবার জল
দিলেন না, কিন্তু এই স্ত্রীলোক চোখের জলে আমার পা ভিজিয়ে দিল ও নিজের চুল দিয়ে তা মুছে
দিল। [৪৫] আপনি আমাকে চুম্বন করলেন না, কিন্তু যে সময় থেকে এ ভিতরে এল আমার পা চুম্বন
করায় ক্ষান্ত হয়নি। [৪৬] আপনি আমার মাথায় তেল মাখিয়ে দিলেন না, কিন্তু এ আমার পায়ে সুগন্ধি
তেল মাখিয়ে দিল। [৪৭] এজন্য আপনাকে বলছি, এর যে বহু পাপ, তা ক্ষমা করা হয়েছে, কারণ এ
বেশি ভালবাসা দেখিয়েছে। কিন্তু যাকে অল্প ক্ষমা করা হয়, সে অল্প ভালবাসে।' [৪৮] পরে তিনি সেই

স্ত্রীলোককে বললেন, 'তোমার পাপ ক্ষমা করা হয়েছে।' ৪৯ যারা তাঁর সঙ্গে ভোজে বসে ছিল, তারা
মনে মনে বলতে লাগল, 'এ কে, যে পাপও ক্ষমা করে?' ৫০ তিনি কিন্তু সেই স্ত্রীলোককে বললেন,
'তোমার বিশ্বাস তোমার পরিত্রাণ সাধন করেছে: শান্তিতে যাও।'

যীশুর সেবাকারিণীর দল

৮ এরপর তিনি প্রচার করতে করতে ও ঈশ্বরের রাজ্যের শুভসংবাদ ঘোষণা করতে করতে এক
শহর থেকে অন্য শহরে ও এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন; তাঁর সঙ্গে ছিলেন
সেই বারোজন ২ ও এমন কয়েকজন স্ত্রীলোক যাঁরা মন্দাত্মা বা রোগ থেকে নিরাময় হয়েছিলেন, যথা,
মাগদালেনা নামে পরিচিতা সেই মারীয়া, যাঁর মধ্য থেকে সাতটা অপদূত বেরিয়ে গেছিল; ৩ আবার
ছিলেন হেরোদের দেওয়ান খুজার স্ত্রী যোহানা, সুজান্না ও আরও অনেকে। তাঁরা নিজ নিজ সম্পত্তি
দ্বারা তাঁদের সেবা করতেন।

নানা উপমা-কাহিনী

৪ যেহেতু বহু লোকের ভিড় জমে যাচ্ছিল ও নানা শহর থেকে লোকেরা তাঁর কাছে আসছিল,
সেজন্য তিনি উপমাচ্ছলে বললেন, ৫ 'বীজবুনিয়ে নিজ বীজ বুনতে বেরিয়ে পড়ল। বোনার সময়ে
কিছু বীজ পথের ধারে পড়ল, তা লোকেরা পায়ে মাড়িয়ে গেল ও আকাশের পাখিরা তা খেয়ে
ফেলল। ৬ আবার কিছু বীজ পাথরের উপরে পড়ল; আর তা অঙ্কুরিত হলে রস না পাওয়ায় শুকিয়ে
গেল। ৭ আবার কিছু বীজ কাঁটাঝোপের মধ্যে পড়ল; আর কাঁটাগাছ সঙ্গে সঙ্গে অঙ্কুরিত হয়ে তা
চেপে রাখল। ৮ আবার কিছু বীজ উত্তম মাটিতে পড়ল; আর তা অঙ্কুরিত হয়ে শতগুণ ফল দিল।'
একথা বলে তিনি জোর গলায় বললেন, 'যার শুনবার কান আছে, সে শুনুক।'

৯ পরে তাঁর শিষ্যেরা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন এই উপমাটা-কাহিনীর অর্থ কী হতে পারে। ১০ তিনি
বললেন, 'ঈশ্বরের রাজ্য সংক্রান্ত রহস্যগুলো তোমাদের বুঝতে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু অন্য সকলের
কাছে রহস্যময় উপমা-কাহিনীর মধ্য দিয়ে বলা হয়েছে,

যেন তারা তাকিয়ে দেখেও দেখতে না পায়,
ও কান পেতে শুনেও বুঝতে না পারে।

১১ উপমা-কাহিনীর অর্থ এ: সেই বীজ হল ঈশ্বরের বাণী; ১২ তারাই পথের ধারের লোক, যারা
শুনেছে; পরে দিয়াবল এসে তাদের হৃদয় থেকে সেই বাণী কেড়ে নিয়ে যায়, পাছে তারা বিশ্বাস
করে পরিত্রাণ পায়। ১৩ তারাই পাথরের উপরের লোক, যারা শুনে আনন্দের সঙ্গেই সেই বাণী গ্রহণ
করে, কিন্তু তাদের শিকড় নেই: এরা মাত্র ক্ষণিকের জন্যই বিশ্বাস করে, ও পরীক্ষার সময়ে সরে
পড়ে। ১৪ যা কাঁটাঝোপের মধ্যে পড়ল, তা এমন লোকদের ইঙ্গিত করে, যারা শুনেছে, কিন্তু চলতে
চলতে জীবনের চিন্তা, ধন ও ভোগবিলাসিতার চাপে চাপা পড়ে: এরা কোন পাকা ফল কখনও দেয়
না। ১৫ আর যা উত্তম মাটিতে পড়ল, তা এমন লোক, যারা সুন্দর ও উদার মনে বাণী শুনে তা
আঁকড়ে ধরে রাখে: এরা [ধর্ম]নিষ্ঠা দ্বারাই ফল দেয়।

১৬ প্রদীপ জ্বালিয়ে কেউই তা পাত্রের নিচে ঢেকে রাখে না, কিংবা খাটের তলায় রেখে দেয় না,
দীপাধারের উপরেই রাখে, যারা ভিতরে যায়, তারা যেন আলো দেখতে পায়। ১৭ কেননা গুপ্ত এমন

কিছুই নেই, যা প্রকাশিত হবে না; লুক্কায়িত এমন কিছুই নেই, যা জানা যাবে না ও আলোয় বেরিয়ে আসবে না। ১৮ তাই তোমরা কেমন শুনছ, তা ভেবে দেখ; কেননা যার আছে তাকে আরও বেশি দেওয়া হবে; আর যার কিছু নেই, তার যা আছে ব'লে সে মনে করে, তাও তার কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হবে।'

যীশুর প্রকৃত পরিজন

১৯ তাঁর মা ও ভাইয়েরা তাঁকে দেখতে এলেন, কিন্তু ভিড়ের জন্য তাঁর সঙ্গে দেখা করতে পারলেন না। ২০ তাঁকে জানানো হল, 'আপনার মা ও আপনার ভাইয়েরা বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন, আপনাকে দেখতে চান।' ২১ তিনি এই বলে তাদের উত্তর দিলেন, 'এরা, যারা ঈশ্বরের বাণী শোনে ও পালন করে, এরাই আমার মা, এরাই আমার ভাই।'

যীশু ঝড় প্রশমিত করেন

২২ একদিন তিনি নিজে ও তাঁর শিষ্যেরা একটা নৌকায় উঠলেন; তিনি তাঁদের বললেন, 'এসো, হ্রদের ওপারে যাই।' তাই তাঁরা রওনা হলেন। ২৩ আর তাঁরা নৌকা ছেড়ে দিলে তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন; তখন হ্রদের উপর ঝড় এসে পড়ল, নৌকাটা জলে ভরে যেতে লাগল, ও তাঁরা বিপদে পড়লেন। ২৪ তাই তাঁরা কাছে গিয়ে তাঁকে জাগিয়ে তুলে বললেন, 'গুরুদেব, গুরুদেব, আমরা মরতে বসেছি!' তখন তিনি জেগে উঠে বাতাসকে ও সেই সংক্ষুব্ধ ঢেউকে ধমক দিলেন, আর দু'টোই থেমে গেল, তাতে নিস্তব্ধতা নেমে এল। ২৫ তাঁদের তিনি বললেন, 'তোমাদের বিশ্বাস কোথায়?' তাঁরা ভয়ে অভিভূত হয়ে আশ্চর্য হলেন, একে অপরকে বললেন, 'তবে ইনি কে যে, বাতাস ও সমুদ্রকে আদেশ দেন, আর দু'টোই তাঁর প্রতি বাধ্য হয়?'

নানা আরোগ্য-কাজ

২৬ তাঁরা গেরাসেনীয়দের দেশে এসে ভিড়লেন; এ অঞ্চলটা হ্রদের ওপারে গালিলেয়ার সামনাসামনিতে অবস্থিত। ২৭ তিনি ডাঙায় উঠলেই সেই শহরের অপদূতগ্রস্ত একজন লোক তাঁর সামনে এগিয়ে এল। সে অনেক দিন থেকে গায়ে কোন জামাকাপড় দিত না, বাড়িতেও বাস করত না, সমাধিগুহাতেই থাকত। ২৮ যীশুকে দেখামাত্র সে চিৎকার করতে লাগল, ও তাঁর সামনে পড়ে জোর গলায় বলল, 'হে যীশু, পরাৎপর ঈশ্বরের পুত্র, আমার সঙ্গে আপনার আবার কী? মিনতি করি, আমাকে জ্বালাযন্ত্রণা দেবেন না!' ২৯ কেননা তিনি সেই অশুচি আত্মাকে লোকটির মধ্য থেকে বেরিয়ে যেতে আদেশ করেছিলেন; বাস্তবিকই সেই আত্মা বহুবার লোকটিকে ধরেছিল; তখন তাকে শেকল ও বেড়ি দিয়ে বেঁধে রাখা হত ও তাকে পাহারাও দেওয়া হত, কিন্তু সে যত বাঁধন ছিঁড়ে ফেলে অপদূতের তাড়নায় নির্জন জায়গায় চলে যেত। ৩০ তাকে যীশু জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার নাম কী?' সে বলল, 'বাহিনী', কেননা অনেক অপদূত তার মধ্যে প্রবেশ করেছিল। ৩১ তখন তারা তাঁকে মিনতি জানাতে লাগল, যেন তিনি অতল গহ্বরে চলে যেতে তাদের আজ্ঞা না দেন।

৩২ সেই জায়গায় পর্বতের উপরে বিরাট এক পাল শূকর চরে বেড়াচ্ছিল। তাই অপদূতেরা তাঁকে মিনতি করল, যেন তিনি তাদের ওই শূকরদের মধ্যে ঢুকতে অনুমতি দেন। তিনি তাদের অনুমতি দিলে পর ৩৩ অপদূতেরা লোকটির মধ্য থেকে বেরিয়ে এসে শূকরদের মধ্যে ঢুকল, আর সেই পাল

ছুটে গিয়ে পাহাড়ের খাড়া ধার থেকে হ্রদের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে ডুবে গেল। ৩৪ ব্যাপারটা দেখে
রাখালেরা পালিয়ে গেল, এবং শহরে ও গ্রামে গ্রামে গিয়ে কথাটা জানিয়ে দিল। ৩৫ তখন ব্যাপারটা
দেখবার জন্য লোকেরা বেরিয়ে পড়ল, ও যীশুর কাছে এসে দেখতে পেল, যার মধ্য থেকে
অপদূতেরা বেরিয়ে গেছিল, সেই লোক যীশুর পায়ের কাছে বসে আছে—সে জামাকাপড় পরে আছে
ও প্রকৃতস্থ অবস্থায় রয়েছে; তাতে তারা ভয় পেল। ৩৬ আর যারা সবকিছু দেখেছিল, তারা সেই
অপদূতগ্রস্ত লোক কীভাবে পরিত্রাণ পেয়েছিল, তা তাদের জানিয়ে দিল। ৩৭ তখন গেরাসেনীয়
এলাকার সমস্ত লোক তাঁকে মিনতি করল, তিনি যেন তাদের ছেড়ে চলে যান; বাস্তবিকই তারা
ভীষণ ভয়ে আক্রান্ত হয়েছিল। তখন তিনি নৌকায় উঠে ফিরে এলেন। ৩৮ যার মধ্য থেকে
অপদূতেরা বেরিয়ে গেছিল, সেই লোক তাঁর সঙ্গে থাকবার জন্য মিনতি করল, কিন্তু তিনি তাকে
বিদায় দিয়ে বললেন, ৩৯ 'বাড়ি ফিরে যাও, ও প্রভু তোমার জন্য যা কিছু করেছেন, তা লোকদের
জানাও।' তাই সে চলে গিয়ে, যীশু তার জন্য যা কিছু করেছিলেন, তা শহরের সর্বত্রই প্রচার করল।

৪০ যীশু ফিরে এলে লোকেরা তাঁকে স্বাগত জানাল, কারণ সকলে তাঁর অপেক্ষা করছিল। ৪১ আর
হঠাৎ যাইরুস নামে একজন লোক এলেন, তিনি সমাজগৃহের একজন অধ্যক্ষ। যীশুর পায়ে লুটিয়ে
পড়ে তিনি তাঁর নিজের বাড়িতে আসতে তাঁকে মিনতি করতে লাগলেন, ৪২ কারণ তাঁর একমাত্র
মেয়েটি—বয়স আনুমানিক বারো বছর—মরণাপন্ন অবস্থায় ছিল। যীশু চলতে চলতে তাঁর
চারপাশে ভিড়ের চাপ সৃষ্টি হতে লাগল।

৪৩ তখন বারো বছর ধরে রক্তস্রাবে আক্রান্ত এমন একজন স্ত্রীলোক ছিল যে ডাক্তারদের পিছনে
তার সর্বস্ব ব্যয় করেও কারও হাতে নিরাময় হতে পারেনি। ৪৪ সে পিছন থেকে এসে তাঁর
পোশাকের ধারটুকু স্পর্শ করল, আর ঠিক সেই মুহূর্তেই তার রক্তস্রাব বন্ধ হয়ে গেল। ৪৫ তখন যীশু
বললেন, 'কে আমাকে স্পর্শ করল?' সকলে অস্বীকার করলে পিতর ও তাঁর সঙ্গীরা বললেন,
'গুরুদেব, আপনার চারপাশে কতই না লোকের ভিড়, আর কী চাপাচাপি!' ৪৬ কিন্তু যীশু বললেন,
'আমাকে কেউ স্পর্শ করেইছে, কেননা আমি টের পেয়েছি আমার মধ্য থেকে শক্তি বেরিয়ে গেছে।'
৪৭ স্ত্রীলোকটি যখন দেখল, সে ধরা পড়েছে, তখন কাঁপতে কাঁপতে এগিয়ে এল ও তাঁর পায়ে প'ড়ে,
কীজন্য তাঁকে স্পর্শ করেছিল ও কীভাবে ঠিক সেই মুহূর্তেই সুস্থ হয়েছিল, তা সকল লোকের সামনে
বুঝিয়ে দিল। ৪৮ তিনি তাকে বললেন, 'কন্যা, তোমার বিশ্বাস তোমার পরিত্রাণ সাধন করেছে;
শান্তিতে যাও।'

৪৯ তিনি তখনও কথা বলছেন, সেসময় সমাজগৃহের অধ্যক্ষের বাড়ি থেকে লোক এসে বলল,
'আপনার মেয়েটি মারা গেছে, গুরুকে আর কষ্ট দেবেন না।' ৫০ কিন্তু যীশু সেকথা শুনতে পেয়ে
তাঁকে বললেন, 'ভয় করবেন না, কেবল বিশ্বাস করুন, তাতেই সে পরিত্রাণ পাবে।' ৫১ পরে তিনি
সেই বাড়িতে এসে পৌঁছলে, পিতর, যাকোব ও যোহন এবং মেয়েটির পিতামাতাকে ছাড়া আর
কাউকেই ভিতরে যেতে দিলেন না। ৫২ সেসময় সকলে তার জন্য কাঁদছিল ও বিলাপ করছিল। তিনি
বললেন, 'কেঁদো না; সে তো মারা যায়নি, ঘুমিয়ে রয়েছে।' ৫৩ কিন্তু তারা তাঁকে উপহাস করল,
কারণ তারা জানত, সে মারা গেছে। ৫৪ কিন্তু তিনি তার হাত ধরে এই বলে তাকে ডাকলেন, 'মেয়ে,
উঠে দাঁড়াও।' ৫৫ আর তার আত্মা ফিরে এল, ও সে সেই মুহূর্তেই উঠে দাঁড়াল। পরে তিনি তাকে
কিছু খাবার দিতে আদেশ করলেন। ৫৬ তার পিতামাতা স্তম্ভিত হলেন, কিন্তু তিনি তাঁদের আদেশ

দিলেন, যেন এই ঘটনার কথা কাউকে না জানান।

সেই বারোজনকে প্রেরণ
তাঁদের কাছে নির্দেশবাণী

৯ তিনি সেই বারোজনকে একত্রে ডাকলেন, এবং তাঁদের তিনি সমস্ত অপদূত তাড়াবার জন্য ও
রোগ-ব্যাধি নিরাময় করার জন্য পরাক্রম ও অধিকার দিলেন; ২ এবং ঈশ্বরের রাজ্য প্রচার করতে
ও পীড়িতদের সুস্থ করতে তাঁদের প্রেরণ করলেন; ৩ তাঁদের বললেন: 'পথের জন্য তোমরা কিছুই
নিয়ো না, লাঠিও নয়, ঝুলিও নয়, রুটিও নয়, পয়সা-কড়িও নয়, দু'টো জামাও নয়। ৪ তোমরা যে
কোন বাড়িতে প্রবেশ কর, সেইখানে থাক, ও সেখান থেকেই আবার যাত্রা কর। ৫ যে সকল লোক
তোমাদের গ্রহণ না করে, সেই শহর থেকে চলে যাওয়ার সময়ে তোমরা পায়ের ধুলো ঝেড়ে ফেল,
যেন তাদের বিরুদ্ধে তা সাক্ষ্যস্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়।' ৬ তখন তাঁরা বেরিয়ে পড়লেন: গ্রামে গ্রামে
সর্বত্রই শুভসংবাদ প্রচার করতে ও মানুষকে নিরাময় করতে লাগলেন।

হেরোদ ও যীশু

৭ এর মধ্যে সামন্তরাজ হেরোদ এই সমস্ত ঘটনার কথা শুনতে পেয়েছিলেন; তিনি খুবই অস্থির
হলেন, কারণ কেউ কেউ বলছিল, 'যোহন মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান করেছেন'; ৮ আবার কেউ
কেউ বলছিল, 'এলিয় দেখা দিয়েছেন'; অন্য কেউ আবার বলছিল, 'আগেকার নবীদের একজন
পুনরুত্থান করেছেন।' ৯ কিন্তু হেরোদ বললেন, 'যোহন? আমিই তো তাঁর শিরশ্ছেদ করেছি; তাহলে
ইনি কে, যাঁর বিষয়ে তেমন কথা শুনতে পাচ্ছি?' তাই তিনি তাঁকে দেখবার জন্য ব্যাকুল ছিলেন।

যীশু বহু লোককে অলৌকিক ভাবে খাওয়ান

১০ প্রেরিতদূতেরা ফিরে এসে, যা কিছু করেছিলেন, তার বিবরণ যীশুকে দিলেন। তখন তিনি
তাঁদের সঙ্গে নিয়ে নিজেদের মধ্যে একাকী হয়ে থাকবার জন্য বেথ্‌সাইদা নামে একটা শহরে সরে
গেলেন; ১১ কিন্তু লোকেরা তা জানতে পেরে তাঁর পিছু পিছু চলল, আর তিনি খুশি মনে তাদের
গ্রহণ করে তাদের কাছে ঈশ্বরের রাজ্যের কথা বলতে লাগলেন, এবং যাদের সুস্থ হওয়ার প্রয়োজন
ছিল তাদের সুস্থ করলেন।

১২ পরে, যখন বেলা প্রায় পড়ে আসছে, তখন সেই বারোজন কাছে এসে তাঁকে বললেন,
'লোকদের বিদায় দিন, যেন তারা আশেপাশের গ্রামে ও পল্লিতে পল্লিতে গিয়ে রাত কাটাবার জন্য
স্থান পেতে পারে ও কিছু খাবারও পেতে পারে, কেননা এখানে আমরা নির্জন জায়গায় রয়েছি।' ১৩
তিনি তাঁদের বললেন, 'তোমরাই এদের খেতে দাও।' তাঁরা বললেন, 'পাঁচখানা রুটি ও দু'টো
মাছের বেশি কিছু আমাদের কাছে নেই; তবে কি আমরা নিজেরাই এই সমস্ত লোকের জন্য খাবার
কিনতে যাব?' ১৪ বাস্তবিকই তারা আনুমানিক পাঁচ হাজার পুরুষ ছিল। কিন্তু তিনি নিজ শিষ্যদের
বললেন, 'পঞ্চাশ পঞ্চাশজন করে এদের সারি সারি বসিয়ে দাও।' ১৫ তাঁরা সেইমত করলেন,
সকলকে বসিয়ে দিলেন। ১৬ পরে তিনি সেই পাঁচখানা রুটি ও দু'টো মাছ হাতে নিয়ে স্বর্গের দিকে
চোখ তুলে সেগুলোর উপর 'ধন্য' স্তুতিবাদ উচ্চারণ করলেন, সেগুলো ছিঁড়লেন, এবং লোকদের
মধ্যে বিতরণ করার জন্য তা শিষ্যদের দিলেন। ১৭ সকলে তৃপ্তির সঙ্গেই খেল; এবং যতগুলো
টুকরো পড়ে রইল, তাঁরা তা কুড়িয়ে নিলে বারোখানা ডালা হল।

পিতরের বিশ্বাস-স্বীকৃতি

যীশুর যন্ত্রণাভোগ—প্রথম পূর্বঘোষণা

১৮ একদিন তিনি একা এক জায়গায় প্রার্থনা করছিলেন, শিষ্যেরা তাঁর সঙ্গে ছিলেন; তখন তিনি
তাঁদের কাছে এই প্রশ্ন রাখলেন, 'আমি কে, এবিষয়ে লোকে কী বলে?' ১৯ তাঁরা উত্তরে বললেন,
'কেউ কেউ বলে: দীক্ষাগুরু যোহন; কেউ কেউ বলে: এলিয়, আবার অন্য কেউ বলে: আগেকার
নবীদের একজন পুনরুত্থান করেছেন।' ২০ তিনি তাঁদের বললেন, 'কিন্তু তোমরা, আমি কে, এবিষয়ে
তোমরাই কী বল?' পিতর উত্তর দিয়ে বললেন, 'আপনি ঈশ্বরের সেই খ্রীষ্ট।' ২১ কিন্তু তিনি দৃঢ়
নিষেধাজ্ঞা দিয়ে তাঁদের আদেশ করলেন, একথা তাঁরা যেন কাউকে না বলেন; ২২ তিনি বললেন,
'মানবপুত্রকে বহু যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে, এবং প্রবীণদের, প্রধান যাজকদের ও শাস্ত্রীদের দ্বারা
প্রত্যাখ্যাত হতে হবে, তাঁকে নিহত হতে হবে, আর তৃতীয় দিনে পুনরুত্থিত হতে হবে।'

আপন অনুগামীদের প্রতি যীশুর দাবি

২৩ পরে তিনি সকলকে উদ্দেশ করে বললেন, 'কেউ যদি আমার পিছনে আসতে ইচ্ছা করে, সে
নিজেকে অস্বীকার করুক, এবং প্রতিদিন নিজের ক্রুশ তুলে নিয়ে আমার অনুসরণ করুক। ২৪
কেননা যে কেউ নিজের প্রাণ বাঁচাতে চায়, সে তা হারাবে, আর যে কেউ আমার জন্য নিজের প্রাণ
হারায়, সে-ই তা বাঁচাবে। ২৫ বস্তুত মানুষ যদি সমগ্র জগৎ জয় করে নিজেকে হারায় বা নিজের
বিনাশ ঘটায়, তাতে তার কী লাভ হবে? ২৬ কেননা যে কেউ আমার ও আমার বাণীর বিষয়ে
লজ্জাবোধ করে, মানবপুত্র যখন নিজের গৌরবে ও পিতার ও পবিত্র দূতবাহিনীর গৌরবে আসবেন,
তখন তার বিষয়ে লজ্জাবোধ করবেন। ২৭ আমি তোমাদের সত্যি বলছি, যারা এখানে উপস্থিত
রয়েছে, তাদের মধ্যে এমন কয়েকজন আছে, যারা ঈশ্বরের রাজ্য না দেখা পর্যন্ত কোনমতে মৃত্যুর
আস্বাদ পাবে না।'

ঈশ্বরের পুত্রের গৌরব

২৮ এই সকল কথা বলবার আনুমানিক আট দিন পর তিনি পিতর, যাকোব ও যোহনকে সঙ্গে করে
প্রার্থনা করতে পর্বতে গিয়ে উঠলেন। ২৯ তিনি প্রার্থনা করছেন, এমন সময়ে তাঁর মুখের চেহারার
অন্য রূপ হল, ও তাঁর পোশাক অধিক নির্মল-উজ্জ্বল হয়ে উঠল। ৩০ আর দেখ, দু'জন পুরুষ তাঁর
সঙ্গে কথা বলছিলেন—তাঁরা ছিলেন মোশী ও এলিয়। ৩১ গৌরবে আবির্ভূত হয়ে তাঁরা তাঁর সেই
প্রস্থানের বিষয়ে কথা বলছিলেন, যা তিনি যেরুসালেমে সমাধা করতে যাচ্ছিলেন। ৩২ পিতর ও তাঁর
সঙ্গীরা গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলেন, কিন্তু জেগে উঠে তাঁর গৌরব ও সেই দু'জনকে
দেখলেন, যাঁরা তাঁর সঙ্গে দাঁড়িয়ে ছিলেন। ৩৩ তাঁরা তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছেন, সেসময়ে পিতর
যীশুকে বললেন, 'গুরুদেব, এখানে আমাদের থাকা উত্তম; আসুন, তিনটে কুটির তৈরি করি,
আপনার জন্য একটা, মোশীর জন্য একটা ও এলিয়ের জন্য একটা।' তিনি কী বলছিলেন, তা তো
জানতেন না; ৩৪ তিনি একথা বলছেন, সেসময়ে একটি মেঘ এসে নিজ ছায়ায় তাঁদের ঘিরে রাখল,
আর সেই মেঘের মধ্যে প্রবেশ করার সময়ে তাঁরা ভয় পেলেন। ৩৫ আর সেই মেঘ থেকে এক
কণ্ঠস্বর বলে উঠল: 'ইনি আমার পুত্র, আমার মনোনীতজন; তাঁর কথা শোন।' ৩৬ এই কণ্ঠ ধ্বনিত
হওয়ামাত্র দেখা গেল, যীশু একাই আছেন। তাঁরা নীরব রইলেন; এবং যা দেখেছিলেন, সেবিষয়ে

তাঁরা তখন কাউকে কিছুই বললেন না।

অশুচি আত্মাগ্রস্ত ছেলের সুস্থতা-লাভ

৩৭ পরদিন তাঁরা সেই পর্বত থেকে নেমে এলে বহু লোক তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এগিয়ে এল। ৩৮
আর হঠাৎ ভিড়ের মধ্য থেকে একজন চিৎকার করে বলল, 'গুরু, মিনতি করি, আমার ছেলেকে
একটু দেখুন, কারণ সে আমার একমাত্র সন্তান। ৩৯ একটা আত্মা তাকে হঠাৎ আঁকড়ে ধরে, আর
সঙ্গে সঙ্গে একটা চিৎকার দিয়ে একে ঝাঁকুনি দেয়, তাতে ছেলেটি মুখ থেকে ফেনা বের করে; একে
সে সহজে ছাড়ে না, আর যখন ছাড়ে, তখন ছেলেটি একেবারে পরিশ্রান্ত। ৪০ আমি আপনার
শিষ্যদের তাকে তাড়াতে মিনতি করলাম, কিন্তু তাঁরা পারলেন না।' ৪১ তখন যীশু উত্তরে বললেন,
'হে অবিশ্বাসী ও ভ্রষ্ট প্রজন্মের মানুষেরা, আমি আর কত দিন তোমাদের মধ্যে থাকব ও তোমাদের
সহ্য করব? তোমার ছেলেকে এখানে নিয়ে এসো।' ৪২ সে এগিয়ে আসছে, সেসময়ে সেই অপদূত
তাকে মাটিতে ফেলে দিয়ে তীব্রভাবে মুচড়ে ধরল। কিন্তু যীশু সেই অশুচি আত্মাকে ধমক দিলেন,
বালকটিকে সুস্থ করলেন, ও তার পিতার হাতে তাকে তুলে দিলেন। ৪৩ আর সকলে ঈশ্বরের
মহিমায় অবাক হল।

যীশুর যন্ত্রণাভোগ—দ্বিতীয় পূর্বঘোষণা

তিনি যে সমস্ত কাজ সাধন করছিলেন, তার জন্য সকলে বিস্ময়বিহ্বল হলে তিনি নিজের
শিষ্যদের বললেন, ৪৪ 'তোমরা এই সকল কথা মনোযোগ দিয়ে মনে রাখ: মানবপুত্রকে মানুষের
হাতে শীঘ্রই তুলে দেওয়া হবে।' ৪৫ কিন্তু তাঁরা একথা বুঝলেন না, কথাটার অর্থ তাঁদের কাছে গুপ্তই
থাকল, ফলে তাঁরা বুঝে উঠতে পারলেন না; এমনকি, তাঁর কাছে একথা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করতেও
ভয় করছিলেন।

স্বর্গরাজ্যে কে সবচেয়ে বড়?

৪৬ এর মধ্যে তাঁদের অন্তরে এই তর্ক দেখা দিল, তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে বড় কে? ৪৭ যীশু তাঁদের
অন্তরের ভাবনা জেনে একটি শিশুকে নিয়ে নিজের পাশে দাঁড় করালেন; ৪৮ পরে তাঁদের বললেন,
'যে কেউ এই শিশুকে আমার নামে গ্রহণ করে, সে আমাকেই গ্রহণ করে; এবং যে কেউ আমাকে
গ্রহণ করে, সে তাঁকেই গ্রহণ করে, আমাকে যিনি প্রেরণ করেছেন; কারণ তোমাদের মধ্যে যে
সবচেয়ে ছোট, সে-ই বড়।' ৪৯ যোহন তাঁকে বললেন, 'গুরুদেব, আমরা একজনকে আপনার নামে
অপদূত তাড়াতে দেখেছিলাম, আর তাকে বারণ করতে চেষ্টা করেছিলাম, কারণ সে আমাদের সঙ্গে
আপনার অনুগামী নয়।' ৫০ কিন্তু যীশু তাঁকে বললেন, 'বারণ করো না, কারণ যে তোমাদের বিপক্ষে
নয়, সে তোমাদের সপক্ষে।'

যেরুসালেম-যাত্রার সূচনা

৫১ যখন তাঁকে ঊর্ধ্বে তুলে নেওয়ার দিনগুলি পূর্ণ হয়ে আসছিল, তখন তিনি যেরুসালেমের দিকে
এগিয়ে যাবার জন্য দৃঢ়মুখ হলেন। ৫২ তাঁর আগে আগে তিনি কয়েকজন দূতকে প্রেরণ করলেন।
তাঁরা রওনা হলেন, ও তাঁর জন্য সব ব্যবস্থা করার জন্য সামারীয়দের একটা গ্রামে প্রবেশ করলেন,

৫৩ কিন্তু লোকেরা তাঁকে গ্রহণ করে নিতে রাজি ছিল না, কারণ তাঁর গন্তব্যস্থান ছিল যেরুসালেম। ৫৪ তা দেখে তাঁর শিষ্য যাকোব ও যোহন বললেন, 'প্রভু, আপনি কি চান, এলিয় যেমন করেছিলেন, তেমনি আমরা বলি যেন আকাশ থেকে আগুন নেমে এসে এদের ছাই করে ফেলে?' ৫৫ কিন্তু তিনি তাঁদের দিকে ফিরে তাঁদের ধমক দিলেন, ৫৬ আর তাঁরা অন্য গ্রামের দিকে এগিয়ে চললেন।

আপন অনুগামীদের প্রতি যীশুর দাবি

৫৭ তাঁরা তাঁদের সেই পথে এগিয়ে চলছেন, এমন সময় একজন লোক তাঁকে বলল, 'আপনি যেইখানে যাবেন, আমি আপনার অনুসরণ করব।' ৫৮ যীশু তাঁকে বললেন, 'শিয়ালদের গর্ত আছে, আর আকাশের পাখিদের বাসা আছে; কিন্তু মানবপুত্রের মাথা গোঁজবার কোন স্থান নেই।'

৫৯ অন্য একজনকে তিনি বললেন, 'আমার অনুসরণ কর।' কিন্তু সে বলল, 'প্রভু, অনুমতি দিন, আমি আগে আমার পিতাকে সমাধি দিয়ে আসি।' ৬০ তিনি তাকে বললেন, 'মৃতেরাই নিজ নিজ মৃতদের সমাধি দিক। কিন্তু তুমি গিয়ে ঈশ্বরের রাজ্যের সংবাদ ঘোষণা কর।' ৬১ আর একজন বলল, 'প্রভু, আমি আপনার অনুসরণ করব, কিন্তু অনুমতি দিন, আমি আগে নিজের বাড়ির লোকদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আসি।' ৬২ যীশু তাকে বললেন, 'যে কেউ লাঙলে হাত দিয়ে পিছনে ফিরে তাকায়, সে ঈশ্বরের রাজ্যের উপযোগী নয়।'

বাহাত্তরজন শিষ্যকে প্রেরণ
তাঁদের কাছে নানা নির্দেশবাণী

১০ এই সমস্ত ঘটনার পর প্রভু আরও বাহাত্তরজনকে নিযুক্ত করলেন, ও নিজে যেখানে শীঘ্রই যাবেন, সেই সমস্ত শহরে ও জায়গায় নিজের আগে আগে দু'জন দু'জন করে তাদের প্রেরণ করলেন। ২ তিনি তাদের বললেন, 'ফসল প্রচুর বটে, কিন্তু কর্মী অল্প; অতএব ফসলের প্রভুর কাছে মিনতি জানাও, তিনি যেন শস্যখেতে কর্মী পাঠান। ৩ রওনা হও: কিন্তু দেখ, আমি নেকড়ের দলের মধ্যে মেষেরই মত তোমাদের প্রেরণ করছি; ৪ তোমরা থলি বা ঝুলি বা জুতো সঙ্গে নিয়ে যেয়ো না; পথে কারও সঙ্গে কুশল আলাপ করো না। ৫ যে কোন বাড়িতে প্রবেশ করবে, প্রথমে বল, এই গৃহে শান্তি বিরাজ করুক। ৬ সেখানে যদি শান্তির সন্তান থাকে, তবে তোমাদের শান্তি তার উপরে থাকবে, অন্যথা তোমাদের কাছে ফিরে আসবে। ৭ তোমরা সেই বাড়িতেই থাক: তারা যা দেয়, তা-ই খাও, তা-ই পান কর, কেননা কর্মী নিজের মজুরির যোগ্য! এক বাড়ি থেকে অন্য বাড়ি যেয়ো না। ৮ তোমরা যে কোন শহরে প্রবেশ কর, লোকেরা যদি তোমাদের গ্রহণ করে, তবে তোমাদের সামনে যা রাখা হবে, তা-ই খাও; ৯ এবং সেখানকার পীড়িতদের নিরাময় কর, ও তাদের বল, ঈশ্বরের রাজ্য তোমাদের কাছে এসে গেছে। ১০ কিন্তু যে কোন শহরে প্রবেশ কর, লোকেরা যদি তোমাদের গ্রহণ না করে, তবে বেরিয়ে গিয়ে সেই শহরের পথে পথে গিয়ে একথা বল, ১১ তোমাদের শহরের যে ধুলো আমাদের পায়ে লেগেছে, তাও তোমাদের বিরুদ্ধে ঝেড়ে দিই। তবু একথা জেনে রাখ, ঈশ্বরের রাজ্য কাছে এসে গেছে। ১২ আমি তোমাদের বলছি, সেই দিনটিতে সেই শহরের দশার চেয়ে সদোমের দশাই সহনীয় হবে। ১৩ খোরাজিন, ধিক্ তোমাকে! বেথ্‌সাইদা, ধিক্ তোমাকে! কেননা তোমাদের মধ্যে যে সকল পরাক্রম-কর্ম সাধন করা হয়েছে, তা যদি তুরস ও সিদোনেই সাধন করা হত, তবে বহুদিন আগেই তারা চটের কাপড়ে ছাইয়ে বসে মনপরিবর্তন

করত। ১৪ তবু বিচারে তোমাদের দশার চেয়ে তুরস ও সিদোনের দশাই সহনীয় হবে। ১৫ আর তুমি,
হে কাফার্নাউম, তোমাকে নাকি *স্বর্গ পর্যন্ত উচ্চ করা হবে? পাতাল পর্যন্তই তোমাকে নামিয়ে দেওয়া হবে!*

১৬ যে তোমাদের কথা শোনে, সে আমারই কথা শোনে; এবং যে তোমাদের প্রত্যাখ্যান করে, সে আমাকেই প্রত্যাখ্যান করে; আর যে আমাকে প্রত্যাখ্যান করে, সে তাঁকেই প্রত্যাখ্যান করে, যিনি আমাকে প্রেরণ করেছেন।'

১৭ পরে সেই বাহাত্তরজন সানন্দে ফিরে এসে বললেন, 'প্রভু, আপনার নামে অপদূতেরাও আমাদের বশীভূত হয়।' ১৮ তিনি তাঁদের বললেন, 'আমি শয়তানকে বিদ্যুৎ-ঝলকের মত স্বর্গ থেকে পড়তে দেখলাম। ১৯ দেখ, আমি তোমাদের সাপ ও বিছে পায়ের নিচে মাড়াবার, ও সেই শত্রুর সমস্ত পরাক্রমের উপরে কর্তৃত্ব করার অধিকার দিয়েছি। কোন কিছুই তোমাদের ক্ষতি করবে না; ২০ তবু আত্মাগুলো যে তোমাদের বশীভূত হয়, এতে আনন্দ করো না, এতেই বরং আনন্দ কর যে, তোমাদের নাম স্বর্গে লেখা আছে।'

২১ ঠিক সেই ক্ষণে তিনি পবিত্র আত্মার প্রেরণায় উল্লসিত হয়ে বলে উঠলেন, 'হে পিতা, হে স্বর্গমর্তের প্রভু, আমি তোমাকে ধন্য বলি, কেননা তুমি প্রজ্ঞাবান ও বুদ্ধিমানদের কাছে এই সকল বিষয় গুপ্ত রেখে শিশুদেরই কাছে তা প্রকাশ করেছ; হ্যাঁ, পিতা, তোমার প্রসন্নতায় তুমি তা-ই নিরূপণ করলে। ২২ পিতা আমার হাতে সবই তুলে দিয়েছেন, এবং পুত্র যে কে, পিতা ছাড়া আর কেউই তা জানে না, পিতা যে কে, তাও কেউ জানে না সেই পুত্র ছাড়া ও সে-ই ছাড়া, যার কাছে পুত্র নিজেই তাঁকে প্রকাশ করতে ইচ্ছা করেন।'

২৩ এবং শিষ্যদের দিকে ফিরে তিনি, সকলের আড়ালে, তাঁদের বললেন, 'সুখী সেই সকল চোখ, যে চোখ, তোমরা যা দেখছ, তা দেখতে পায়! ২৪ আমি তোমাদের বলছি, তোমরা যা দেখছ, তা অনেক নবী ও রাজা দেখতে বাসনা করেও দেখতে পাননি; এবং তোমরা যা শুনছ, তা তাঁরা শুনতে বাসনা করেও শুনতে পাননি।'

ভালবাসার মহান আজ্ঞা

দয়ালু সামারীয়ের আদর্শ

২৫ আর দেখ, যাচাই করার অভিপ্রায়ে একজন বিধানপণ্ডিত উঠে তাঁর কাছে এই প্রশ্ন রাখলেন, 'গুরু, অনন্ত জীবনের উত্তরাধিকারী হবার জন্য আমাকে কী করতে হবে?' ২৬ তিনি তাঁকে বললেন, 'বিধানে কী লেখা আছে? তাতে কী পড়ছেন?' ২৭ তিনি উত্তর দিয়ে বললেন, '*তুমি তোমার ঈশ্বর প্রভুকে তোমার সমস্ত হৃদয় দিয়ে, তোমার সমস্ত প্রাণ দিয়ে, তোমার সমস্ত শক্তি দিয়ে ও তোমার সমস্ত মন দিয়ে ভালবাসবে, এবং তোমার প্রতিবেশীকে নিজের মত ভালবাসবে।*' ২৮ তিনি তাঁকে বললেন, 'আপনি ঠিক বলেছেন; তা-ই করুন, তবে জীবন পাবেন।'

২৯ কিন্তু তিনি নিজেকে নির্দোষী দেখাবার ইচ্ছায় যীশুকে বললেন, 'কিন্তু আমার প্রতিবেশী কে?'
৩০ যীশু এই বলে উত্তর দিলেন, 'একজন লোক যেরুসালেম থেকে যেরিখোতে নেমে যাচ্ছিল, এমন সময়ে সে একদল দস্যুর হাতে পড়ল; তারা তার পোশাক খুলে নিল ও তাকে মেরে আধমরা অবস্থায় ফেলে রেখে চলে গেল। ৩১ দৈবাৎ একজন যাজক সেই পথ দিয়ে নেমে যাচ্ছিল; তাকে

দেখে সে পাশ কেটে চলে গেল। ৩২ তেমনি একজন লেবীয়ও সেই জায়গায় এসে পড়ে তাকে দেখে
পাশ কেটে চলে গেল। ৩৩ কিন্তু একজন সামারীয় সেই পথ দিয়ে যেতে যেতে তার কাছে এসে
পড়ল, ও তাকে দেখে দয়ায় বিগলিত হল; ৩৪ কাছে এগিয়ে এসে সে তেল ও আঙুররস ঢেলে তার
সমস্ত ঘা বেঁধে দিল; পরে তাকে নিজের বাহনের উপরে বসিয়ে একটা সরাইখানায় নিয়ে গিয়ে
তাকে যত্ন করল। ৩৫ পরদিন দু'টো রুপোর টাকা বের করে সরাইখানার মালিককে দিয়ে বলল,
একে যত্ন করুন, ফেরার পথে আমি আপনার অতিরিক্ত যত খরচ মিটিয়ে দেব। ৩৬ আপনি কি মনে
করেন, এই তিনজনের মধ্যে কে দস্যুদের হাতে পড়া লোকটির প্রতিবেশী হয়ে উঠল?' ৩৭ তিনি
বললেন, 'যে তার প্রতি দয়া দেখাল, সে-ই।' যীশু তাঁকে বললেন, 'এবার যান, আপনিও সেইমত
কাজ করুন।'

মার্থা ও মারীয়া

৩৮ তাঁরা পথে এগিয়ে চলতে চলতে তিনি একটা গ্রামে প্রবেশ করলেন, আর মার্থা নামে একজন
স্ত্রীলোক নিজের বাড়িতে তাঁকে অভ্যর্থনা জানালেন। ৩৯ মারীয়া নামে তাঁর একটি বোন ছিলেন,
তিনি প্রভুর পায়ের কাছে বসে তাঁর বাণী শুনছিলেন। ৪০ কিন্তু মার্থা সেবার ব্যাপারে খুবই ব্যতিব্যস্ত
ছিলেন: কাছে এসে তাঁকে বললেন, 'প্রভু, আপনার কি কোন চিন্তা নেই যে, আমার বোন
সেবাকর্মের ভার আমার একার উপরেই ফেলে রেখেছে? তাকে আমাকে সাহায্য করতে বলুন।' ৪১
কিন্তু প্রভু এই বলে তাঁকে উত্তর দিলেন, 'মার্থা, মার্থা, তুমি অনেক কিছু নিয়ে চিন্তিতা ও উদ্বিগ্না; ৪২
কিন্তু আবশ্যক একটামাত্র জিনিস আছে; উত্তম অংশটা মারীয়াই বেছে নিয়েছে, আর তার কাছ
থেকে তা কেড়ে নেওয়া হবে না।'

প্রার্থনা প্রসঙ্গ

১১ একদিন তিনি এক জায়গায় প্রার্থনা করছিলেন; যখন প্রার্থনা শেষ করলেন, তখন তাঁর
শিষ্যদের একজন তাঁকে বললেন, 'প্রভু, আমাদের প্রার্থনা করতে শেখান, যেমন যোহনও নিজের
শিষ্যদের শেখালেন।' ২ তিনি তাঁদের বললেন, 'তোমরা যখন প্রার্থনা কর, তখন বল:

পিতা,
তোমার নামের পবিত্রতা প্রকাশিত হোক,
তোমার রাজ্যের আগমন হোক।
৩ আমাদের দৈনিক খাদ্য প্রতিদিন আমাদের দান কর;
৪ এবং আমাদের পাপ ক্ষমা কর,
কারণ আমরাও আমাদের প্রত্যেক অপরাধীকে ক্ষমা করি;
আর আমাদের পরীক্ষার সম্মুখীন হতে দিয়ো না।'

৫ তিনি তাঁদের বলে চললেন, 'তোমাদের মধ্যে কারও যদি বন্ধু থাকে, আর সে যদি মাঝরাতে
তাকে গিয়ে বলে, বন্ধু, আমাকে তিনখানা রুটি ধার দাও, ৬ কারণ আমার এক বন্ধু পথে যেতে যেতে
আমার কাছে এসে পড়েছে, ও তাকে খাবার মত দিতে আমার কিছু নেই; ৭ আর সেই লোক ভিতর
থেকে যদি এই বলে উত্তর দেয়, আমাকে বিরক্ত করো না, এখন তো দরজা বন্ধ, ও আমার ছেলেরা

আমার পাশে শুয়ে আছে; তাই আমি উঠে তোমাকে কিছু দিতে পারি না, ৮ তাহলে আমি তোমাদের
বলছি, সে যদিও বন্ধুত্বের খাতিরে উঠে তা না দেয়, তবু ওর পীড়াপীড়ির জন্যই সে উঠে ওর যত
প্রয়োজন তা দিয়ে দেবে।
৯ তাই আমি তোমাদের বলছি: যাচনা কর, তোমাদের দেওয়া হবে; খোঁজ, তোমরা খুঁজে পাবে;
দরজায় ঘা দাও, তোমাদের জন্য দরজা খুলে দেওয়া হবে। ১০ কেননা যে যাচনা করে, সে পায়;
আর যে খোঁজে, সে খুঁজে পায়; আর যে ঘা দেয়, তার জন্য দরজা খুলে দেওয়া হবে। ১১ তোমাদের
মধ্যে এমন পিতা কি আছে যে নিজের ছেলে মাছ চাইলে মাছের বদলে তাকে সাপ দেবে, ১২ কিংবা
সে ডিম চাইলে তাকে কাঁকড়া বিছে দেবে? ১৩ সুতরাং তোমরা মন্দ হয়েও যখন তোমাদের
ছেলেদের ভাল ভাল জিনিস দিতে জান, তখন যারা তাঁর কাছে যাচনা করে, স্বর্গস্থ পিতা যে তাদের
পবিত্র আত্মাকে দেবেন তা আরও কতই না নিশ্চিত।'

যীশু ও বেয়েল্জেবুল

অশুচি আত্মার প্রত্যাগমন

১৪ তিনি একটা অপদূত তাড়াচ্ছিলেন, তা ছিল বোবা। অপদূত বেরিয়ে গেলে সেই বোবা কথা
বলতে লাগল; আর লোকেরা আশ্চর্য হল। ১৫ কিন্তু তাদের মধ্যে কেউ কেউ বলল, 'এ অপদূতদের
প্রধান সেই বেয়েল্জেবুলের প্রভাবেই অপদূত তাড়ায়।' ১৬ আবার কেউ কেউ তাঁকে যাচাই করার
জন্য তাঁর কাছে স্বর্গ থেকে কোন একটা চিহ্ন দেখার দাবি করল। ১৭ তাদের চিন্তা-ভাবনা জানতেন
বিধায় তিনি তাদের বললেন, 'বিবাদে বিভক্ত যে কোন রাজ্যের উচ্ছেদ অবশ্যম্ভাবী, ও এক একটা
বাড়ি অন্য বাড়ির উপরে পড়ে যায়। ১৮ আচ্ছা, শয়তানও যদি বিবাদে বিভক্ত হয়, তবে তার রাজ্য
কেমন করে স্থির থাকবে? তোমরা তো বলছ, আমি বেয়েল্জেবুলের প্রভাবে অপদূত তাড়াই! ১৯ আর
আমি যদি বেয়েল্জেবুলের প্রভাবে অপদূত তাড়াই, তবে তোমাদের শিষ্যেরা কার্ প্রভাবেই বা
তাদের তাড়ায়? এজন্য তারাই তোমাদের বিচারক হয়ে দাঁড়াবে! ২০ কিন্তু আমি যদি ঈশ্বরের
আঙুলের প্রভাবেই অপদূত তাড়াই, তবে নিশ্চয়ই ঈশ্বরের রাজ্য তোমাদের মাঝে এসেই পড়েছে।
২১ একজন বলবান লোক যখন অস্ত্রসজ্জিত হয়ে নিজের বাড়ি রক্ষা করে, তখন তার বিষয়-সম্পত্তি
নিরাপদে থাকে; ২২ কিন্তু তার চেয়ে বলবান কেউ যদি এসে তাকে পরাজিত করে, তাহলে যে সমস্ত
অস্ত্রের উপরে তার এত ভরসা ছিল, সে তা কেড়ে নেয়, ও তার কাছ থেকে লুট করা মাল ভাগ করে
দেয়।
২৩ যে আমার সপক্ষে নয়, সে আমার বিপক্ষে, এবং আমার সঙ্গে যে কুড়োয় না, সে ছড়িয়ে
ফেলে।
২৪ অশুচি আত্মা যখন কোন মানুষকে ছেড়ে বেরিয়ে যায়, তখন বিশ্রামের খোঁজে জলহীন নানা
জায়গা দিয়ে ঘুরে বেড়ায়, কিন্তু তা পায় না; তখন সে বলে, আমি যেখান থেকে বেরিয়ে এসেছি,
আমার সেই ঘরেই ফিরে যাব; ২৫ কিন্তু ফিরে এসে সে তা মার্জিত ও শ্রীমণ্ডিতই পায়; ২৬ তখন সে
গিয়ে নিজের চেয়ে দুষ্ট অপর সাতটা আত্মাকে সঙ্গে নিয়ে আসে, এবং ভিতরে ঢুকে তারা সেখানে
বসতি স্থাপন করে; ফলে সেই মানুষের প্রথম দশার চেয়ে শেষ দশা আরও খারাপ হয়।'
২৭ তিনি এই সকল কথা বলছেন, এমন সময়ে ভিড়ের মধ্য থেকে একজন স্ত্রীলোক জোর গলায়

বলে উঠল: 'সুখী সেই গর্ভ, যা আপনাকে ধারণ করেছে; সুখী সেই বুক, যা আপনাকে লালন-পালন করেছে।' [২৮] কিন্তু তিনি বললেন, 'এর চেয়ে তারাই সুখী, যারা ঈশ্বরের বাণী শোনে ও পালন করে।'

যোনার চিহ্ন

[২৯] বহু লোকের ভিড় তাঁর চারপাশে জমছিল, সেসময়ে তিনি বলতে লাগলেন, 'এই প্রজন্মের মানুষ অসৎ: এরা একটা চিহ্ন দেখবার দাবি করে, কিন্তু যোনার চিহ্ন ছাড়া আর কোন চিহ্ন এদের দেখানো হবে না। [৩০] কারণ যোনা যেমন নিনিভে-বাসীদের কাছে চিহ্নস্বরূপ হয়েছিলেন, তেমনি মানবপুত্রও এই প্রজন্মের মানুষদের কাছে চিহ্নস্বরূপ হবেন। [৩১] দক্ষিণ দেশের সেই রানী বিচারে এই প্রজন্মের মানুষদের বিপক্ষে উঠে এদের দোষী সাব্যস্ত করবেন, কেননা সলোমনের প্রজ্ঞার উক্তি শুনবার জন্য তিনি পৃথিবীর প্রান্ত থেকে এসেছিলেন; আর দেখ, সলোমনের চেয়ে মহত্তর কিছু এখানে রয়েছে। [৩২] নিনিভের লোকেরা বিচারে এই প্রজন্মের মানুষদের বিপক্ষে দাঁড়িয়ে এদের দোষী সাব্যস্ত করবে, কেননা যোনার প্রচারে তারা মনপরিবর্তন করেছিল; আর দেখ, যোনার চেয়ে মহত্তর কিছু এখানে রয়েছে।

[৩৩] প্রদীপ জ্বালিয়ে কেউ তা গুপ্ত জায়গায় বা ধামার নিচে রাখে না, দীপাধারের উপরেই রাখে, যারা ভিতরে আসে তারা যেন আলো দেখতে পায়। [৩৪] তোমার চোখ-ই দেহের প্রদীপ; তোমার চোখ সরল হলে তোমার গোটা দেহও আলোময় হয়; কিন্তু চোখ খারাপ হলে তোমার দেহও অন্ধকারময় হয়। [৩৫] অতএব দেখ, তোমার অন্তরে যে আলো রয়েছে, তা যেন অন্ধকার না হয়। [৩৬] তোমার গোটা দেহ আলোময় হলে, তার কোনও অংশও অন্ধকারে না থাকলে, তবে তোমার দেহ সম্পূর্ণরূপেই আলোময় হবে, ঠিক যেমন যখন প্রদীপ নিজের তেজে তোমাকে আলোকিত করে।'

ফরিসি ও বিধানপণ্ডিতদের প্রতি যীশুর ধিক্কার-বাণী

[৩৭] তিনি কথা বলা শেষ করলেই একজন ফরিসি তাঁকে ভোজে নিমন্ত্রণ করলেন; তিনি ভিতরে গিয়ে ভোজে আসন নিলেন। [৩৮] ফরিসি আশ্চর্য হয়ে গেলেন যখন দেখলেন যে, খাওয়া-দাওয়ার আগে তিনি হাত-মুখ ধুয়ে নেননি। [৩৯] কিন্তু প্রভু তাঁকে বললেন, 'আপনারা ফরিসি তো থালা-বাটির বাইরের দিকটা পরিষ্কার করে থাকেন, কিন্তু আপনাদের ভিতরটা শোষণ ও দুষ্টতায় ভরা। [৪০] নির্বোধ! যিনি বাইরের দিকটা গড়েছেন, তিনি কি ভিতরটাও গড়েননি? [৪১] ভিতরে যা আছে, তা-ই বরং অভাবীদের দান করুন, তবেই আপনাদের পক্ষে সবই শুচি হবে। [৪২] কিন্তু হায় ফরিসিরা! আপনাদের ধিক্! আপনারা যে পুদিনা, তেজপাতা ও সব রকম শাকের দশমাংশ দিয়ে থাকেন, আর ন্যায়বিচার ও ঈশ্বর-প্রেম উপেক্ষা করেন; কিন্তু আপনাদের উচিত ছিল এগুলি পালন করা ও সেগুলিও অবহেলা না করা। [৪৩] হায় ফরিসিরা! আপনাদের ধিক্! আপনারা যে সমাজগৃহে প্রধান আসন, ও হাটে-বাজারে লোকদের শ্রদ্ধাপূর্ণ অভিবাদন ভালবাসেন। [৪৪] আপনাদের ধিক্! আপনারা যে অচিহ্নিত কবরের মত, যার উপর দিয়ে লোকে অজান্তে যাতায়াত করে।'

[৪৫] তখন বিধানপণ্ডিতদের একজন তাঁকে উদ্দেশ করে বলে উঠলেন, 'গুরু, তেমন কথা বলে আপনি আমাদেরও অপমান করছেন।' [৪৬] কিন্তু তিনি বললেন, 'হায় বিধানপণ্ডিতেরা! আপনাদেরও ধিক্! আপনারা যে লোকদের মাথায় দুর্বহ বোঝা চাপিয়ে দিয়ে থাকেন, কিন্তু নিজেরা একটা আঙুল

দিয়েও সেই সব বোঝা স্পর্শ করেন না।

[৪৭] আপনাদের ধিক্! আপনারা যে সেই নবীদের সমাধিমন্দির গেঁথে থাকেন, আপনাদের
পিতৃপুরুষেরাই যাঁদের হত্যা করেছিল। [৪৮] এতে আপনারা সাক্ষ্যদান করছেন যে আপনাদের
পিতৃপুরুষদের কর্মে আপনাদের সম্মতি আছে: তারা তাঁদের হত্যা করেছিল, আপনারা তাঁদের
সমাধিমন্দির গেঁথে তুলছেন!

[৪৯] এজন্যই ঈশ্বরের প্রজ্ঞাও বললেন, আমি তাদের কাছে নবী ও প্রেরিতদূতদের প্রেরণ করব;
আর তাদের কাউকে তারা হত্যা করবে ও নির্যাতন করবে, [৫০] যেন জগৎপত্তন থেকে যে সকল নবীর
রক্ত ঝরানো হয়েছে, তার হিসাব এই প্রজন্মের মানুষদের কাছে চেয়ে নেওয়া হয়,—[৫১] আবেলের
রক্ত থেকে শুরু ক'রে সেই জাখারিয়ারই রক্ত পর্যন্ত যাঁকে যজ্ঞবেদি ও গৃহের মাঝখানে হত্যা করা
হয়েছিল। হ্যাঁ, আমি আপনাদের বলছি, এই প্রজন্মের মানুষদের কাছে এই সমস্ত কিছুর হিসাব চেয়ে
নেওয়া হবে।

[৫২] হায় বিধানপণ্ডিতেরা! আপনাদের ধিক্! আপনারা যে জ্ঞানলাভের চাবি সরিয়ে নিয়েছেন:
আপনারা নিজেরাও প্রবেশ করলেন না, এবং যারা প্রবেশ করছিল, তাদেরও বাধা দিলেন!'

[৫৩] তিনি সেখান থেকে বেরিয়ে এলে শাস্ত্রীরা ও ফরিসিরা তাঁকে উগ্রতার সঙ্গে প্রতিরোধ করতে ও
বহু বহু বিষয়ে তাঁকে কথা বলাতে লাগলেন—[৫৪] তাঁর মুখের কোন একটা কথা ধরবার জন্য তাঁরা
ওত পেতে রইলেন।

অকপট ও মুক্তকণ্ঠ কথন

১২ এর মধ্যে হাজার হাজার লোকের এমন ভিড় জমে গেছিল যে, একজন অন্যের উপরে পড়তে
লাগল; তিনি নিজ শিষ্যদের বলতে লাগলেন, 'তোমরা সর্বপ্রথমে ফরিসিদের খামিরের ব্যাপারে,
তাদের ভণ্ডামিরই ব্যাপারে সাবধান থাক। [২] ঢাকা এমন কিছুই নেই যা প্রকাশ পাবে না, ও গুপ্ত
এমন কিছুই নেই যা জানা যাবে না। [৩] তাই তোমরা অন্ধকারে যা কিছু বলেছ, তা আলোতে শোনা
যাবে, আর ভিতরের ঘরে কানে কানে যা বলেছ, তা ছাদের উপরে প্রচার করা হবে।

[৪] আর তোমরা যারা আমার বন্ধু, আমি তোমাদের বলছি, যারা দেহ মেরে ফেলার পর আর কিছু
করতে পারে না, তাদের ভয় করো না। [৫] আমি তোমাদের দেখাচ্ছি কাকে ভয় করতে হবে: তাঁকেই
ভয় কর, মেরে ফেলার পর নরকে নিক্ষেপ করার যাঁর অধিকার আছে। হ্যাঁ, আমি তোমাদের বলছি,
তাঁকেই ভয় কর। [৬] পাঁচটা চড়ুই পাখি কি দু' টাকায় বিক্রি হয় না? অথচ তাদের একটাকেও ঈশ্বর
ভুলে যান না। [৭] এমনকি, তোমাদের মাথার চুলের হিসাবও রাখা আছে; ভয় করো না, তোমরা
অনেক চড়ুই পাখির চেয়ে মূল্যবান।

[৮] আর আমি তোমাদের বলছি, যে কেউ মানুষের সামনে আমাকে স্বীকার করে, মানবপুত্রও
ঈশ্বরের দূতদের সামনে তাকে স্বীকার করবেন; [৯] কিন্তু যে কেউ মানুষের সামনে আমাকে অস্বীকার
করে, ঈশ্বরের দূতদের সামনে তাকে অস্বীকার করা হবে। [১০] আর যে কেউ মানবপুত্রের বিরুদ্ধে
কোন কথা বলে, সে ক্ষমা পাবে; কিন্তু যে কেউ পবিত্র আত্মার নিন্দা করে, সে ক্ষমা পাবে না। [১১]
লোকেরা যখন সমাজগৃহে এবং শাসনকর্তাদের ও কর্তৃপক্ষের সামনে তোমাদের নিয়ে যাবে, তখন
তোমরা কীভাবে আত্মপক্ষ সমর্থন করবে, কিংবা কী বলবে, তা নিয়ে চিন্তিত হয়ো না, [১২] কারণ

তোমাদের যে কী বলতে হবে, তা সেই ক্ষণে পবিত্র আত্মাই তোমাদের শেখাবেন।'

এসংসারের ধন-সম্পদ

মানুষের জন্য ঈশ্বরের চিন্তা

প্রভুর পুনরাগমন

১৩ ভিড়ের মধ্য থেকে একজন তাঁকে বলল, 'গুরু, আমার ভাইকে বলুন, সে যেন আমার সঙ্গে
পৈতৃক সম্পত্তি ভাগ করে।' ১৪ তিনি তাকে বললেন, 'হে মানুষ, তোমাদের উপরে বিচারকর্তা বা
মধ্যস্থ করে আমাকে কে নিযুক্ত করেছে?' ১৫ পরে তিনি তাদের বললেন, 'সাবধান, সব ধরনের
লোভ থেকে দূরে থাক, কারণ প্রাচুর্যে থাকলেও মানুষের জীবন তার সম্পত্তির উপর নির্ভর করে
না।'

১৬ আর তিনি তাদের এই উপমা-কাহিনী শোনালেন, 'একজন ধনী লোকের জমিতে প্রচুর ফসল
হয়েছিল। ১৭ তাই সে মনে মনে ভাবতে লাগল, কী করি? আমার ফসল রাখবার স্থান নেই! ১৮ পরে
বলল, আমি এ করব: আমার যত গোলাঘর ভেঙে ফেলে বড় বড় গোলাঘর তৈরি করব, এবং তার
মধ্যে আমার সমস্ত শস্য ও আমার সমস্ত সম্পদ জমিয়ে রাখব। ১৯ তারপর আমার প্রাণকে বলব,
প্রাণ, বহু বছরের মত তোমার জন্য অনেক সম্পদ জমা আছে: বিশ্রাম কর, খাও দাও, ফুর্তি কর।
২০ কিন্তু ঈশ্বর তাকে বললেন, হে নির্বোধ, আজ এই রাতেই তোমার প্রাণ তোমার কাছ থেকে চেয়ে
নেওয়া হবে, তবে তুমি এই যা কিছু প্রস্তুত করেছ, তা কার্ হবে? ২১ তেমনটি তারই ঘটে, যে
নিজের জন্য সম্পদ জমিয়ে রাখে কিন্তু ঈশ্বরের সামনে ধনবান হয় না!'

২২ পরে তিনি নিজের শিষ্যদের বললেন, 'এজন্যই আমি তোমাদের বলছি, কী খাব বলে প্রাণের
বিষয়ে, কিংবা কী পরব বলে শরীরের বিষয়ে চিন্তিত হয়ো না; ২৩ কারণ খাদ্যের চেয়ে প্রাণ ও
পোশাকের চেয়ে শরীর-ই বড় ব্যাপার। ২৪ দাঁড়কাকদের কথা ভাব: তারা বোনেও না, কাটেও না,
তাদের ভাণ্ডারও নেই, গোলাঘরও নেই, অথচ ঈশ্বর তাদের খেতে দিয়ে থাকেন; পাখিদের চেয়ে
তোমরা কতই না বেশি মূল্যবান! ২৫ আর তোমাদের মধ্যে কে চিন্তিত হয়ে নিজের আয়ু কিঞ্চিৎও
বাড়াতে পারে? ২৬ তাই যখন এত সামান্য কাজের উপরেও তোমাদের কোন ক্ষমতা নেই, তখন
অন্যান্য বিষয়ে কেন চিন্তিত হও? ২৭ লিলিফুলের কথা ভাব: তারা তো শ্রম করে না, সুতোও কাটে
না; অথচ আমি তোমাদের বলছি, সলোমনও নিজের সমস্ত গৌরবে এগুলোর একটার মত সুসজ্জিত
ছিলেন না। ২৮ আচ্ছা, মাঠের যে ঘাস আজ আছে ও কাল চুল্লিতে ফেলে দেওয়া হবে, ঈশ্বর যখন তা
এভাবে বিভূষিত করেন, তখন হে অল্পবিশ্বাসী, তোমাদের জন্য তিনি কি বেশি চিন্তা করবেন না? ২৯
তাই তোমরা কী খাবে বা কী পান করবে, এই বিষয়ের তত অন্বেষা করো না, ব্যস্তও হয়ো না, ৩০
কেননা এই সংসারের বিজাতীয়রাই এই সকল বিষয়ে ব্যস্ত থাকে; বাস্তবিকই তোমাদের পিতা
জানেন যে, তোমাদের এ সবকিছুর প্রয়োজন আছে। ৩১ তোমরা বরং তাঁর রাজ্যের অন্বেষণ কর,
তাহলে ওই সবকিছুও তোমাদের দেওয়া হবে। ৩২ হে ক্ষুদ্র মেষপাল, ভয় করো না, কারণ সেই রাজ্য
তোমাদেরই দিতে তোমাদের পিতা প্রসন্ন হয়েছেন।

৩৩ তোমাদের যা যা আছে, তা বিক্রি করে অভাবীদের দান কর। নিজেদের জন্য এমন থলি তৈরি
কর, যা জীর্ণ হয় না; স্বর্গে অক্ষয় ধন জমিয়ে রাখ, যেখানে চোর কাছে আসে না, পোকাতেও ধরে

ক্ষয় করে না; ৩৪ কেননা যেখানে তোমাদের ধন, সেইখানে তোমাদের হৃদয়ও থাকবে।

৩৫ তোমরা কোমর বেঁধে ও প্রদীপ জ্বালিয়ে প্রস্তুত থাক; ৩৬ এমন লোকদের মত হও, যারা নিজেদের প্রভুর অপেক্ষায় থাকে, তিনি বিবাহভোজ থেকে কবে ফিরে আসবেন, যেন তিনি এসে দরজায় আঘাত করলেই তারা সঙ্গে সঙ্গে তাঁর জন্য দরজা খুলে দিতে পারে। ৩৭ সুখী সেই দাসেরা, প্রভু এসে যাদের জাগ্রত পাবেন। আমি তোমাদের সত্যি বলছি, তিনি কোমর বেঁধে তাদের ভোজে আসন দেবেন, ও ঘুরে ঘুরে তাদের পরিবেশন করবেন। ৩৮ যদি রাতদুপুরে কিংবা ভোরের আগে এসে তিনি তাদের এভাবেই পান, তবে তারা সুখী। ৩৯ এবিষয়ে নিশ্চিত হও যে, চোর কোন্ সময় আসবে, গৃহকর্তা যদি তা জানত, তবে জেগে থাকত, নিজের ঘরে সিঁধ কাটতে দিত না। ৪০ তোমরাও প্রস্তুত থাক, কেননা যে ক্ষণ তোমরা কল্পনা করবে না, সেই ক্ষণে মানবপুত্র আসবেন।'

৪১ পিতর বললেন, 'প্রভু, আপনি কি আমাদের, না সকলকেই লক্ষ করে এই উপমা-কাহিনী শোনাচ্ছেন?' ৪২ প্রভু বললেন, 'কে সেই বিশ্বস্ত ও বুদ্ধিমান গৃহাধ্যক্ষ, যাকে তার প্রভু নিজ পরিবার-পরিজনদের উপরে নিযুক্ত করবেন, উপযুক্ত সময়ে সে যেন তাদের খোরাকের ব্যবস্থা করে? ৪৩ সুখী সেই দাস, যাকে তার প্রভু এসে তার নিজের কাজে ব্যস্ত পাবেন। ৪৪ আমি তোমাদের সত্যি বলছি, তিনি তাকে নিজের সবকিছুর অধ্যক্ষ করে নিযুক্ত করবেন। ৪৫ কিন্তু সেই দাস যদি মনে মনে বলে, আমার প্রভুর আসতে আরও দেরি আছে, আর যদি দাস-দাসীকে মারতে, খাওয়া-দাওয়া করতে ও মাতাল হতে শুরু করে, ৪৬ তবে যেদিন সে প্রত্যাশা করে না ও যে ক্ষণ সে কল্পনা করে না, সে-দিন সে-ক্ষণেই সেই দাসের প্রভু আসবেন, এবং টুকরো টুকরো করে তাকে অবিশ্বস্তদের ভাগ্যের সহভাগী করবেন।

৪৭ আর সেই দাস, যে নিজের প্রভুর ইচ্ছা জেনেও অপ্রস্তুত হয় ও তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী কোন কাজ করেনি, সে যথেষ্ট পরিমাণেই মার খাবে; ৪৮ অপরদিকে যে দাস না জেনে মার খাবার যোগ্য কোন কাজ করেছে, সে কম পরিমাণে মার খাবে। যাকে বেশি দেওয়া হয়েছে, তার কাছ থেকে বেশি দাবি করা হবে; যাকে বেশি দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, তার কাছ থেকে বেশি চেয়ে নেওয়া হবে।

৪৯ আমি পৃথিবীতে আগুন আনবার জন্য এসেছি; আমার কতই না ইচ্ছে, তা যদি এর মধ্যে জ্বলতে থাকত! ৫০ এমন দীক্ষাস্নান আছে, যে-দীক্ষাস্নানে আমাকে দীক্ষিত হতে হবে, আর তা সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত আমার কী সঙ্কোচ!

৫১ তোমরা কি মনে করছ, আমি পৃথিবীতে শান্তি আনবার জন্যই এসেছি? আমি তোমাদের বলছি, তা নয়, বরং বিভেদ! ৫২ কেননা এখন থেকে, পাঁচজনকে নিয়ে যে সংসার, তাতে বিভেদ দেখা দেবে: তিনজন দু'জনের বিরুদ্ধে ও দু'জন তিনজনের বিরুদ্ধে; ৫৩ *পিতা ছেলের বিরুদ্ধে*, ও ছেলে পিতার বিরুদ্ধে; মা মেয়ের বিরুদ্ধে, ও *মেয়ে মায়ের বিরুদ্ধে*; শাশুড়ী পুত্রবধূর বিরুদ্ধে, ও পুত্রবধূ শাশুড়ীর বিরুদ্ধে।'

৫৪ তিনি ভিড়-করা লোকদের আরও বললেন, 'তোমরা যখন পশ্চিমে মেঘ উঠতে দেখ, তখন সঙ্গে সঙ্গে বলে থাক, বৃষ্টি আসছে, আর তা-ই ঘটে। ৫৫ যখন দক্ষিণা বাতাস বইতে দেখ, তখন বলে থাক, কড়া রোদ হবে, আর তা-ই ঘটে। ৫৬ ভণ্ড! তোমরা ভূমি ও আকাশের চেহারা বুঝতে পার, তবে কেমন করেই বা এই যুগ বুঝতে পার না?

৫৭ আর কেনই বা নিজেরাই যা ন্যায্য তা বিচার কর না? ৫৮ ধর: তুমি যখন প্রতিপক্ষের সঙ্গে

প্রশাসনের কাছে যাবে, পথে থাকতেই ব্যাপারটা মেটাতে চেষ্টা কর, পাছে সে তোমাকে বিচারকের সামনে টেনে নিয়ে যায়, বিচারক তোমাকে প্রহরীর হাতে তুলে দেয়, ও প্রহরী তোমাকে কারাগারে নিক্ষেপ করে। [৫৯] আমি তোমাকে বলছি, শেষ কড়িটা শোধ না করা পর্যন্ত তুমি কোনমতে সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে পারবে না।'

মনপরিবর্তন প্রসঙ্গ

১৩ ঠিক সেসময়েই কয়েকজন লোক এসে তাঁকে সেই গালিলেয়দের কথা জানাল যাদের রক্ত পিলাত তাদের বলির রক্তের সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছিলেন। [২] তিনি এই বলে তাদের উত্তর দিলেন, 'তোমরা কি মনে করছ, সেই গালিলেয়দের তেমন দুর্গতি হয়েছে বিধায় তারা অন্য সকল গালিলেয়দের চেয়ে বেশি পাপী ছিল? [৩] আমি তোমাদের বলছি, তা নয়; বরং মনপরিবর্তন না করলে তোমরা সকলেই সেভাবে বিনষ্ট হবে। [৪] অথবা, সেই আঠারোজন লোক, যাদের উপরে সিলোয়ামের মিনার পড়ে গিয়ে তাদের মৃত্যু ঘটিয়েছিল, তোমরা কি তাদের বিষয়ে মনে করছ যে, তারা যেরুসালেম-বাসী অন্য সকল লোকের চেয়ে বেশি অপরাধী ছিল? [৫] আমি তোমাদের বলছি, তা নয়; বরং মনপরিবর্তন না করলে তোমরা সকলেই সেভাবে বিনষ্ট হবে।'

[৬] তিনি এই উপমা-কাহিনী শোনালেন: 'একজন লোকের আঙুরখেতে একটা ডুমুরগাছ পোঁতা ছিল; তিনি এসে সেই গাছে ফল খোঁজ করলেন, কিন্তু পেলেন না। [৭] তিনি আঙুরখেতের মালীকে বললেন, দেখ, তিন বছর ধরেই আমি ডুমুরগাছে ফল খোঁজ করছি, কিন্তু কিছুই পাচ্ছি না; গাছটা কেটে ফেল, এটা কেন মাটির রস এমনি খাবে? [৮] সে উত্তরে তাঁকে বলল, প্রভু, এই বছরের মতও ওটা থাকতে দিন, আমি ওটার চারদিকে মাটি খুঁড়ে সার দেব, [৯] আগামী বছর গাছে ফল ধরলে ভাল, না হলে ওটা কেটে ফেলবেন।'

সাব্বাৎ দিনে একজন কুব্জা স্ত্রীলোকের সুস্থতা-লাভ

[১০] একসময় তিনি সাব্বাৎ দিনে একটা সমাজগৃহে উপদেশ দিচ্ছিলেন; [১১] আর দেখ, একটি স্ত্রীলোক: তাকে একটা মন্দাত্মা আঠারো বছর ধরে দুর্বল করে রাখছিল; স্ত্রীলোকটি কুব্জা, কোনমতে সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারত না। [১২] তাকে দেখে যীশু কাছে ডাকলেন, তাকে বললেন, 'নারী, তোমার দুর্বলতা থেকে তুমি মুক্তা;' [১৩] আর তিনি তার উপরে হাত রাখলে সে ঠিক সেই মুহূর্তেই সোজা হয়ে দাঁড়াল ও ঈশ্বরের গৌরবকীর্তন করতে লাগল।

[১৪] কিন্তু সাব্বাৎ দিনেই যীশু নিরাময় করেছেন বিধায় সমাজগৃহের অধ্যক্ষ ক্ষুব্ধ হয়ে উঠলেন, এবং লোকদের উদ্দেশ করে বললেন, 'ছ'দিন আছে, যে সকল দিনে কাজ করা উচিত; সুতরাং ওই সকল দিনেই তোমরা সুস্থতা পেতে এসো, সাব্বাৎ দিনে নয়।' [১৫] কিন্তু প্রভু তাঁকে উত্তর দিয়ে বললেন, 'ভণ্ড, আপনারা প্রত্যেকজন কি সাব্বাৎ দিনে নিজ নিজ বলদ বা গাধা বাঁধন থেকে মুক্ত করে গোশালা থেকে তাদের জল খাওয়াতে বাইরে নিয়ে যান না? [১৬] তবে এই স্ত্রীলোক, আব্রাহামের এই কন্যাই, যাকে শয়তান, দেখ, আঠারো বছর ধরেই বেঁধে রেখেছিল, এর এই বাঁধন থেকে সাব্বাৎ দিনে মুক্তি পাওয়া কি উচিত নয়?' [১৭] তিনি এই সকল কথা বললে তাঁর প্রতিপক্ষেরা সকলে লজ্জায় অভিভূত হল; কিন্তু সকল সাধারণ লোক তাঁর সাধিত অপরূপ কীর্তির জন্য আনন্দিত ছিল।

দু'টো উপমা-কাহিনী ও অন্যান্য বাণী

১৮ তিনি বলে চললেন, 'ঈশ্বরের রাজ্য কিসের মত? আমি কিসের সঙ্গে তার তুলনা করব? ১৯ তা
তেমন একটা সর্ষে-দানার মত, যা একজন লোক নিয়ে নিজের বাগানে বুনল। তা বাড়তে বাড়তে
গাছ হয়ে উঠল, ও আকাশের পাখিরা এসে তার শাখায় বাসা বাঁধল।' ২০ আবার তিনি বললেন,
'আমি কিসের সঙ্গে ঈশ্বরের রাজ্যের তুলনা করব? ২১ তা এমন খামিরের মত, যা একজন স্ত্রীলোক
নিয়ে তিন পাল্লা ময়দার সঙ্গে মাখল, শেষে সমস্তই গেঁজে উঠল।'

২২ তিনি শহরে শহরে ও গ্রামে গ্রামে ঘুরে উপদেশ দিতে দিতে যেরুসালেমের দিকে তাঁর সেই
পথে এগিয়ে যাচ্ছিলেন।

২৩ একজন লোক তাঁকে বলল, 'প্রভু, যারা পরিত্রাণ পায়, তারা কি অল্পজন?' তিনি তাদের
বললেন, ২৪ 'তোমরা সরু দরজা দিয়েই প্রবেশ করতে আপ্রাণ চেষ্টা কর, কেননা আমি তোমাদের
বলছি, অনেকে প্রবেশ করতে চেষ্টা করবে, কিন্তু অক্ষম হবে। ২৫ গৃহস্বামী উঠে একবার দরজা বন্ধ
করলে, তোমরা বাইরে দাঁড়িয়ে দরজায় ঘা দিতে শুরু করবে, বলবে, প্রভু, আমাদের জন্য দরজা
খুলে দিন; কিন্তু তিনি উত্তরে তোমাদের বলবেন, আমি তোমাদের চিনি না; আমি জানি না,
তোমরা কোথাকার লোক। ২৬ তখন তোমরা একথা বলতে শুরু করবে, আমরা আপনার সঙ্গেই
খাওয়া-দাওয়া করেছি, আপনিও আমাদের রাস্তা-ঘাটে উপদেশ দিয়েছেন। ২৭ কিন্তু তিনি আবার
বলবেন, আমি তোমাদের চিনি না; আমি জানি না, তোমরা কোথাকার লোক। হে অপকর্মা সকল,
আমা থেকে দূর হও! আর তখন সেখানে হবে কান্না ও দাঁত ঘষাঘষি, ২৮ যখন তোমরা দেখতে
পাবে: আব্রাহাম, ইসায়াক ও যাকোব এবং নবীরা সকলেই ঈশ্বরের রাজ্যে রয়েছেন, আর
তোমাদের বাইরে ফেলে দেওয়া হচ্ছে। ২৯ এবং পুব ও পশ্চিম থেকে, উত্তর ও দক্ষিণ থেকে লোকেরা
এসে ঈশ্বরের রাজ্যের ভোজে আসন পাবে। ৩০ দেখ, যারা সবার শেষে রয়েছে, তাদের কেউ কেউ
সবার আগে দাঁড়াবে; এবং যারা সবার আগে রয়েছে, তাদের কেউ কেউ সবার শেষে পড়বে।'

৩১ সেই ক্ষণে কয়েকজন ফরিসি কাছে এসে তাঁকে বললেন, 'বেরিয়ে যান, এখান থেকে চলে
যান; কারণ হেরোদ আপনাকে হত্যা করতে চাচ্ছেন।' ৩২ তিনি তাঁদের বললেন, 'আপনারা গিয়ে
সেই শিয়ালকে বলুন: দেখুন, আজ ও কাল আমি অপদূত তাড়াই ও রোগ-নিরাময় করি, এবং
তৃতীয় দিনে আমার লক্ষ্যে পৌঁছব। ৩৩ যাই হোক, আজ, কাল ও পরশু আমাকে পথে এগিয়ে যেতেই
হবে, কারণ এমনটি হতে পারে না যে, কোন নবী যেরুসালেমের বাইরে মরে।

৩৪ হায় যেরুসালেম, যেরুসালেম, তুমি যে নবীদের মেরে ফেল ও তোমার কাছে যারা প্রেরিত
তাদের পাথর ছুড়ে মার! মুরগি যেমন নিজের বাচ্চাদের ডানার নিচে জড় করে, তেমনি আমিও
কতবার তোমার সন্তানদের জড় করতে ইচ্ছা করেছি, কিন্তু তোমরা সম্মত হলে না। ৩৫ দেখ,
তোমাদের গৃহ তোমাদের জন্য পড়ে থাকবে! আমি তোমাদের বলে দিচ্ছি, তোমরা আমাকে আর
দেখতে পাবে না, যতদিন না বল, *যিনি প্রভুর নামে আসছেন, তিনি ধন্য।*'

সাব্বাৎ দিনে একজন উদরীরোগী মানুষের সুস্থতা-লাভ

১৪ তিনি এক সাব্বাৎ দিনে প্রধান ফরিসিদের একজন অধ্যক্ষের বাড়িতে নিমন্ত্রণ খেতে
গিয়েছিলেন, এবং লোকে তাঁকে লক্ষ করছিল। ২ আর দেখ, একটি লোক তাঁর সামনে ছিল যে

উদরীরোগে ভুগছিল। ৩ যীশু বিধানপণ্ডিত ও ফরিসিদের উদ্দেশ করে বললেন, 'সাব্বাৎ দিনে
নিরাময় করা বিধেয় না কি?' ৪ কিন্তু তাঁরা চুপ করে রইলেন। তাই তিনি লোকটিকে কাছে নিয়ে
এলেন, ও তাকে সুস্থ করে বিদায় দিলেন। ৫ তারপর তাঁদের বললেন, 'আপনাদের মধ্যে এমন ব্যক্তি
কে, যাঁর ছেলে বা বলদ কুয়োতে পড়লে তিনি সাব্বাৎ দিনেও চিন্তা না করেই তাকে টেনে তুলবেন
না?' ৬ তাঁরা এই সকল কথার কোন উত্তর দিতে পারলেন না।

শেষ স্থানেই আসন নেওয়া
গরিবদেরই নিমন্ত্রণ করা উচিত

৭ আর নিমন্ত্রিত লোকেরা কীভাবে প্রধান প্রধান আসন বেছে নিচ্ছেন, তা লক্ষ করে তিনি তাঁদের
একটা উপমা-কাহিনী শোনালেন; তাঁদের বললেন, ৮ 'যখন কেউ আপনাকে বিবাহভোজে নিমন্ত্রণ
করেন, তখন প্রধান স্থানে গিয়ে বসবেন না; হয় তো আপনার চেয়ে সম্মানিত কোন লোক নিমন্ত্রিত
হয়েছেন, ৯ তবে যিনি আপনাকে ও তাঁকে নিমন্ত্রণ করেছেন, তিনি এসে আপনাকে বলবেন, এঁকে
স্থান দিন; আর তখন আপনি লজ্জার সঙ্গে শেষ স্থান নিতে বাধ্য হবেন। ১০ বরং আপনি নিমন্ত্রিত
হলে শেষ স্থানে গিয়ে বসবেন; তাহলে যিনি আপনাকে নিমন্ত্রণ করেছেন, তিনি যখন এসে
আপনাকে বলবেন, বন্ধু, এগিয়ে আসুন, ভাল আসনে বসুন, তখন সকল নিমন্ত্রিতদের সামনে
আপনার গৌরব হবে। ১১ কেননা যে কেউ নিজেকে উচ্চ করে, তাকে নত করা হবে; আর যে কেউ
নিজেকে নত করে, তাকে উচ্চ করা হবে।'

১২ পরে, যিনি তাঁকে নিমন্ত্রণ করেছিলেন, তাঁকে তিনি বললেন, 'আপনি যখন দুপুরে বা রাতে
ভোজের আয়োজন করেন, তখন আপনার বন্ধুদের বা আপনার ভাইদের বা আপনার
আত্মীয়স্বজনদের কিংবা ধনী প্রতিবেশীদের নিমন্ত্রণ করবেন না; হয় তো তাঁরাও আপনাকে পাল্টা
নিমন্ত্রণ করবেন, এতে আপনি আপনার প্রতিদান পাবেন। ১৩ বরং আপনি যখন ভোজের আয়োজন
করেন, তখন গরিব, পঙ্গু, খোঁড়া ও অন্ধদেরই নিমন্ত্রণ করুন; ১৪ এতে আপনি সুখী হবেন, কেননা
আপনাকে প্রতিদানে দেওয়ার মত তাদের কিছু নেই, তাই ধার্মিকদের পুনরুত্থানের সময়ে আপনি
প্রতিদান পাবেন।'

নিমন্ত্রিতদের উপমা-কাহিনী

১৫ এই সকল কথা শুনে, যাঁরা ভোজে বসে ছিলেন, তাঁদের মধ্য থেকে একজন বললেন, 'সুখী
সেই জন, ঈশ্বরের রাজ্যে যে ভোজের অংশী হবে!' ১৬ কিন্তু তাঁকে তিনি বললেন, 'একজন লোক
এক বিরাট ভোজের আয়োজন করে বহু বহু লোককে নিমন্ত্রণ করলেন। ১৭ ভোজের সময়ে নিজ দাস
দ্বারা নিমন্ত্রিতদের বলে পাঠালেন, এসো, সবই প্রস্তুত। ১৮ কিন্তু তারা সকলেই একসুরে মাপ চাইতে
লাগল। প্রথমজন তাঁকে বলল, আমি একখণ্ড জমি কিনেছি, আমি তা দেখতে যেতে বাধ্য; মিনতি
করি, আমাকে মাপ করুন। ১৯ আর একজন বলল, আমি পাঁচ জোড়া বলদ কিনেছি, তাদের যাচাই
করতে যাচ্ছি; মিনতি করি, আমাকে মাপ করুন। ২০ আর একজন বলল, আমি এইমাত্র বিবাহ
করেছি, তাই যেতে পারছি না। ২১ দাস ফিরে এসে প্রভুকে এই সমস্ত কথা জানাল। তখন সেই
গৃহস্বামী ক্রুদ্ধ হয়ে নিজ দাসকে বললেন, শীঘ্রই বেরিয়ে গিয়ে শহরের রাস্তায় রাস্তায় ও গলিতে
গলিতে যাও: গরিব, পঙ্গু, খোঁড়া ও অন্ধদের এখানে নিয়ে এসো। ২২ পরে সেই দাস বলল, প্রভু,

আপনি যা করতে আদেশ করেছেন, তা করা হয়েছে, কিন্তু তবু এখনও জায়গা খালি রয়েছে। ২৩
তখন প্রভু দাসকে বললেন, বেরিয়ে গিয়ে [শহরের বাইরে] যত পথে ও ঝোপঝাড়ে যাও, এবং
আসবার জন্য লোকদের পীড়াপীড়ি কর, যেন আমার বাড়ি ভর্তি হয়ে যায়। ২৪ কেননা আমি
তোমাদের বলে দিচ্ছি, ওই নিমন্ত্রিতদের মধ্য থেকে একজনও আমার ভোজের আস্বাদ পাবে না।'

যীশুর অনুসরণ করতে হলে সবকিছু ত্যাগ করা প্রয়োজন

২৫ বহু লোকের ভিড় তাঁর সঙ্গে পথ চলছিল; তখন তিনি তাদের দিকে ফিরে বললেন, ২৬ 'কেউ
যদি আমার কাছে আসে ও নিজের পিতা, মাতা, স্ত্রী, ছেলেমেয়ে, ভাইবোন, এমনকি নিজের প্রাণ
পর্যন্ত ঘৃণা না করে, তবে সে আমার শিষ্য হতে পারে না। ২৭ নিজের ক্রুশ যে বহন করে না ও
আমার পিছনে আসে না, সে আমার শিষ্য হতে পারে না। ২৮ তোমাদের মধ্যে এমন ব্যক্তি কে যে
উচ্চ ঘর গাঁথতে অভিপ্রায় করলে আগে বসে খরচ হিসাব করে দেখে না, কাজ সেরে নেবার মত
তার সামর্থ্য আছে কিনা? ২৯ হয় তো ভিত বসাবার পর যদি সে কাজটা সেরে নিতে না পারে, তবে
যত লোক তা দেখবে, সকলেই তো তাকে ঠাট্টা করতে শুরু করে বলবে, ৩০ এ গাঁথতে শুরু করল,
কিন্তু সেরে নিতে সক্ষম হল না। ৩১ অথবা কোন্ রাজা অন্য রাজার সঙ্গে যুদ্ধ করতে বেরিয়ে প'ড়ে,
আগে বসে বিবেচনা করেন না, যিনি কুড়ি হাজার সৈন্য নিয়ে তাঁকে আক্রমণ করতে আসছেন, দশ
হাজার সৈন্য নিয়ে তিনি তাঁর সামনে দাঁড়াতে সক্ষম হবেন কিনা? ৩২ না পারলে, তবে শত্রু দূরে
থাকতেই তিনি দূত পাঠিয়ে সন্ধির শর্ত জানতে চাইবেন। ৩৩ তাই একই প্রকারে তোমাদের মধ্যে যে
কেউ নিজের সবকিছু ত্যাগ না করে, সে আমার শিষ্য হতে পারে না।

৩৪ লবণ তো ভাল, কিন্তু লবণ নিঃস্বাদ হয়ে গেলে, তবে কী করেই বা তা আবার নোনতা করা
যাবে? ৩৫ তেমন লবণ মাটির জন্যও উপযোগী নয়, গোবরগাদার জন্যও নয়; লোকে তা বাইরে
ফেলে দেয়। যার শুনবার কান আছে, সে শুনুক!'

ঈশ্বরের দয়া বিষয়ক তিনটে উপমা-কাহিনী—
হারানো মেষ
হারানো টাকা
হারানো ছেলে

১৫ আর কর-আদায়কারী ও পাপীরা সকলেই তাঁর বাণী শুনবার জন্য দলে দলে তাঁর কাছে
আসছিল; ২ এতে ফরিসিরা ও শাস্ত্রীরা গজগজ করে বলতে লাগলেন, 'লোকটা পাপীদের গ্রহণ করে
নেয়, তাদের সঙ্গে খাওয়া-দাওয়াও করে!' ৩ তাই তিনি তাঁদের এই উপমা-কাহিনী শোনালেন: ৪
'আপনাদের মধ্যে কোন্ লোক, যার একশ'টা মেষ আছে, তাদের মধ্যে একটা হারিয়ে গেলে সে
বাকি নিরানব্বইটাকে প্রান্তরে ফেলে রেখে যায় না, ও হারানোটাকে খুঁজে না পাওয়া পর্যন্ত তার
খোঁজে বেড়ায় না? ৫ খুঁজে পেলে সে মনের আনন্দে তা কাঁধে তুলে নেয়, ৬ এবং বাড়ি গিয়ে
বন্ধুবান্ধব ও প্রতিবেশীদের ডেকে বলে, আমার সঙ্গে আনন্দ কর, কারণ আমার যে মেষ হারানো
ছিল, তা খুঁজে পেয়েছি। ৭ আমি তোমাদের বলছি, তেমনি ভাবে, যাদের মনপরিবর্তন করার
প্রয়োজন নেই, এমন নিরানব্বইজন ধার্মিককে নিয়ে স্বর্গে যত আনন্দ হয়, তার চেয়ে বেশি আনন্দ
হবে যখন একজন পাপী মনপরিবর্তন করে।

৮ অথবা, কোন্ স্ত্রীলোক, যার দশটা রুপোর টাকা আছে, সে যদি একটা হারিয়ে ফেলে, তবে
বাতি জ্বেলে ঘর ঝাঁট দিয়ে টাকাটা না পাওয়া পর্যন্ত ভাল করে খুঁজে দেখে না? ৯ তা পেলে সে
বন্ধুবান্ধব ও প্রতিবেশীদের ডেকে বলে, আমার সঙ্গে আনন্দ কর, কারণ আমি যে টাকাটা হারিয়ে
ফেলেছিলাম, তা খুঁজে পেয়েছি। ১০ তেমনি ভাবে—আমি তোমাদের বলছি—একজন পাপী
মনপরিবর্তন করলে ঈশ্বরের দূতদের সামনে আনন্দ হয়।'

১১ তিনি আরও বললেন, 'একজন লোকের দু'টি ছেলে ছিল। ১২ ছোটজন পিতাকে বলল, পিতা,
আমার ভাগের সম্পত্তি আমাকে দিয়ে দাও। তাই তিনি তাদের মধ্যে ধন-সম্পত্তি ভাগ করে দিলেন।
১৩ অল্প দিন পর ছোট ছেলেটি নিজের সবকিছু সংগ্রহ করে নিয়ে দূরদেশে চলে গেল, আর সেখানে
উচ্ছৃঙ্খলের মত নিজ সম্পত্তি উড়িয়ে দিল।

১৪ সে সবকিছু ব্যয় করে ফেললে পর সেই দেশে করাল দুর্ভিক্ষ দেখা দিল, তাতে সে কষ্টে
পড়তে লাগল। ১৫ তাই সে গিয়ে সেই দেশের এক অধিবাসীর কাছে চাকরের কাজ নিল, আর সে
তাকে শূকর চরাতে নিজের মাঠে পাঠিয়ে দিল। ১৬ তার খুবই ইচ্ছে হত, শূকরে যে শুঁটি খায়, তা
খেয়ে সে পেট ভরাবে, কিন্তু কেউই তা তাকে দিত না। ১৭ তখন তার চেতনা হল, বলল, আমার
পিতার কত মজুর প্রচুর খাবার পাচ্ছে, কিন্তু আমি এখানে ক্ষুধায় মরছি। ১৮ আমি উঠে আমার
পিতার কাছে যাব, তাঁকে বলব, পিতা, আমি স্বর্গের বিরুদ্ধে ও তোমার সামনে পাপ করেছি; ১৯
আমি তোমার ছেলে নামের আর যোগ্য নই। তোমার একজন মজুরের মত আমার প্রতি ব্যবহার
কর। ২০ তখন সে উঠে নিজের পিতার কাছে যাবার জন্য রওনা হল।

সে বহুদূরে থাকতেই তার পিতা তাকে দেখতে পেলেন, ও দয়ায় বিগলিত হয়ে ছুটে গিয়ে তার
গলা জড়িয়ে ধরে তাকে চুম্বন করতে লাগলেন। ২১ তখন ছেলেটি তাঁকে বলল, পিতা, আমি স্বর্গের
বিরুদ্ধে ও তোমার সামনে পাপ করেছি, আমি তোমার ছেলে নামের আর যোগ্য নই। ২২ কিন্তু পিতা
নিজ দাসদের বললেন, শীঘ্র যাও, সবচেয়ে ভাল পোশাক এনে একে পরিয়ে দাও, এর আঙুলে
আঙটি পরাও ও পায়ে জুতো দাও; ২৩ এবং নধর বাছুরটা এনে কাট; আর এসো, ভোজ করে ফুর্তি
করি, ২৪ কারণ আমার এই ছেলে মৃতই ছিল, আর এখন বেঁচে উঠেছে; হারানোই ছিল, আর এখন
তাকে পাওয়া গেছে। তাই তারা ফুর্তি করতে লাগল।

২৫ তাঁর বড় ছেলে তখন মাঠে ছিল; ফেরার পথে সে যখন বাড়ির কাছে পৌঁছল, তখন গানবাজনা
ও নাচের শব্দ শুনতে পেল। ২৬ সে একজন দাসকে ডেকে জিজ্ঞাসা করল, এসব কি? ২৭ সে তাকে
বলল, আপনার ভাই ফিরে এসেছে, এবং আপনার পিতা নধর বাছুরটা কেটে দিয়েছেন, কারণ তিনি
তাকে সুস্থ শরীরে ফিরে পেয়েছেন। ২৮ তখন সে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল, ভিতরে যেতে রাজি হল না; এতে
তার পিতা বাইরে এসে তাকে সাধাসাধি করতে লাগলেন, ২৯ কিন্তু সে পিতাকে বলল, দেখ, এত
বছর ধরে আমি তোমার সেবা করে আসছি, কখনও তোমার কোন আজ্ঞায় অবাধ্য হইনি, অথচ
আমার বন্ধুদের সঙ্গে ফুর্তি করার জন্য তুমি আমাকে একটা ছাগছানাও কখনও দাওনি; ৩০ কিন্তু
তোমার এই যে ছেলে বেশ্যাদের সঙ্গে তোমার ধন-সম্পত্তি গ্রাস করেছে, সে এলেই তুমি তার জন্য
নধর বাছুরটা কাটলে। ৩১ তিনি তাকে বললেন, বৎস, তুমি সবসময়েই আমার সঙ্গে আছ, আর যা
কিছু আমার, তা সবই তোমার। ৩২ কিন্তু আমাদের ফুর্তি ও আনন্দ করা সমীচীন হয়েছে, কারণ
তোমার এই ভাই মৃতই ছিল, আর এখন বেঁচে উঠেছে; হারানোই ছিল, আর এখন তাকে পাওয়া

গেছে।'

রাজ্য-সেবায় অধিক বুদ্ধি প্রয়োগ করা প্রয়োজন

১৬ তিনি শিষ্যদের আরও বললেন, 'একজন ধনী লোক ছিল; তার যে গৃহাধ্যক্ষ ছিল, তার বিরুদ্ধে
এই অভিযোগ আনা হল যে, সে মনিবের ধন নষ্ট করে দিচ্ছে। ২ সে তাকে ডাকিয়ে বলল, তোমার
সম্পর্কে এ কি কথা শুনছি? তোমার কাজের হিসাব দাও, কারণ তুমি গৃহাধ্যক্ষ-পদে আর থাকতে
পারবে না। ৩ তখন সেই গৃহাধ্যক্ষ মনে মনে বলল, এখন আমি কী করব? আমার প্রভু তো আমার
কাছ থেকে হিসাব চেয়ে নিচ্ছেন। আমি কি মাটি কাটব? সেই বল আমার নেই; ভিক্ষা করব? লজ্জা
করে। ৪ আমার পদ গেলে লোকে যেন তাদের ঘরে আমাকে আশ্রয় দেয়, তার জন্য যা করা দরকার,
তা আমি বুঝলাম। ৫ যারা তার প্রভুর কাছে ঋণী ছিল, তাদের সে এক একজন করে ডাকল।
প্রথমজনকে সে বলল, আমার প্রভুর কাছে তোমার দেনা কত? ৬ সে বলল, তিন টন তেল। সে
তাকে বলল, তোমার ধারপত্র নাও, শীঘ্র বসে দেড় টন লেখ। ৭ আর একজনকে সে বলল, তোমার
দেনা কত? সে বলল, চার টন গম। সে তাকে বলল, তোমার ধারপত্র নিয়ে তিন টন লেখ। ৮ সেই
প্রভু সেই অসৎ গৃহাধ্যক্ষের প্রশংসা করল, কারণ সে বুদ্ধিমানের মত কাজ করেছিল। বাস্তবিকই এই
সংসারের সন্তানেরা নিজেদের জাতের লোকদের সঙ্গে চলাফেরার ব্যাপারে, যারা আলোর সন্তান,
তাদের চেয়ে বেশি বুদ্ধি দেখায়।

৯ তাই আমি তোমাদের বলছি, অসৎ ধনের মধ্য দিয়ে নিজেদের জন্য মানুষকে বন্ধু করে নাও,
যেন তা শেষ হলে তারা সেই অনন্ত আবাসে তোমাদের গ্রহণ করে নেয়। ১০ সামান্য ব্যাপারে যে
বিশ্বস্ত, সে বড় ব্যাপারেও বিশ্বস্ত; আর সামান্য ব্যাপারে যে অসৎ, সে বড় ব্যাপারেও অসৎ। ১১
সুতরাং তোমরা যদি অসৎ ধনের ব্যাপারে বিশ্বস্ত না হয়ে থাক, তবে কে বিশ্বাস করে তোমাদের
হাতে প্রকৃত ধন ন্যস্ত করবে? ১২ আর যদি পরের জিনিসের ব্যাপারে বিশ্বস্ত না হয়ে থাক, তবে কে
তোমাদের নিজেদের জিনিস তোমাদের দেবে?

১৩ দুই মনিবের সেবায় থাকা কোন চাকরের পক্ষে সম্ভব নয়: সে হয় একজনকে ঘৃণা করবে আর
অন্যজনকে ভালবাসবে, না হয় একজনের প্রতি আকৃষ্ট হবে আর অন্যজনকে উপেক্ষা করবে—
ঈশ্বর ও ধন, উভয়ের সেবায় থাকা তোমাদের পক্ষে সম্ভব নয়।'

মনপরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা

১৪ তখন ফরিসিরা—তাঁরা তো টাকা ভালইবাসতেন—এই সকল কথা শুনে তাঁকে উপহাস
করতে লাগলেন। ১৫ তিনি তাঁদের বললেন, 'আপনারাই তো মানুষের সামনে নিজেদের ধার্মিক
দেখিয়ে থাকেন, কিন্তু ঈশ্বর আপনাদের হৃদয় জানেন; কেননা মানুষের দৃষ্টিতে যা মর্যাদার বিষয়,
তা ঈশ্বরের চোখে ঘৃণার বস্তু। ১৬ যোহন পর্যন্ত বিধান ও নবীদের সময় ছিল; সেসময় থেকে
ঈশ্বরের রাজ্যের শুভসংবাদ প্রচারিত হচ্ছে, এবং তার মধ্যে প্রবেশ করতে প্রত্যেকে সচেষ্ট আছে।
১৭ কিন্তু বিধানের এক বিন্দু পড়ে যাওয়ার চেয়ে আকাশ ও পৃথিবী লোপ পাওয়াই বরং সহজ। ১৮ যে
কেউ নিজের স্ত্রীকে ত্যাগ করে আর একজনকে বিবাহ করে, সে ব্যভিচার করে; এবং যে কেউ
স্বামীর কোন পরিত্যক্তা স্ত্রীকে বিবাহ করে, সে ব্যভিচার করে।

১৯ এক ধনী লোক ছিল, সে দামী রঙিন ক্ষোমের পোশাক পরত, ও প্রতিদিন জাঁকজমকের মধ্যে

ভোজসভার আয়োজন করত। ২০ তার বাড়ির ফটকের পাশে লাজার নামে এক ভিখারী পড়ে
থাকত; তার শরীর ঘায়ে ভরা ছিল, ২১ এবং সেই ধনীর টেবিল থেকে খাবারের যে টুকরোগুলো
পড়ত, তা খেতে আকাঙ্ক্ষা করত; কুকুরেরা পর্যন্তও এসে তার ঘা চেটে খেত।
২২ একসময় সেই ভিখারী মারা গেল, আর স্বর্গদূতেরা তাকে বয়ে নিয়ে গিয়ে আব্রাহামের কোলে
রাখলেন। সেই ধনীও মরল, এবং তাকে কবর দেওয়া হল। ২৩ পাতালে ভীষণ যন্ত্রণায় আক্রান্ত হয়ে
সে চোখ তুলে বহুদূর থেকে আব্রাহামকে ও তাঁর কোলে লাজারকে দেখতে পেল। ২৪ তাই জোর
গলায় বলে উঠল, পিতা আব্রাহাম, আমার প্রতি দয়া করুন, লাজারকে পাঠিয়ে দিন, যেন সে
আঙুলের ডগাটুকু জলে ডুবিয়ে আমার জিহ্বা জুড়িয়ে দেয়, কারণ এই আগুনের শিখায় আমি ভীষণ
যন্ত্রণা পাচ্ছি। ২৫ আব্রাহাম বললেন, বৎস, মনে রাখ: তোমার মঙ্গল তুমি জীবনকালেই পেয়েছ, আর
লাজার তেমনি অমঙ্গল পেয়েছে; এখন সে এখানে সান্ত্বনা পাচ্ছে, আর তুমি ভীষণ যন্ত্রণায় ভুগছ।
২৬ তাছাড়া, আমাদের ও তোমাদের মধ্যে বিশাল গহ্বরের ব্যবধান রাখা আছে, তাই যারা এখান
থেকে তোমাদের কাছে যেতে চায়, তারা পারে না; আবার ওখান থেকে আমাদের কাছে কেউই পার
হয়ে আসতে পারে না।
২৭ তখন সে বলল, তবে, পিতা, আমি আপনাকে অনুনয় করি, তাকে আমার পিতার ঘরে পাঠিয়ে
দিন, ২৮ কেননা আমার পাঁচজন ভাই আছে; সে গিয়ে তাদের চেতনা দিক, যেন তারাও এই যন্ত্রণার
জায়গায় না আসে। ২৯ আব্রাহাম বললেন, তাদের তো মোশী ও নবীরা আছেন: তাঁদেরই কথা তারা
শুনুক। ৩০ তখন সে বলল, তা নয়, পিতা আব্রাহাম, কিন্তু মৃতদের মধ্য থেকে যদি কেউ তাদের
কাছে যায়, তাহলেই তারা মনপরিবর্তন করবে। ৩১ তিনি বললেন, তারা যদি মোশী ও নবীদের
কথায় কান না দেয়, তাহলে মৃতদের মধ্য থেকে কেউ পুনরুত্থান করলেও সে তাদের মন জয়
করতে পারবে না।'

শিষ্যদের প্রতি নানা সাবধান বাণী

১৭ যীশু নিজের শিষ্যদের আরও বললেন, 'এমনটি হতে পারে না যে, পদস্খলনের কোন কারণ
ঘটবে না, কিন্তু ধিক্ তাকে, যে পদস্খলন ঘটায়। ২ তেমন লোকের গলায় জাঁতাকলের পাথর বেঁধে
যদি তাকে সমুদ্রে ফেলে দেওয়া হত, তাহলে এই ক্ষুদ্রজনদের একজনের পদস্খলন ঘটানোর চেয়ে
তা-ই বরং তার পক্ষে ভাল হত। ৩ তোমরা নিজেদের সম্বন্ধে সাবধান থাক। তোমার ভাই যদি কোন
অন্যায় করে, তাকে তিরস্কার কর; কিন্তু সে যদি অনুতাপ করে, তাকে ক্ষমা কর। ৪ আর সে যদি
দিনে সাতবার তোমার প্রতি অন্যায় করে আর সাতবার তোমার কাছে ফিরে এসে বলে, আমি
অনুতপ্ত, তাকে ক্ষমা কর।'
৫ প্রেরিতদূতেরা প্রভুকে বললেন, 'আমাদের বিশ্বাস বৃদ্ধি করুন।' ৬ প্রভু বললেন, 'একটা
সর্ষে-দানার মত বিশ্বাস যদি তোমাদের থাকত, তবে তোমরা এই তুঁত গাছটাকে বলতে পারতে,
সমূলে উপড়ে গিয়ে সমুদ্রে নিজেকে বসাও; আর গাছটা তোমাদের কথা মেনে নিত।
৭ তোমাদের মধ্যে এমন ব্যক্তি কে, যার দাস হাল চাষ করে বা মেষ চরিয়ে মাঠ থেকে ঘরে ফিরে
এলে সে তাকে বলবে, এসো, এখনই খেতে বস! ৮ বরং তাকে কি একথা বলবে না, আমার
খাওয়ার ব্যবস্থা কর, এবং কোমর বেঁধে আমার খাবার পরিবেশন কর, তারপর তুমি নিজে

খাওয়া-দাওয়া করতে পার। ৯ দাস যে তার কথামত কাজ করল, সে কি এজন্য তার প্রতি বিশেষ
অনুগ্রহ দেখাবে? ১০ তেমনি ভাবে তোমাদের যা করতে আদেশ করা হয়েছে, তা পালন করার পর
তোমরাও বল, আমরা অনুপযোগী দাস মাত্র, যা করতে বাধ্য ছিলাম, তা-ই করলাম।'

দশজন চর্মরোগীর সুস্থতা-লাভ

১১ যেরুসালেমের দিকে তাঁর সেই পথে এগিয়ে যাওয়ার সময়ে তিনি সামারিয়া ও গালিলেয়ার
সীমানা-পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। ১২ তিনি একটা গ্রামে প্রবেশ করছেন, এমন সময়ে সংক্রামক
চর্মরোগে আক্রান্ত দশজন লোক তাঁকে দেখা করতে সামনে এসে পড়ল; দূরে দাঁড়িয়ে ১৩ তারা
জোর গলায় বলতে লাগল, 'যীশু, গুরুদেব, আমাদের দয়া করুন!' ১৪ তাদের দেখে তিনি বললেন,
'যাও, যাজকদের কাছে গিয়ে নিজেদের দেখাও।' আর যাওয়ার পথে তারা শুচীকৃত হল। ১৫ তখন
তাদের একজন নিজেকে সুস্থ দেখে জোর গলায় ঈশ্বরের গৌরবকীর্তন করতে করতে ফিরে এল, ১৬
এবং যীশুর পায়ে লুটিয়ে পড়ে তাঁকে ধন্যবাদ জানাতে লাগল: লোকটি ছিল সামারীয়। ১৭ তাই যীশু
বললেন, 'দশজনেই কি শুচীকৃত হয়নি? তবে অপর ন'জন কোথায়? ১৮ এই বিজাতীয় লোকটি
ছাড়া আর এমন কাউকেই কি পাওয়া গেল না যে, ঈশ্বরের গৌরবকীর্তন করার জন্য ফিরে আসবে?'
১৯ তখন তিনি তাকে বললেন, 'ওঠ, এখন যাও; তোমার বিশ্বাস তোমার পরিত্রাণ সাধন করেছে।'

ঈশ্বরের রাজ্যের আগমন

মানবপুত্রের আগমন

২০ ঈশ্বরের রাজ্য কবে আসবে, ফরিসিরা তাঁর কাছে এই প্রশ্ন রাখলে তিনি উত্তরে তাঁদের
বললেন, 'ঈশ্বরের রাজ্য এমনভাবে আসে না যে, তার আসাটা দেখা যেতে পারবে। ২১ আর এমন
কেউই থাকবে না যে বলবে, দেখ, এখানে! কিংবা, ওখানে! কারণ দেখ, ঈশ্বরের রাজ্য তোমাদের
মাঝেই উপস্থিত।'

২২ তিনি শিষ্যদের আরও বললেন, 'এমন সময় আসবে, যখন তোমরা মানবপুত্রের দিনগুলোর
একটা দিন মাত্রও দেখতে বাসনা করবে, কিন্তু দেখতে পাবে না। ২৩ তখন লোকেরা তোমাদের
বলবে, দেখ, ওখানে! দেখ, এখানে! যেয়ো না, তাদের পিছু পিছু যেয়ো না; ২৪ কারণ বিদ্যুৎ-ঝলক
যেমন আকাশের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত হঠাৎ জ্বলে ওঠে, মানবপুত্র নিজের দিনে ঠিক
তেমনি হবেন। ২৫ কিন্তু আগে তাঁকে বহু যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে ও এই প্রজন্মের মানুষদের দ্বারা
প্রত্যাখ্যাত হতে হবে।

২৬ কিংবা, নোয়ার সেই দিনগুলিতে যেমন ঘটেছিল, মানবপুত্রের দিনগুলিতেও সেইমত ঘটবে; ২৭
জাহাজে নোয়ার প্রবেশ দিন পর্যন্ত লোকদের খাওয়া-দাওয়া ও বিয়ে করা-বিয়ে দেওয়া চলছিল;
পরে বন্যা এসে সকলকে ধ্বংস করে ফেলল। ২৮ কিংবা লোটের সেই দিনগুলিতেও যেমন ঘটেছিল:
লোকদের খাওয়া-দাওয়া, কেনা-বেচা, গাছ পোঁতা ও বাড়ি গড়া চলছিল; ২৯ কিন্তু যেদিন লোট
সদোম ছেড়ে চলে গেলেন, সেদিন স্বর্গ থেকে আগুন ও গন্ধক বর্ষিত হয়ে সকলকে ধ্বংস করে
ফেলল।

৩০ আচ্ছা, মানবপুত্র যেদিন আত্মপ্রকাশ করবেন, সেদিনেও ঠিক সেইমত ঘটবে। ৩১ সেদিন যে
কেউ ছাদের উপরে থাকবে ও তার জিনিসপত্র ঘরে থাকবে, সে তা জড় করার জন্য নিচে না নেমে

আসুক; তেমনি যে কেউ মাঠে থাকবে, সেও পিছনে না ফিরে যাক। ৩২ লোটের স্ত্রীর কথা মনে
রেখ! ৩৩ যে কেউ নিজের প্রাণ বাঁচিয়ে রাখতে চেষ্টা করে, সে তা হারাবে; আর যে কেউ প্রাণ
হারায়, সে তা বাঁচিয়ে রাখবে। ৩৪ আমি তোমাদের বলছি, সেই রাতে দু'জন লোক এক বিছানায়
থাকবে: একজনকে নিয়ে যাওয়া হবে আর একজনকে ফেলে রাখা হবে। ৩৫ দু'জন স্ত্রীলোক
একইসময়ে জাঁতা ঘোরাবে: একজনকে নিয়ে যাওয়া হবে আর একজনকে ফেলে রাখা হবে।' [৩৬] ৩৭
তাঁরা তখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'প্রভু, কোথায়?' তিনি তাঁদের বললেন, 'যেখানে দেহ থাকে,
সেখানে শকুনও জড় হবে।'

প্রার্থনায় নিষ্ঠাবান ও বিনম্র হওয়া দরকার—
নিষ্ঠাবতী বিধবার উপমা
ফরিসি ও কর-আদায়কারীর উপমা

১৮ নিরাশ না হয়ে যে সর্বদাই প্রার্থনা করা উচিত, এপ্রসঙ্গে তিনি শিষ্যদের কাছে এই
উপমা-কাহিনী শোনালেন; ২ বললেন, 'এক শহরে একজন বিচারক ছিল: সে ঈশ্বরকেও ভয় করত
না, মানুষকেও মানত না। ৩ একই শহরে এক বিধবাও ছিল: সে তার কাছে এসে বলত, আমার
প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে আমার সুবিচার করুন। ৪ বেশ কিছুকাল ধরে বিচারকটা সম্মত হল না; কিন্তু
শেষে মনে মনে বলল, যদিও ঈশ্বরকেও ভয় করি না, মানুষকেও মানি না, ৫ তবু এই বিধবা
আমাকে এতই বিরক্ত করছে যে তার সুবিচার করব, পাছে এ সবসময়ে এসে আমার মাথা ভেঙে
ফেলে।' ৬ প্রভু বলে চললেন, 'তোমরা তো শুনেছ, সেই অসৎ বিচারক কী বলে। ৭ তবে ঈশ্বর কি
নিজের সেই মনোনীতদের পক্ষে সুবিচার করবেন না? তারা তো দিনরাত তাঁর কাছে চিৎকার করে
থাকে, যদিও তিনি তাদের বহুক্ষণ অপেক্ষা করান। ৮ আমি তোমাদের বলছি, তিনি শীঘ্রই তাদের
সুবিচার করবেন। কিন্তু মানবপুত্র যখন আসবেন, তখন কি পৃথিবীতে বিশ্বাস পাবেন?'

৯ যারা নিজেদের উপর নির্ভর করে মনে করত যে, তারাই ধার্মিক, ও অন্য সকলকে তুচ্ছ জ্ঞান
করত, এমন কয়েকজনকে উদ্দেশ করে তিনি এই উপমা-কাহিনী শোনালেন। ১০ 'দু'জন লোক
প্রার্থনা করতে মন্দিরে গেল: একজন ফরিসি, আর একজন কর-আদায়কারী। ১১ ফরিসি সোজা হয়ে
দাঁড়িয়ে মনে মনে এভাবেই প্রার্থনা করছিলেন, ঈশ্বর, আমি তোমাকে ধন্যবাদ জানাই যে, আমি
অন্য সকল লোকের মত নই—ওরা যে চোর, অসৎ, ব্যভিচারী;—কিংবা ওই কর-আদায়কারীর
মতও নই। ১২ আমি সপ্তাহে দু'বার উপবাস করি, সমস্ত আয়ের দশমাংশ দান করি। ১৩ অপরদিকে
কর-আদায়কারী দূরে দাঁড়িয়ে স্বর্গের দিকে চোখ তুলতেও সাহস পাচ্ছিল না, বরং বুক চাপড়াতে
চাপড়াতে বলছিল, ঈশ্বর, আমার প্রতি দয়া কর, আমি যে পাপী। ১৪ আমি তোমাদের বলছি, এই
লোক ধর্মময় বলে সাব্যস্ত হয়ে বাড়ি ফিরে গেল, ওই লোকটা নয়; কেননা যে কেউ নিজেকে উচ্চ
করে, তাকে নত করা হবে; কিন্তু যে নিজেকে নত করে, তাকে উচ্চ করা হবে।'

যীশু এবং শিশুরা

১৫ কয়েকটি শিশুকেও তাঁর কাছে আনা হল, যেন তিনি তাদের স্পর্শ করেন। তা দেখে শিষ্যেরা
তাদের ভর্ৎসনা করতে লাগলেন। ১৬ কিন্তু যীশু তাদের কাছে ডাকলেন, বললেন, 'শিশুদের আমার
কাছে আসতে দাও, তাদের বাধা দিয়ো না, কেননা যারা এদের মত, ঈশ্বরের রাজ্য তাদেরই।' ১৭

আমি তোমাদের সত্যি বলছি, যে কেউ শিশুরই মত ঈশ্বরের রাজ্য গ্রহণ না করে, সে তার মধ্যে কখনও প্রবেশ করতে পারবে না।'

যীশুর অনুসরণ ও স্বর্গরাজ্যে প্রবেশের জন্য ধন বাধাস্বরূপ

[১৮] একজন সমাজনেতা তাঁর কাছে এই প্রশ্ন রাখলেন, 'মঙ্গলময় গুরু, অনন্ত জীবনের উত্তরাধিকারী হবার জন্য আমাকে কী করতে হবে?' [১৯] যীশু তাঁকে বললেন, 'আমাকে মঙ্গলময় বলছেন কেন? একজন ছাড়া আর মঙ্গলময় কেউ নয়, তিনি ঈশ্বর। [২০] আপনি তো আজ্ঞাগুলো জানেন, *ব্যভিচার করবে না, নরহত্যা করবে না, চুরি করবে না, মিথ্যাসাক্ষ্য দেবে না, তোমার পিতামাতাকে সম্মান করবে।*' [২১] লোকটি বললেন, 'ছেলেবেলা থেকেই আমি এই সমস্ত পালন করে আসছি।' [২২] একথা শুনে যীশু তাঁকে বললেন, 'আপনার এখনও একটা বিষয় বাকি আছে: আপনার যা কিছু আছে তা সবই বিক্রি করে গরিবদের দিন, তাতে স্বর্গে ধন পাবেন; তারপর আসুন, আমার অনুসরণ করুন।' [২৩] কিন্তু একথা শুনে লোকটি খুবই দুঃখিত হলেন, কারণ তিনি খুবই ধনী ছিলেন।

[২৪] তখন তাঁর দিকে তাকিয়ে যীশু বললেন, 'যাদের ধন আছে, তাদের পক্ষে ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করা কেমন কঠিন! [২৫] হ্যাঁ, ধনীর পক্ষে ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করার চেয়ে উটের পক্ষে সুচের ছিদ্রের মধ্য দিয়ে যাওয়াই বরং সহজ।' [২৬] যারা শুনল, তারা বলল, 'তবে পরিত্রাণ পাওয়া কার্ পক্ষেই বা সাধ্য?' [২৭] তিনি বললেন, 'যা মানুষের পক্ষে অসাধ্য, তা ঈশ্বরের পক্ষে সাধ্য।'

[২৮] তখন পিতর বললেন, 'দেখুন, আমাদের যা ছিল, তা ত্যাগ করে আমরা আপনার অনুসরণ করেছি।' [২৯] তিনি তাঁদের বললেন, 'আমি তোমাদের সত্যি বলছি, এমন কেউ নেই যে ঈশ্বরের রাজ্যের জন্য বাড়ি, কি স্ত্রী, কি ভাই, কি পিতামাতা, কি ছেলেমেয়ে ত্যাগ করলে [৩০] ইহকালে তার বহুগুণ ও পরকালে অনন্ত জীবন পাবে না।'

যীশুর যন্ত্রণাভোগ—তৃতীয় পূর্বঘোষণা

[৩১] পরে তিনি সেই বারোজনকে কাছে নিয়ে তাঁদের বললেন, 'দেখ, আমরা যেরুসালেমে যাচ্ছি, এবং মানবপুত্র সম্বন্ধে নবীদের দ্বারা যা কিছু লেখা হয়েছে, সেই সমস্ত সিদ্ধিলাভ করবে। [৩২] কারণ তাঁকে বিজাতীয়দের হাতে তুলে দেওয়া হবে, তাঁকে বিদ্রূপ করা হবে, অপমান করা হবে, তাঁর গায়ে থুথু দেওয়া হবে, [৩৩] এবং তাঁকে কশাঘাত করার পর তারা তাঁকে হত্যা করবে; আর তৃতীয় দিনে তিনি পুনরুত্থান করবেন।' [৩৪] কিন্তু এই সবকিছু তাঁরা বুঝলেন না, একথা তাঁদের কাছে গুপ্তই হয়ে রইল, এবং তিনি যা বলছিলেন, তা তাঁরা বুঝে উঠতে পারছিলেন না।

একজন অন্ধ মানুষের সুস্থতা-লাভ

[৩৫] তিনি যেরিখোর কাছাকাছি এসে পড়েছেন, সেসময়ে একজন অন্ধ পথের ধারে বসে ভিক্ষা করছে; [৩৬] সে বহু লোকের যাতায়াতের শব্দ শুনে জিজ্ঞাসা করল, 'ব্যাপারটা কী?' [৩৭] লোকে তাকে বলল, 'নাজারেথীয় যীশু এখান দিয়ে যাচ্ছেন।' [৩৮] সে তখন জোর গলায় বলতে লাগল, 'যীশু, দাউদসন্তান, আমার প্রতি দয়া করুন।' [৩৯] যারা আগে আগে যাচ্ছিল, তারা ধমক দিয়ে তাকে চুপ করতে বলল, কিন্তু সে আরও জোরে চিৎকার করে বলতে লাগল, 'দাউদসন্তান, আমার প্রতি দয়া করুন।' [৪০] যীশু থামলেন, ও তাকে তাঁর কাছে নিয়ে আসতে আদেশ করলেন; পরে সে কাছে এলে

তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, ৪১ 'তুমি কী চাও? আমি তোমার জন্য কী করব?' সে বলল, 'প্রভু, আমি যেন চোখে দেখতে পাই!' ৪২ যীশু তাকে বললেন, 'দৃষ্টিশক্তি পাও! তোমার বিশ্বাস তোমার পরিত্রাণ সাধন করেছে।' ৪৩ সে সেই মুহূর্তেই চোখে দেখতে পেল, ও ঈশ্বরের গৌরবকীর্তন করতে করতে তাঁর অনুসরণ করতে লাগল। তা দেখে সমস্ত জনগণ ঈশ্বরের বন্দনা করল।

জাখেয়

১৯ যেরিখোতে প্রবেশ করে তিনি শহরের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলেন, ২ আর হঠাৎ জাখেয় নামে একজন লোক—সে ছিল প্রধান কর-আদায়কারী ও নিজে ধনী লোক—৩ যীশু কে তা দেখবার চেষ্টা করছিল, কিন্তু ভিড়ের কারণে পারছিল না, কেননা খাটো মানুষ ছিল। ৪ তাই আগে ছুটে গিয়ে সে তাঁকে দেখবার জন্য একটা ডুমুরগাছে উঠল, কারণ তাঁকে ওই পথ দিয়ে যেতে হচ্ছিল। ৫ যীশু যখন সেই স্থানে এসে পৌঁছলেন, তখন উপরের দিকে তাকিয়ে তাকে বললেন, 'জাখেয়, শীঘ্র নেমে এসো, কারণ আমাকে আজ তোমার বাড়িতে থাকতে হবে।' ৬ সে শীঘ্র নেমে এল, এবং সানন্দে তাঁকে অভ্যর্থনা জানাল। ৭ তা দেখে সকলে গজগজ করে বলতে লাগল, 'ইনি একটা পাপীর ঘরে উঠলেন!' ৮ কিন্তু জাখেয় দৃঢ়তার সঙ্গে প্রভুকে বলল, 'প্রভু, দেখুন, আমার অর্ধেক সম্পত্তি আমি গরিবদের দিয়ে দিচ্ছি; আর যদি কখনও ঠকিয়ে কারও কিছু নিয়ে থাকি, তার চতুর্গুণ ফিরিয়ে দিচ্ছি।' ৯ তখন যীশু তার বিষয়ে বললেন, 'আজ এই বাড়িতে পরিত্রাণ প্রবেশ করেছে, কারণ এই লোকটিও আব্রাহামের সন্তান। ১০ বাস্তবিকই, যা হারানো ছিল, তা খুঁজতে ও পরিত্রাণ করতেই মানবপুত্র এসেছেন।'

মোহরের উপমা-কাহিনী

১১ লোকে এই সমস্ত কথা শুনতে শুনতেই তিনি আর একটা উপমা-কাহিনী শোনালেন, কারণ তিনি যেরুসালেমের কাছে এসে গেছিলেন, আর তারা মনে করছিল, ঈশ্বরের রাজ্য মুহূর্তের মধ্যেই প্রকাশ পাবার কথা। ১২ তাই তিনি বললেন, 'একজন সম্ভ্রান্ত লোক দূর দেশে গেলেন: লক্ষ্য ছিল, রাজমর্যাদা পেয়ে তিনি ফিরে আসবেন। ১৩ তিনি নিজের দাসদের মধ্য থেকে দশজনকে ডেকে তাদের প্রত্যেককে একটা করে মোহর দিয়ে বললেন, আমি যতদিন না ফিরে আসি, তোমরা ততদিন ব্যবসা কর। ১৪ কিন্তু তাঁর প্রজারা তাঁকে ঘৃণা করত, তাই তাঁর পিছনে একদল দূত পাঠিয়ে জানাল, আমরা চাই না যে, এই লোক আমাদের উপর রাজত্ব করবে।

১৫ পরে তিনি সেই রাজমর্যাদা পেয়ে যখন ফিরে এলেন, তখন যাদের কাছে টাকা দিয়েছিলেন সেই দাসদের কাছে ডেকে আনতে বললেন, যেন জানতে পারেন, তারা প্রত্যেকে ব্যবসায় কত লাভ করেছে। ১৬ প্রথমজন এগিয়ে এসে বলল, প্রভু, আপনার মোহর আরও দশটা মোহর এনে দিয়েছে। ১৭ তিনি তাকে বললেন, ভাল! উত্তম দাস, তুমি সামান্য বিষয়ে বিশ্বস্ত হলে বলে দশ শহরের শাসনভার পাবে। ১৮ দ্বিতীয়জন এসে বলল, প্রভু, আপনার মোহর আরও পাঁচটা মোহর এনে দিয়েছে। ১৯ তিনি তাকেও বললেন, তুমিও পাঁচ শহরের শাসক হবে। ২০ পরে আর একজন এসে বলল, প্রভু, এই যে আপনার মোহর; আমি তা রুমালে বেঁধে রেখেছিলাম। ২১ আমি তো আপনাকে ভয় করছিলাম, কারণ আপনি কঠিন মানুষ: নিজে যা জমাননি, তা তুলে নেন, ও যা বোনেননি, তা কেটে থাকেন। ২২ তিনি তাকে বললেন, ধূর্ত দাস, তোমার নিজের কথার জোরেই আমি তোমার

বিচার করব: তুমি নাকি জানতে, আমি কঠিন মানুষ: নিজে যা জমাইনি তা-ই তুলে নিই, ও যা বুনিনি তা-ই কাটি! ২৩ তবে আমার টাকা পোদ্দারদের হাতে রাখনি কেন? তাহলে আমি ফিরে এসে তা সুদ-সমেত আদায় করে নিতাম। ২৪ যারা কাছে দাঁড়িয়ে ছিল, তাদের তিনি বললেন, এর কাছ থেকে ওই মোহরটা নাও, ও যার দশ মোহর আছে, তাকেই দাও। ২৫ তারা তাঁকে বলল, প্রভু তার তো দশটা মোহর আছে! ২৬ আমি তোমাদের বলছি, যার আছে, তাকে আরও বেশি দেওয়া হবে; কিন্তু যার কিছু নেই, তার যেটুকু আছে তাও তার কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হবে। ২৭ আর আমার এই সমস্ত শত্রু যারা চাচ্ছিল না যে, আমি তাদের উপর রাজত্ব করব, তাদের এখানে এনে আমার সামনে হত্যা কর।'

২৮ এই সকল কথা বলে তিনি তাঁদের আগে আগে যেরুসালেমের দিকে এগিয়ে চললেন।

যেরুসালেমে মসীহের প্রবেশ

২৯ যখন জৈতুন বলে পরিচিত পর্বতের পাশে, বেথ্‌ফাগে ও বেথানিয়ার কাছে, এসে পৌঁছলেন, তখন তিনি দু'জন শিষ্যকে পাঠিয়ে দিলেন; ৩০ বললেন, 'তোমরা সামনের ওই গ্রামে যাও; সেখানে প্রবেশ করামাত্র দেখতে পাবে, একটা গাধার বাচ্চা বাঁধা আছে যার উপরে কোন মানুষ কখনও বসেনি; তার বাঁধন খুলে নিয়ে এসো। ৩১ আর যদি কেউ তোমাদের জিজ্ঞাসা করে, তোমরা এর বাঁধন খুলছ কেন? তবে তোমরা একথা বলবে, প্রভুর এর দরকার আছে।'

৩২ তখন যাঁদের পাঠানো হল, তাঁরা গিয়ে, তিনি যেমন বলেছিলেন, তেমনই দেখতে পেলেন। ৩৩ যখন তাঁরা গাধার বাচ্চার বাঁধন খুলছিলেন, তখন মালিকেরা তাঁদের বলল, 'গাধার বাচ্চার বাঁধন খুলছ কেন?' ৩৪ তাঁরা বললেন, 'প্রভুর এর দরকার আছে।' ৩৫ পরে তাঁরা সেটাকে যীশুর কাছে এনে তার পিঠের উপরে নিজেদের চাদর পেতে দিয়ে তার উপরে যীশুকে বসালেন। ৩৬ আর তিনি রওনা হলে লোকেরা নিজ নিজ চাদর পথে পেতে দিতে লাগল। ৩৭ তিনি জৈতুন পর্বত থেকে নামার পথের কাছাকাছি এসে গেছেন, এমন সময়ে গোটা শিষ্যদল যে সকল পরাক্রম-কর্ম দেখেছিলেন, তার জন্য মনের আনন্দে জোর গলায় ঈশ্বরের প্রশংসা ক'রে ৩৮ বলতে লাগলেন,

'যিনি প্রভুর নামে আসছেন,
যিনি রাজা, তিনি ধন্য;
স্বর্গলোকে শান্তি! ঊর্ধ্বলোকে গৌরব!'

৩৯ ভিড়ের মধ্য থেকে কয়েকজন ফরিসি তাঁকে বললেন, 'গুরু, আপনার শিষ্যদের ধমক দিন।' ৪০ কিন্তু তিনি উত্তরে বললেন, 'আমি আপনাদের বলছি, এরা যদি চুপ করে থাকে, পাথরগুলোই চিৎকার করবে।'

যেরুসালেমের উপরে বিলাপ

৪১ যখন তিনি কাছে এলেন, তখন নগরী দেখে তার জন্য কাঁদলেন; ৪২ তিনি বলে উঠলেন, 'হায় তুমি, তুমিও যদি আজকের এই দিনে, যা শান্তিজনক তা বুঝতে পারতে! কিন্তু এখন সেইসব তোমার দৃষ্টি থেকে লুকনোই রয়েছে। ৪৩ কারণ তোমার উপর এমন দিনগুলো এসে পড়ছে, যখন তোমার শত্রুরা তোমাকে চারদিকে অবরোধের বেষ্টনীতে বেঁধে রাখবে, তোমাকে ঘিরে ফেলবে,

তোমাকে সব দিক দিয়ে চেপে রাখবে, [৪৪] এবং তোমাকে ও তোমার মধ্যে তোমার যত সন্তানকে
মাটিতে আছাড় মারবে, তোমার অন্তঃস্থলে পাথরের উপরে পাথর থাকতে দেবে না, কারণ তোমার
কাছে ঐশআগমনের সময়টা তুমি চিনলে না!'

মন্দির থেকে ব্যাপারীদের বিতাড়ন — মন্দিরে উপদেশ দান

[৪৫] পরে মন্দিরে প্রবেশ করে তিনি যত ব্যাপারীদের বের করে দিতে লাগলেন; [৪৬] তাদের
বললেন, 'লেখা আছে, *আমার গৃহ প্রার্থনা-গৃহ হবে,* কিন্তু তোমরা তা *দস্যুদের আস্তানা* করেছ।'

[৪৭] তিনি প্রতিদিন মন্দিরে উপদেশ দিতেন। প্রধান যাজকেরা ও শাস্ত্রীরা এবং জাতির প্রধান
নেতারাও তাঁকে ধ্বংস করতে চেষ্টা করতে লাগলেন, [৪৮] কিন্তু তা কীভাবে করতে পারেন, তা
জানতেন না, কেননা সমস্ত জনগণ তাঁর উপদেশ শুনে তাঁর প্রতি আসক্ত ছিল।

যীশুর অধিকার প্রসঙ্গ ও সেবিষয়ে একটা উপমা-কাহিনী

২০ একদিন তিনি মন্দিরে জনগণকে উপদেশ দিচ্ছেন ও শুভসংবাদ প্রচার করছেন, এমন সময়ে
প্রধান যাজকেরা ও শাস্ত্রীরা প্রবীণদের সঙ্গে এসে পড়লেন; [২] তাঁকে বললেন, 'আমাদের বলুন,
আপনি কোন্ অধিকারেই এই সমস্ত কিছু করছেন? কেইবা আপনাকে তেমন অধিকার দিয়েছে?' [৩]
উত্তরে তিনি তাঁদের বললেন, 'আমিও আপনাদের কাছে একটা প্রশ্ন রাখব; [৪] আমাকে বলুন:
যোহনের দীক্ষাস্নান স্বর্গ থেকে না মানুষ থেকে আসছিল?' [৫] তাঁরা নিজেদের মধ্যে এভাবে বলাবলি
করে বলছিলেন, 'যদি বলি স্বর্গ থেকে, তাহলে ইনি প্রতিবাদ করে বলবেন, তবে আপনারা তাঁকে
বিশ্বাস করেননি কেন? [৬] আর যদি বলি, মানুষ থেকে, তবে সমস্ত জনগণ আমাদের পাথর ছুড়ে
মারবে, কারণ তাদের দৃঢ় ধারণাই যে, যোহন নবী ছিলেন।' [৭] তাই তাঁরা এই বলে উত্তর দিলেন যে,
তাঁরা জানতেন না তা কোথা থেকে আসছিল। [৮] আর যীশু তাঁদের বললেন, 'তবে আমিও যে কোন্
অধিকারে এই সমস্ত কিছু করছি তা আপনাদের বলব না।'

[৯] পরে তিনি জনগণকে এই উপমা-কাহিনী শোনালেন: 'একজন লোক আঙুরখেত করে তা
কৃষকদের কাছে ইজারা দিয়ে বহুদিনের জন্য অন্য দেশে চলে গেলেন। [১০] উপযুক্ত সময়ে তিনি
কৃষকদের কাছে এক কর্মচারীকে প্রেরণ করলেন, তারা যেন আঙুরখেতের ফলের অংশ তাঁকে দেয়।
কিন্তু সেই কৃষকেরা তাকে মারধর করে খালি হাতেই বিদায় করে দিল। [১১] পরে তিনি আর এক
কর্মচারীকে পাঠালেন; তারা একেও মারধর করে ও অপমান করে খালি হাতেই বিদায় করে দিল।
[১২] পরে তিনি তৃতীয় একজনকে পাঠালেন; তারা একেও ক্ষতবিক্ষত করে বাইরে ফেলে দিল। [১৩]
তখন আঙুরখেতের প্রভু বললেন, আমি কী করব? আমার প্রিয়তম পুত্রকে পাঠাব; হয় তো তারা
তাঁকে সম্মান দেখাবে। [১৪] কিন্তু সেই কৃষকেরা তাঁকে দেখে নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগল:
এ উত্তরাধিকারী; এসো, আমরা একে হত্যা করি, তাহলে উত্তরাধিকার আমাদেরই হবে। [১৫] তাই
তারা তাঁকে আঙুরখেতের বাইরে ফেলে দিয়ে হত্যা করল। আচ্ছা, আঙুরখেতের প্রভু তাদের কি
করবেন? [১৬] তিনি নিজে এসে সেই কৃষকদের ধ্বংস করবেন ও সেই খেত অন্য লোকদের কাছে
দেবেন।' একথা শুনে তাঁরা বললেন, 'এমনটি না হোক!' [১৭] কিন্তু তিনি তাঁদের দিকে তাকিয়ে
বললেন, 'তবে শাস্ত্রের এই কথার কী হবে,

গৃহনির্মাতারা যে প্রস্তরটা প্রত্যাখ্যান করল,

তা তো হয়ে উঠেছে সংযোগপ্রস্তর?

[১৮] আর এই প্রস্তরের উপরে যে পড়বে, সে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে, আর এই প্রস্তর যার উপরে
পড়বে, সে চূর্ণবিচূর্ণ হবে।' [১৯] শাস্ত্রীরা ও প্রধান যাজকেরা সেই ক্ষণেই যীশুকে গ্রেপ্তার করতে
চাইলেন কারণ বুঝেছিলেন যে, তিনি তাঁদেরই লক্ষ করে সেই উপমা-কাহিনী বলেছিলেন, কিন্তু
জনগণের জন্য ভয় পেলেন।

সীজারকে কর দান

[২০] তখন তীক্ষ্ণ নজর রেখে তাঁরা গুপ্ত অভিপ্রায়ে কয়েকজনকে পাঠিয়ে দিলেন যারা ধার্মিক মানুষ
সেজে তাঁকে তাঁর নিজের কথার ফাঁদে ধরতে পারেন, যেন তাঁরা প্রদেশপালের প্রশাসন ও কর্তৃত্বের
হাতে তাঁকে তুলে দিতে পারেন। [২১] সেই লোকেরা তাঁর কাছে এই প্রশ্ন রাখল, 'গুরু, আমরা জানি,
আপনি যথার্থ কথা বলেন ও শিক্ষা দেন, এবং কারও চেহারার দিকে তাকান না, কিন্তু সত্য
অনুসারে ঈশ্বরের পথ সম্বন্ধে শিক্ষা দেন। [২২] সীজারকে কর দেওয়া আমাদের বিধেয় না কি?' [২৩]
কিন্তু তাদের শঠতা সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন বিধায় তিনি বললেন, [২৪] 'আমাকে একটা রুপোর টাকা
দেখাও; এই টাকার উপরে কার্ প্রতিকৃতি ও কার্ নাম রয়েছে?' তারা বলল, 'সীজারের।' [২৫] আর
তিনি তাদের বললেন, 'তবে সীজারের যা, তা সীজারকে দাও, আর ঈশ্বরের যা, তা ঈশ্বরকে
দাও।' [২৬] তাই তারা জনগণের সামনে তাঁর কথার মধ্যে দোষ ধরার মত কিছুই পেতে পারল না, ও
তাঁর উত্তরে আশ্চর্য হয়ে চুপ করে রইল।

মৃতদের পুনরুত্থান

[২৭] কয়েকজন সাদুকি তাঁর কাছে এগিয়ে এলেন—তাঁদের মতে পুনরুত্থান নেই। [২৮] তাঁরা তাঁর
কাছে এই প্রশ্ন রাখলেন, 'গুরু, মোশী আমাদের জন্য লিখেছেন, *কারও ভাই যদি স্ত্রী রেখে নিঃসন্তান
হয়ে মরে, তবে তার ভাই সেই স্ত্রীকে গ্রহণ করে নিজের ভাইয়ের জন্য বংশ উৎপন্ন করবে।* [২৯]
আচ্ছা, সাত ভাই ছিল: বড় ভাই একটি স্ত্রী নিল, এবং সন্তান না রেখে মারা গেল। [৩০] পরে দ্বিতীয়
[৩১] ও তৃতীয় ভাই সেই স্ত্রীকে নিল; এভাবে সাত ভাই কোন সন্তান না রেখে মরল; [৩২] শেষে সেই
স্ত্রীও মারা গেল। [৩৩] তাই পুনরুত্থানের সময়ে তাদের মধ্যে সে কার্ স্ত্রী হবে? তারা সাতজনেই তো
তাকে বিবাহ করেছিল।'

[৩৪] যীশু তাঁদের বললেন, 'এই সংসারের মানুষেরা বিবাহও করে, আবার তাদের বিবাহ দেওয়া
হয়। [৩৫] কিন্তু যারা সেই পরলোকের যোগ্য ও মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থানেরও যোগ্য বলে গণ্য
হয়েছে, তারা বিবাহও করে না, তাদের বিবাহও দেওয়া হয় না। [৩৬] তাদের আর মৃত্যু হতে পারে
না, কেননা তারা দূতদের মত, এবং পুনরুত্থানের সন্তান হওয়ায় তারা ঈশ্বরের সন্তান। [৩৭] আরও,
মৃতেরা যে পুনরুত্থান করে, তা মোশীও ঝোপের কাহিনীতে দেখিয়েছিলেন; কারণ তিনি প্রভুকে
আব্রাহামের ঈশ্বর, ইসায়াকের ঈশ্বর ও যাকোবের ঈশ্বর বলে ডাকেন: [৩৮] ঈশ্বর তো মৃতদের ঈশ্বর
নন, জীবিতদেরই ঈশ্বর; কেননা তাঁর কাছে সকলেই জীবিত।' [৩৯] তখন কয়েকজন শাস্ত্রী বললেন,
'গুরু, আপনি ঠিক বলেছেন।' [৪০] এরপরে তাঁর কাছে কোন প্রশ্ন রাখার সাহস আর কারও হল না।

শাস্ত্র সম্বন্ধে যীশুর একটা উক্তি

শাস্ত্রীদের বিষয়ে সাবধান বাণী

৪১ পরে তিনি তাঁদের বললেন, 'লোকে কেমন করে খ্রীষ্টকে দাউদের সন্তান বলে ডাকতে পারে?
৪২ দাউদ নিজেই তো সামসঙ্গীত-পুস্তকে বলেন,

প্রভু আমার প্রভুকে বললেন,
আমার ডান পাশে আসন গ্রহণ কর,
৪৩ *যতক্ষণ না তোমার শত্রুদের*
আমি করি তোমার পাদপীঠ।

৪৪ অতএব দাউদ যখন তাঁকে প্রভু বলেন, তখন নিজে কীভাবেই বা তাঁর সন্তান হতে পারেন?' ৪৫
পরে, যখন সমস্ত জনগণ শুনছিল, তখন তিনি নিজের শিষ্যদের উদ্দেশ করে বললেন, ৪৬ 'শাস্ত্রীদের
বিষয়ে সাবধান: তাঁরা লম্বা লম্বা পোশাকে ঘুরে বেড়াতে পছন্দ করেন, এবং হাটে-বাজারে শ্রদ্ধাপূর্ণ
অভিবাদন, সমাজগৃহে প্রধান আসন ও ভোজসভায় প্রধান স্থান পেতে ভালবাসেন। ৪৭ তাঁরা
বিধবাদের বিষয়-সম্পত্তি গ্রাস করেন, আর ভান করে লম্বা লম্বা প্রার্থনা করেন—এঁরা বিচারে
গুরুতর শাস্তি পাবেন।'

দরিদ্র বিধবার অর্থদান

২১ তিনি চোখ তুলে দেখলেন, ধনীরা কোষাগারের বাক্সে তাদের প্রণামী দিয়ে যাচ্ছিল। ২ এবং
দেখলেন, একটি গরিব বিধবা সেই বাক্সে দু'টো ক্ষুদ্র মুদ্রা দিচ্ছে। ৩ তখন তিনি বললেন, 'আমি
তোমাদের সত্যি বলছি, সকলের চেয়ে এই গরিব বিধবাই বেশি দিল; ৪ কেননা এরা সকলে
প্রণামীর বাক্সে নিজ নিজ বাড়তি ধন থেকে কিছু কিছু দিয়েছে, কিন্তু সে নিজের চরম দরিদ্রতায় তার
যা কিছু ছিল, তার জীবন সর্বস্বই দিয়ে দিল।'

মানবপুত্রের পুনরাগমন ও তার নানা লক্ষণ

৫ আর যখন কেউ কেউ মন্দিরের বিষয়ে বলছিল, ওটা কেমন সুন্দর সুন্দর পাথরে ও
মানত-দেওয়া নানা জিনিসে সাজানো, তখন তিনি বললেন, ৬ 'তোমরা এই যে সমস্ত কিছু দেখছ,
এমন সময় আসছে, যখন এর একখানি পাথর অন্য পাথরের উপরে থাকবে না—সবই ভূমিসাৎ
হবে।' ৭ তাঁরা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'গুরু, তবে এই সমস্ত ঘটনা কবে ঘটবে? আর এই সবকিছু
যে ঘটতে যাচ্ছে তার লক্ষণ কী?'

৮ তিনি বললেন, 'দেখ, কারও কথায় ভুলো না! কেননা আমার নাম নিয়ে অনেকে এসে বলবে,
আমিই সে-ই, এবং, সময় কাছে এসে গেছে; তোমরা তাদের পিছনে যেয়ো না। ৯ আর যখন নানা
যুদ্ধের ও গোলমালের কথা শুনবে, তখন আতঙ্কিত হয়ো না; কেননা আগে এই সমস্ত অবশ্যই
ঘটবে, কিন্তু তখনই তা শেষ নয়।' ১০ পরে তিনি তাঁদের বললেন, 'জাতির বিরুদ্ধে জাতি ও
রাজ্যের বিরুদ্ধে রাজ্য উঠবে; ১১ ভীষণ ভূমিকম্প ও নানা জায়গায় দুর্ভিক্ষ ও মহামারী দেখা দেবে;
এবং আকাশ থেকে নানা ভয়ঙ্কর দৃশ্য ও মহা চিহ্নও দেখা দেবে।

১২ কিন্তু এসবকিছুর আগে লোকে তোমাদের গ্রেপ্তার করবে, নির্যাতন করবে, সমাজগৃহে ও

কারাগারে তুলে দেবে; আমার নামের জন্য শাসনকর্তা ও রাজাদের সামনে তোমাদের টেনে নেওয়া
হবে; ১৩ এর ফলে তোমরা সাক্ষ্য দান করতে সুযোগ পেয়ে যাবে। ১৪ তাই মনে মনে এই সঙ্কল্প নাও
যে, নিজেদের পক্ষসমর্থনে কী বলতে হবে, তার জন্য আগে থেকে চিন্তা করতে হবে না; ১৫ কেননা
আমি তোমাদের এমন মুখ ও প্রজ্ঞা দেব যে, তোমাদের বিপক্ষেরা কেউই প্রতিরোধ করতে পারবে
না, উল্ট যুক্তিও দেখাতে পারবে না। ১৬ তখন তোমাদের পিতামাতা, ভাইয়েরা, আত্মীয়স্বজন ও
বন্ধুরা নিজেরাই তোমাদের তুলে দেবে, ও তোমাদের কয়েকজনকে মৃত্যুর হাতেও তুলে দেবে; ১৭
এবং আমার নামের জন্য তোমরা হবে সকলের ঘৃণার পাত্র; ১৮ কিন্তু তোমাদের মাথার একগাছি
চুলও নষ্ট হবে না। ১৯ তোমাদের [ধর্ম]নিষ্ঠাই তোমাদের প্রাণ রক্ষা করবে!

২০ কিন্তু যখন তোমরা দেখবে, সৈন্যদল যেরুসালেম ঘিরে ফেলেছে, তখন জানবে যে, তার ধ্বংস
কাছে এসে গেছে। ২১ তখন যারা যুদেয়ায় থাকে, তারা পার্বত্য অঞ্চলে পালিয়ে যাক; যারা শহরের
মধ্যে থাকে, তারা বাইরে যাক; যারা গ্রামাঞ্চলে থাকে, তারা শহরে প্রবেশ না করুক। ২২ কেননা
সেই দিনগুলো হবে প্রতিশোধের দিন, যা কিছু লেখা হয়েছে, তা যেন পূর্ণ হতে পারে। ২৩ হায় সেই
মায়েরা, যারা সেই দিনগুলিতে গর্ভবতী ও যাদের বুকে দুধের শিশু থাকবে! কেননা দেশ জুড়ে চরম
দুর্দশা দেখা দেবে, এবং এই জাতির উপরে ক্রোধ নেমে আসবে। ২৪ লোকেরা খড়্গের আঘাতে
পড়বে, এবং সকল জাতির মধ্যে তাদের বন্দি করে নিয়ে যাওয়া হবে: বিজাতীয়দের সময় পূর্ণ না
হওয়া পর্যন্ত যেরুসালেম বিজাতীয়দের পায়ের নিচে পদদলিত হবে।

২৫ তখন সূর্যে, চাঁদে ও আকাশের তারায় নানা চিহ্ন দেখা দেবে, এবং পৃথিবী জুড়ে জাতিগুলো
দুঃখক্লিষ্ট হবে, সমুদ্র ও তরঙ্গের গর্জনে উদ্বিগ্ন হবে। ২৬ লোকে ভয়ে, ও বিশ্বজগতে যা যা ঘটবে
তার আশঙ্কায় ম্রিয়মাণ হয়ে যাবে; কেননা *নভোমণ্ডলের পরাক্রমগুলো আলোড়িত হবে।* ২৭ আর
তখন তারা দেখতে পাবে, *মানবপুত্র সপরাক্রমে ও মহাগৌরবে মেঘবাহনে আসছেন।* ২৮ কিন্তু এই
সকল ঘটনা শুরু হলে তোমরা সোজা হয়ে দাঁড়াও, মাথা উচ্চ কর, কেননা তোমাদের মুক্তি কাছে
এসে গেছে।'

২৯ তখন তিনি তাদের একটা উপমা-কাহিনী শোনালেন, 'ডুমুরগাছ ও অন্য যত গাছ দেখ! ৩০
যখন সেগুলোতে নতুন পাতা গজায়, তখন তা দেখে তোমরা নিজেরাই বুঝতে পার, গ্রীষ্মকাল
এবার কাছে এসে গেছে; ৩১ তেমনি তোমরা ওই সকল ঘটনা দেখলেই বুঝবে, ঈশ্বরের রাজ্য কাছে
এসে গেছে। ৩২ আমি তোমাদের সত্যি বলছি, এসব কিছু সিদ্ধিলাভ না করা পর্যন্ত এই প্রজন্ম লোপ
পাবে না। ৩৩ আকাশ ও পৃথিবী লোপ পাবে, কিন্তু আমার কোন বাণী লোপ পাবে না।

৩৪ কিন্তু নিজেদের সম্বন্ধে সাবধান থাক, যেন তোমাদের হৃদয় ভোজনে অমিতাচারে ও
মাতলামিতে এবং জীবনের চিন্তা-ভাবনায় স্থূল হয়ে না পড়ে; আবার যেন সেই দিনটা হঠাৎ ফাঁদের
মত তোমাদের উপরে না এসে পড়ে; ৩৫ কেননা সেই দিনটা সারা পৃথিবীর সকল মানুষের উপরে
নেমে আসবে। ৩৬ তোমরা জেগে থাক, সবসময় মিনতি জানাও, যেন যা শীঘ্রই ঘটবার কথা তা
এড়াবার, ও মানবপুত্রের সামনে দাঁড়াবার শক্তি পেতে পার।'

৩৭ তিনি মন্দিরে উপদেশ দিয়ে দিন কাটাতেন; পরে বের হয়ে জৈতুন নামে পরিচিত পর্বতে গিয়ে
রাত যাপন করতেন। ৩৮ সমস্ত জনগণ ভোরে উঠে তাঁর কথা শুনবার জন্য মন্দিরে তাঁর কাছে
আসত।

যীশুর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র

২২ সেসময় খামিরবিহীন রুটি পর্ব, যাকে পাস্কা বলে, কাছে এসে যাচ্ছিল, ২ আর প্রধান যাজকেরা
ও শাস্ত্রীরা কীভাবে তাঁকে মেরে ফেলা যায় তেমন পথ খোঁজ করছিলেন, কেননা তাঁরা জনগণকে
ভয় করছিলেন। ৩ তখন শয়তান ইস্কারিয়োৎ নামে সেই যুদারই অন্তরে প্রবেশ করল, যিনি সেই
বারোজনের একজন ছিলেন। ৪ তিনি প্রধান যাজকদের ও মন্দির-রক্ষীদের অধিনায়কদের সঙ্গে
এবিষয়ে কথা বলতে গেলেন, কীভাবে তাঁকে তাঁদের হাতে তুলে দিতে পারেন। ৫ তাঁরা আনন্দিত
হলেন, এবং তাঁকে টাকা দেবেন বলে সম্মত হলেন। ৬ তিনি রাজি হলেন, এবং লোকদের অগোচরে
তাঁকে তাঁদের হাতে তুলে দেবার জন্য সুযোগ খুঁজতে লাগলেন।

নতুন পাস্কাভোজ

৭ সেই খামিরবিহীন রুটি পর্বদিন এল, যেদিন পাস্কা-মেষশাবক বলি দেওয়ার নিয়ম ছিল। ৮ তখন
তিনি এই বলে পিতর ও যোহনকে পাঠালেন, 'তোমরা গিয়ে আমাদের জন্য পাস্কাভোজের ব্যবস্থা
কর।' ৯ তাঁরা জিজ্ঞাসা করলেন, 'কোথায় ব্যবস্থা করব? আপনার ইচ্ছা কী?' ১০ তিনি তাঁদের
বললেন, 'দেখ, তোমরা শহরে প্রবেশ করলে এমন একজন লোক তোমাদের সামনে পড়বে, যে
এক কলসি জল বয়ে নিয়ে আসছে; সে যে বাড়িতে প্রবেশ করবে, তোমরা সেখানে তার অনুসরণ
কর; ১১ এবং সেই বাড়ির মালিককে বল, গুরু আপনাকে বলছেন, আমি যেখানে আমার শিষ্যদের
সঙ্গে পাস্কাভোজ পালন করব, সেই ঘর কোথায়? ১২ তখন সেই লোক উপরতলায় একটা বড়
সাজানো ঘর তোমাদের দেখিয়ে দেবে; তোমরা সেইখানে ব্যবস্থা কর।' ১৩ তাঁরা গিয়ে তাঁর কথামত
সবকিছু পেলেন, ও পাস্কাভোজের ব্যবস্থা করলেন।

১৪ পরে, সময় এলে, তিনি ভোজে আসন নিলেন, এবং প্রেরিতদূতেরা তাঁর সঙ্গে। ১৫ তখন তিনি
তাঁদের বললেন, 'আমি একান্তই বাসনা করেছি, আমার যন্ত্রণাভোগের আগে তোমাদের সঙ্গে এই
পাস্কাভোজে বসব; ১৬ কেননা আমি তোমাদের বলছি, যতদিন না এই ভোজ ঈশ্বরের রাজ্যে পূর্ণতা
লাভ করে, ততদিন আমি এই ভোজে আর বসব না।' ১৭ তারপর তিনি একটা পানপাত্র গ্রহণ করে
ধন্যবাদ-স্তুতি উচ্চারণ করে বললেন, 'এ গ্রহণ করে নাও, নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নাও; ১৮
কেননা আমি তোমাদের বলছি, এখন থেকে, যতদিন না ঈশ্বরের রাজ্যের আগমন হয়, ততদিন
আমি আঙুরফলের রস আর পান করব না।'

১৯ পরে তিনি একখানা রুটি গ্রহণ করে নিয়ে ধন্যবাদ-স্তুতি উচ্চারণ করে তা ছিঁড়ে এই বলে
তাঁদের দিলেন, 'এ আমার দেহ, যা তোমাদের জন্য নিবেদিত; তোমরা আমার স্মরণার্থে তেমনটি
কর।' ২০ ভোজনের শেষে তিনি তেমনটি করেই পানপাত্রটি তাঁদের দিয়ে বললেন, 'এই পানপাত্র
আমার রক্তে স্থাপিত নবসন্ধি, যে রক্ত তোমাদের জন্য পাতিত।

২১ কিন্তু দেখ, যে আমার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করছে, আমার সঙ্গে টেবিলের উপরে তার হাত
রয়েছে। ২২ কেননা যেমন নিরূপিত হয়েছে, সেই অনুসারে মানবপুত্র চলেই যাচ্ছেন, কিন্তু ধিক্ সেই
মানুষকে, যার দ্বারা মানবপুত্রের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়।' ২৩ তখন তাঁরা একে অপরকে
জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন, তাঁদের মধ্যে কেইবা একাজ করবেন।

বিদায় উপদেশ

২৪ তাঁদের মধ্যে এই তর্কও উঠল যে, তাঁদের মধ্যে কে সবচেয়ে বড় বলে গণ্য হবার যোগ্য। ২৫
কিন্তু তিনি তাঁদের বললেন, 'জাতিগুলোর রাজারাই তাদের উপরে প্রভুত্ব করে, এবং তাদের
শাসকেরাই "উপকর্তা" বলে নিজেদের অভিহিত করায়। ২৬ কিন্তু তোমরা সেরকম হয়ো না; বরং
তোমাদের মধ্যে যে জ্যেষ্ঠ, সে কনিষ্ঠেরই মত হোক; এবং যে প্রধান, সে এমন একজনেরই মত
হোক যে সেবাই করে। ২৭ কারণ, কে বড়? যে ভোজে বসে, না যে সেবা করে? যে ভোজে বসে,
সে-ই কি নয়? অথচ আমি তোমাদের মধ্যে এমন একজনেরই মত উপস্থিত, যে সেবাই করে।
২৮ আমার সকল পরীক্ষার মধ্যে তোমরাই তো বরাবর আমার সঙ্গে সঙ্গে রয়েছ; ২৯ আর আমার
পিতা যেমন আমার জন্য রাজ্যের ব্যবস্থা করেছেন, আমিও তেমনি তোমাদের জন্য রাজ্যের ব্যবস্থা
করছি, ৩০ যেন তোমরা আমার রাজ্যে আমার সঙ্গে বসে খাওয়া-দাওয়া করতে পার; আর তোমরা
সিংহাসনে বসে ইস্রায়েলের বারোটা গোষ্ঠীর বিচার করবে।'
৩১ প্রভু আরো বললেন, 'সিমোন, সিমোন, দেখ, গমের মত তোমাদের চেলে নেবার জন্য শয়তান
তোমাদের সন্ধান করেছে; ৩২ কিন্তু আমি তোমার জন্য মিনতি করেছি, যেন তোমার বিশ্বাস লোপ না
পায়; এবং তুমিও যখন আবার ফিরবে, তখন যেন তোমার ভাইদের সুস্থির কর।' ৩৩ তিনি তাঁকে
বললেন, 'প্রভু, আপনার সঙ্গে আমি কারাগারে যেতে ও মরতেও প্রস্তুত আছি।' ৩৪ তিনি বললেন,
'পিতর, আমি তোমাকে বলছি, তুমি যে আমাকে চেন, একথা তুমি তিনবার অস্বীকার না করার
আগে আজ মোরগ ডাকবে না।'
৩৫ তিনি তাঁদের বললেন, 'আমি যখন থলি, ঝুড়ি ও জুতো ছাড়া তোমাদের প্রেরণ করেছিলাম,
তখন তোমাদের কি কোন কিছুর অভাব হয়েছিল?' তাঁরা বললেন, 'না, কিছুরই নয়।' ৩৬ তিনি
তাঁদের বললেন, 'এখন কিন্তু যার থলি আছে, সে তা সঙ্গে নিক, তেমনি ঝুলিও সঙ্গে নিক; এবং
যার খড়্গ নেই, সে নিজের চাদর বিক্রি করে একটা কিনে নিক। ৩৭ কেননা আমি তোমাদের বলছি,
শাস্ত্রের এই যে বচন আছে, *তাঁকে অপকর্মাদের সঙ্গে গণ্য করা হল*, তা আমাতেই পূর্ণ হতে হবে।
হ্যাঁ, আমার সম্বন্ধে যা লেখা হয়েছে, তা পূর্ণতা লাভ করছে।' ৩৮ তাঁরা বললেন, 'প্রভু, এই যে,
দু'টো খড়্গ।' তিনি তাঁদের বললেন, 'আর নয়!'

জৈতুন পর্বতে যীশু

৩৯ পরে তিনি বেরিয়ে গিয়ে অভ্যাসমত জৈতুন পর্বতে গেলেন; শিষ্যেরাও তাঁর অনুসরণ
করলেন। ৪০ সেখানে গিয়ে পৌঁছে তিনি তাঁদের বললেন, 'তোমরা প্রার্থনা কর, যেন তোমাদের
পরীক্ষার সম্মুখীন না হতে হয়।' ৪১ পরে তিনি তাঁদের কাছ থেকে খানিকটা এগিয়ে গেলেন—একটা
পাথর ছুড়লে যতদূর যায়, মোটামুটি তত দূরে—এবং হাঁটু পেতে এই বলে প্রার্থনা করলেন, ৪২
'পিতা, তুমি ইচ্ছা করলে, আমা থেকে এই পানপাত্র দূর করে দাও, কিন্তু আমার ইচ্ছা নয়, তোমার
ইচ্ছাই পূর্ণ হোক।' ৪৩ তখন স্বর্গ থেকে এক দূত তাঁকে শক্তি যোগাবার জন্য তাঁকে দেখা দিলেন। ৪৪
মর্মযন্ত্রণায় আক্রান্ত হয়ে তিনি আরও একাগ্রতর ভাবে প্রার্থনা করতে লাগলেন; তাঁর ঘাম যেন বড়
বড় রক্তের ফোঁটা হয়ে মাটিতে পড়তে লাগল। ৪৫ প্রার্থনা শেষে তিনি উঠে শিষ্যদের কাছে গিয়ে
দেখলেন, তাঁরা দুঃখের জন্য ঘুমিয়ে পড়েছেন; ৪৬ তাঁদের বললেন, 'কেন ঘুমাচ্ছ? ওঠ, প্রার্থনা কর,

যেন তোমাদের পরীক্ষার সম্মুখীন না হতে হয়।'

যীশুকে গ্রেপ্তার

৪৭ তিনি তখনও কথা বলছেন, সেসময়ে বহু লোক হঠাৎ উপস্থিত; এবং যাঁর নাম যুদা, সেই
বারোজনের একজন, সে তাদের আগে আগে এগিয়ে আসছেন; তিনি যীশুকে চুম্বন করার জন্য তাঁর
কাছে এলেন। ৪৮ যীশু তাঁকে বললেন, 'যুদা, চুম্বন দিয়েই কি মানবপুত্রের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা
করছ?' ৪৯ কি কি ঘটতে যাচ্ছে দেখে তাঁর সঙ্গীরা বললেন, 'প্রভু, খড়্গের আঘাতে মারব?' ৫০ আর
তাঁদের একজন মহাযাজকের দাসকে আঘাত করে তার ডান কান কেটে ফেললেন। ৫১ কিন্তু যীশু
বললেন, 'আর নয়! যা ঘটবার ঘটুক।' পরে তিনি তার কান স্পর্শ করে তাকে সুস্থ করলেন। ৫২
তারপর যে যে প্রধান যাজকেরা, মন্দির-রক্ষীদের যে যে অধিনায়ক ও যে যে প্রবীণেরা তাঁর জন্য
এসেছিলেন, যীশু তাঁদের বললেন, 'আপনারা কি ঠিক যেন একটা দস্যুরই বিরুদ্ধে খড়্গ ও লাঠি
নিয়ে বেরিয়েছেন? ৫৩ আমি যখন প্রতিদিন মন্দিরে আপনাদের সঙ্গে ছিলাম, তখন আমার বিরুদ্ধে
হাত বাড়াননি; কিন্তু এ আপনাদেরই ক্ষণ; এ অন্ধকারের অধিকার!'

৫৪ যীশুকে ধরে তাঁরা তাঁকে মহাযাজকের বাড়িতে নিয়ে গেলেন। পিতর দূরে থেকে অনুসরণ
করলেন। ৫৫ প্রাঙ্গণের মধ্যে আগুন জ্বালিয়ে লোকজনেরা একত্র হয়ে বসলে পিতরও তাদের মধ্যে
বসলেন। ৫৬ তাঁকে সেই আলোর কাছে বসে থাকতে দেখে এক দাসী তাঁর দিকে চোখ নিবদ্ধ রেখে
বলল, 'এ লোকটাও ওর সঙ্গে ছিল।' ৫৭ কিন্তু তিনি অস্বীকার করে বললেন, 'না, মেয়ে; আমি তাকে
চিনি না।' ৫৮ কিছুক্ষণ পরে আর একজন তাঁকে দেখে বলল, 'তুমিও তাদের একজন।' কিন্তু পিতর
বললেন, 'মানুষ, আমি নই।' ৫৯ ঘণ্টাখানেক পরে আর একজন জোর দিয়ে বলল, 'এ লোকটাও
নিশ্চয়ই তার সঙ্গে ছিল, কারণ এ গালিলেয়ার লোক।' ৬০ পিতর বললেন, 'মানুষ, তুমি কি বলছ,
তা আমি বুঝতে পারি না।' আর ঠিক সেই মুহূর্তেই, তিনি কথা বলতে বলতেই, মোরগ ডেকে উঠল
৬১ এবং প্রভু মুখ ফিরিয়ে পিতরের দিকে তাকালেন; এতে এই যে কথা প্রভু তাঁকে বলেছিলেন,
'আজ মোরগ ডাকবার আগে তুমি তিনবার আমাকে অস্বীকার করবে', তা পিতরের মনে পড়ল; ৬২
এবং বাইরে গিয়ে মনের তিক্ততায় কেঁদে ফেললেন।

৬৩ যারা যীশুকে পাহারা দিচ্ছিল, তারা সেই সময়ে তাঁকে বিদ্রূপ ও মারধর করছিল। ৬৪ তাঁর চোখ
বেঁধে জিজ্ঞাসা করছিল, 'দিব্যজ্ঞান দেখাও দেখি, কে তোমাকে মারল?' ৬৫ আর তারা তাঁর বিরুদ্ধে
আরও অনেক অপমানজনক কথা বলতে লাগল।

যীশুকে বিচার

৬৬ সকাল হলেই জাতির প্রবীণবর্গ, প্রধান যাজকেরা ও শাস্ত্রীরা সভায় সমবেত হলেন, এবং
নিজেদের বিচারসভার মধ্যে তাঁকে আনলেন; ৬৭ তাঁকে বললেন, 'তুমি যদি সেই খ্রীষ্ট হও, তবে
আমাদের বল।' তিনি তাঁদের বললেন, 'আমি আপনাদের বললে আপনারা বিশ্বাস করবেন না; ৬৮
আর আপনাদের প্রশ্ন করলে উত্তর দেবেন না; ৬৯ কিন্তু এখন থেকে *মানবপুত্র ঈশ্বরের পরাক্রমের
ডান পাশে সমাসীন* থাকবেন।' ৭০ তাঁরা সকলে বললেন, 'তবে তুমি কি ঈশ্বরের পুত্র?' তিনি
তাঁদের বললেন, 'আপনারাই তো বলছেন: আমি আছি।' ৭১ তখন তাঁরা বললেন, 'সাক্ষীতে

আমাদের আর কী দরকার? আমরা নিজেরাই তো এর মুখ থেকে কথাটা শুনলাম।'

২৩ তখন তাঁরা সকলে উঠে তাঁকে পিলাতের কাছে নিয়ে গেলেন। ২ তাঁরা তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ
তুলে বলতে লাগলেন, 'আমরা দেখতে পেলাম, এ লোকটা আমাদের জনগণকে বিপ্লব করতে
উসকানি দেয়, সীজারের রাজস্ব দিতে বাধা দেয়, আর বলে যে, আমিই খ্রীষ্টরাজ।' ৩ পিলাত তাঁর
কাছে এই প্রশ্ন রাখলেন, 'তুমি কি ইহুদীদের রাজা?' উত্তরে তিনি তাঁকে বললেন, 'আপনি নিজেই
কথাটা বললেন।' ৪ তখন পিলাত প্রধান যাজকদের ও সমবেত লোকদের বললেন, 'আমি এর
বিরুদ্ধে দণ্ডনীয় কিছুই খুঁজে পাচ্ছি না।' ৫ তাঁরা কিন্তু আরও জোর দিয়ে বলতে লাগলেন, 'এই
লোকটা সমগ্র যুদেয়ায় এবং গালিলেয়া থেকে শুরু করে এখান পর্যন্ত তার শিক্ষা দিয়ে জনগণকে
উত্তেজিত করে।' ৬ একথা শুনে পিলাত জিজ্ঞাসা করলেন, লোকটি গালিলেয় কিনা; ৭ আর যখন
জানতে পারলেন, ইনি হেরোদের অধিকারের মানুষ, তখন তাঁকে হেরোদের কাছে পাঠিয়ে দিলেন,
কেননা সেসময়ে তিনিও যেরুসালেমে ছিলেন।

৮ যীশুকে দেখে হেরোদ খুবই আনন্দিত হলেন; তিনি তাঁর সম্বন্ধে বেশ কিছু শুনেছিলেন বিধায়
অনেক দিন থেকে তাঁকে দেখতে ইচ্ছা করছিলেন, এবং আশা রাখছিলেন, তাঁর সাধিত কোন একটা
চিহ্নকর্ম দেখতে পাবেন। ৯ তিনি তাঁকে অনেক বিষয় জিজ্ঞাসাবাদ করলেন, কিন্তু যীশু তাঁকে কোন
উত্তর দিলেন না। ১০ এদিকে প্রধান যাজকেরা ও শাস্ত্রীরা পাশে দাঁড়িয়ে তাঁর বিরুদ্ধে জোর অভিযোগ
আনছিলেন। ১১ তখন হেরোদ ও তাঁর সঙ্গে তাঁর সৈন্যেরাও তাঁকে ঠাট্টা করলেন ও বিদ্রূপ করলেন,
এবং জমকালো পোশাক পরিয়ে তিনি তাঁকে পিলাতের কাছে ফেরত পাঠালেন। ১২ সেদিন হেরোদ
ও পিলাত বন্ধু হয়ে উঠলেন; বস্তুত তাঁদের মধ্যে আগে শত্রুতাই ছিল।

১৩ পরে পিলাত প্রধান যাজকদের, সমাজনেতাদের ও জনসাধারণকে একত্রে ডাকিয়ে ১৪ তাঁদের
উদ্দেশ করে বললেন, 'তোমরা এই লোকটাকে আমার কাছে এই বলে এনেছ যে, এ লোকদের
বিদ্রোহের উসকানি দেয়; আর দেখ, আমি তোমাদের সামনে তদন্ত করলেও তোমরা এর বিরুদ্ধে
যে সকল অভিযোগ এনেছ, তার মধ্যে এই মানুষের বিরুদ্ধে দণ্ডনীয় কিছুই খুঁজে পেলাম না। ১৫
হেরোদও পাননি, যেহেতু একে আমাদের কাছে ফেরত পাঠিয়েছেন। দেখ, এ লোকটা প্রাণদণ্ডের
যোগ্য কিছুই করেনি। ১৬ সুতরাং আমি একে শাস্তি দিয়ে মুক্ত করে দেব।' [১৭] ১৮ কিন্তু তারা সকলে
এককণ্ঠে চিৎকার করে বলল, 'একে দূর কর! আমাদের জন্য বারাব্বাসকে মুক্ত করে দাও।' ১৯
একসময় শহরে একটা বিদ্রোহ ঘটেছিল; তেমন ঘটনার জন্য ও নরহত্যার জন্যই লোকটা
কারারুদ্ধ হয়েছিল।

২০ পিলাত যীশুকে মুক্ত করে দেবার ইচ্ছায় আবার তাদের উদ্দেশ করে কথা বললেন; ২১ কিন্তু
তারা চিৎকার করে বলল, 'ক্রুশে দাও, ওকে ক্রুশে দাও।' ২২ তিনি তৃতীয়বারের মত তাদের
বললেন, 'কেন? এ কী অপরাধ করেছে? এর মধ্যে আমি প্রাণদণ্ড দেওয়ার মত কোন দোষই
পাইনি; তাই একে কঠোর শাস্তি দিয়ে মুক্ত করে দেব।' ২৩ কিন্তু তারা জোর গলায় চিৎকার করতে
করতে দাবি জানাতে থাকল, যেন তাঁকে ক্রুশে দেওয়া হয়; আর তাদের সেই চিৎকারই জয়ী হল!
২৪ তখন পিলাত রায় দিলেন: তাদের দাবি মেনে নেওয়া হবে। ২৫ বিদ্রোহ ও নরহত্যার জন্য
কারারুদ্ধ সেই যে লোকটাকে তারা চাইল, তিনি তাকে মুক্ত করে দিলেন, এবং যীশুকে তাদের
ইচ্ছার হাতে তুলে দিলেন।

গলগথার পথে যীশু

২৬ তারা যখন তাঁকে নিয়ে যাচ্ছিল, তখন সিমোন নামে সাইরিনির একজন লোক খোলা মাঠ
থেকে আসছিল; তারা তাকে ধরে তার কাঁধে ক্রুশটা চাপিয়ে দিল, যেন সে যীশুর পিছু পিছু তা বয়ে
নিয়ে যায়। ২৭ বহু লোক তাঁর পিছনে চলছিল, এবং বহু স্ত্রীলোকও ছিল যারা তাঁর জন্য হাহাকার ও
বিলাপ করছিল। ২৮ কিন্তু যীশু তাদের দিকে ফিরে বললেন, 'যেরুসালেমের কন্যারা, আমার জন্য
কেঁদো না, নিজেদের ও নিজ নিজ ছেলেদের জন্যই বরং কাঁদ। ২৯ কেননা দেখ, এমন দিনগুলো
আসছে, যখন লোকে বলবে, সুখী সেই নারীরা, যারা বন্ধ্যা, যাদের গর্ভ কখনও প্রসব করেনি,
যাদের বুক কখনও দুধ দেয়নি। ৩০ তখন লোকে পর্বতগুলোকে বলতে শুরু করবে, *আমাদের উপরে
পড়; এবং উপপর্বতগুলোকে বলবে, আমাদের ঢেকে ফেল!* ৩১ কারণ সজীব গাছের যদি অমন দশা
হয়, তাহলে শুকনা গাছের কি না দশা হবে!' ৩২ একই সময়ে, নিহত হবার জন্য, আরও দু'জন
অপকর্মাকেও তাঁর সঙ্গে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল।

যীশুকে ক্রুশারোপণ,
তাঁর মৃত্যু ও সমাধিদান

৩৩ খুলিতলা বলে অভিহিত স্থানে এসে পৌঁছে তারা সেখানে তাঁকে ও সেই দু'জন অপকর্মাকেও
ক্রুশে দিল, একজনকে তাঁর ডান পাশে, আর একজনকে বাঁ পাশে। ৩৪ যীশু বললেন, 'পিতা, এদের
ক্ষমা কর, কেননা এরা কি করছে, তা জানে না।' পরে *তারা তাঁর জামাকাপড় নিজেদের মধ্যে ভাগ
করার জন্য গুলিবাঁট করল।*

৩৫ জনগণ সেখানে দাঁড়িয়ে দেখছিল। সমাজনেতারাও তাঁকে উপহাস করে বলতে লাগলেন, 'ও
অপরকে ত্রাণ করেছে; ও যদি ঈশ্বরের সেই খ্রীষ্ট, যদি তাঁর সেই মনোনীতজন হয়, নিজেকেই ত্রাণ
করুক।' ৩৬ সৈন্যেরাও তাঁকে বিদ্রূপ করছিল, তাঁকে সির্কা দেবার জন্য কাছে গিয়ে ৩৭ বলছিল, 'তুমি
যদি ইহুদীদের রাজা হও, তবে নিজেকে ত্রাণ কর।' ৩৮ তাঁর মাথার উপরে একটা লিপিফলক ছিল:
এ ইহুদীদের রাজা।

৩৯ যে দু'জন অপকর্মা ক্রুশে ঝুলে ছিল, তাদের একজন তাঁকে এই বলে টিটকারি দিচ্ছিল, 'তুমি
কি সেই খ্রীষ্ট নও? নিজেকে ও আমাদের ত্রাণ কর।' ৪০ কিন্তু অপর একজন ভর্ৎসনা করে তাকে
বলল, 'তুমি কি ঈশ্বরকেও ভয় কর না? তুমিও তো একই দণ্ড ভোগ করছ; ৪১ কিন্তু আমরা
ন্যায়সঙ্গতই দণ্ড পাচ্ছি, কারণ আমরা যা যা করেছি, তার যোগ্য প্রতিফল পাচ্ছি, কিন্তু এ কোন
দোষ করেনি।' ৪২ পরে সে বলল, 'যীশু, তুমি যখন রাজমহিমায় আসবে, তখন আমার কথা মনে
রেখ।' ৪৩ তিনি তাকে বললেন, 'আমি তোমাকে সত্যি বলছি, আজই তুমি পরমদেশে আমার সঙ্গে
স্থান পাবে।'

৪৪ তখন প্রায় বেলা বারোটা, আর সূর্যের আলো মিলিয়ে যাওয়ায় বেলা তিনটে পর্যন্ত সারা পৃথিবী
জুড়ে অন্ধকার হয়ে রইল। ৪৫ পবিত্রধামের পরদাটা মাঝামাঝি ছিঁড়ে গেল। ৪৬ যীশু জোর গলায়
চিৎকার করে বলে উঠলেন, 'পিতা, *তোমার হাতে আমার আত্মা তুলে দিই।*' আর এই বলে তিনি
আত্মা বিসর্জন দিলেন।

৪৭ যা ঘটল, তা দেখে শতপতি ঈশ্বরের গৌরবকীর্তন করে বললেন, 'ইনি সত্যিই ধার্মিক

ছিলেন।' [৪৮] এবং যে সমস্ত লোক এই দৃশ্য দেখবার জন্য সেখানে এসে জড় হয়েছিল, তারা যা কিছু
ঘটল, তা দেখে বুক চাপড়াতে চাপড়াতে বাড়ি ফিরে গেল। [৪৯] তাঁর বন্ধুরা সকলে দূরে দাঁড়িয়ে
ছিলেন; যে স্ত্রীলোকেরা গালিলেয়া থেকে তাঁর সঙ্গে এসেছিলেন, তাঁরাও দূরে দাঁড়িয়ে ছিলেন ও এই
সমস্ত ঘটনা দেখছিলেন।

[৫০] যোসেফ নামে একজন লোক ছিলেন, যিনি মহাসভার গণ্যমান্য সদস্য ও সৎ ধার্মিক মানুষ; [৫১]
তিনি তাঁদের সেই সিদ্ধান্তে ও কর্মকাণ্ডে সম্মতি দেননি। তিনি ইহুদীদের শহর আরিমাথেয়ার মানুষ,
ও ঈশ্বরের রাজ্যের প্রতীক্ষায় ছিলেন। [৫২] তিনি পিলাতের কাছে গিয়ে যীশুর দেহ চাইলেন; [৫৩] পরে
তা নামিয়ে একটা ক্ষোম-কাপড়ে জড়িয়ে নিলেন, এবং পাথরের গায়ে কাটা এমন সমাধিগুহার
মধ্যে তাঁকে রাখলেন, যার মধ্যে কখনও কাউকে রাখা হয়নি। [৫৪] সেই দিনটি প্রস্তুতি-দিবস, এবং
সাব্বাৎ দিনের প্রদীপগুলো এর মধ্যে জ্বলতে শুরু করছিল। [৫৫] যে স্ত্রীলোকেরা গালিলেয়া থেকে তাঁর
সঙ্গে এসেছিলেন, তাঁরা তাঁর পিছু পিছু গিয়ে সেই সমাধিগুহা, ও কেমন করে তাঁর দেহ রাখা
হয়েছে, তা সবই লক্ষ করলেন; [৫৬] পরে ফিরে গিয়ে গন্ধদ্রব্য-সামগ্রী ও সুগন্ধি তেল প্রস্তুত করতে
লাগলেন। সাব্বাৎ দিনে তাঁরা আজ্ঞামত কর্ম-বিরতি পালন করলেন।

কবর শূন্য!

২৪ সপ্তাহের প্রথম দিনে, বেশ ভোরেই, তাঁরা তাঁদের প্রস্তুত করা গন্ধদ্রব্যগুলো সঙ্গে নিয়ে
সমাধিস্থানে গেলেন। [২] তাঁরা দেখলেন, সমাধিগুহা থেকে পাথরখানা গড়িয়ে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে,
[৩] কিন্তু ভিতরে গিয়ে প্রভু যীশুর দেহ পেলেন না। [৪] তাঁরা বিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন, এমন সময়ে
উজ্জ্বল পোশাক-পরা দু'জন পুরুষ হঠাৎ তাঁদের কাছে এসে দাঁড়ালেন। [৫] তাঁরা ভয়ে অভিভূত হয়ে
মাটির দিকে মুখ নত করলেন; কিন্তু সেই দু'জন তাঁদের বললেন, 'যিনি জীবিত, তাঁকে তোমরা
মৃতদের মধ্যে কেন খুঁজছ? [৬] তিনি এখানে নেই, পুনরুত্থানই করেছেন। গালিলেয়ায় থাকতে তিনি
তোমাদের যা বলেছিলেন, তা মনে করে দেখ; [৭] তিনি তো বলেছিলেন, মানবপুত্রকে পাপী
মানুষদের হাতে সমর্পিত হতে হবে, ক্রুশবিদ্ধ হতে হবে, এবং তৃতীয় দিনে তাঁকে পুনরুত্থান করতে
হবে।' [৮] তখন তাঁর সেই কথা তাঁদের মনে পড়ল, [৯] এবং সমাধিস্থান থেকে ফিরে গিয়ে সেই
এগারোজনকে ও অন্য সকলকে এই সমস্ত কথা জানালেন। [১০] তাঁরা ছিলেন মাগদালার মারীয়া,
যোহানা ও যাকোবের মা মারীয়া; তাঁদের সঙ্গে অন্য যে সকল স্ত্রীলোক ছিলেন, তাঁরাও
প্রেরিতদূতদের কাছে একই কথা বললেন। [১১] কিন্তু এঁদের কাছে এই সমস্ত কথা প্রলাপ বলেই মনে
হল, আর তাঁদের বিশ্বাস করলেন না। [১২] তবু পিতর উঠে সমাধিগুহায় ছুটে গেলেন, এবং নিচু হয়ে
তাকিয়ে কেবল ক্ষোম-কাপড়ের সেই ফালিগুলো দেখতে পেলেন। তখন তেমন ঘটনায় আশ্চর্য হয়ে
বাড়ি ফিরে গেলেন।

এম্মাউসের পথে যীশুর দর্শনদান

[১৩] আর দেখ, সেই একই দিনে তাঁদের মধ্যে দু'জন এম্মাউস নামে একটা গ্রামের দিকে পথে
চলছিলেন—গ্রামটা যেরুসালেম থেকে প্রায় বারো কিলোমিটার দূরে। [১৪] যা কিছু ঘটেছিল, তাঁরা তা
নিয়ে আলোচনা করছিলেন। [১৫] তাঁরা আলাপ-আলোচনা করছিলেন, সেসময়ে যীশু নিজেই এগিয়ে
এসে তাঁদের সঙ্গে পথ চলতে লাগলেন; [১৬] কিন্তু তাঁকে চিনতে তাঁদের চোখ বাধা পাচ্ছিল। [১৭] তিনি

তাঁদের বললেন, ‘চলতে চলতে তোমরা নিজেদের মধ্যে যা যা বলাবলি করছ, সেই সমস্ত কথার বিষয়টা কী?’ তাঁরা বিষণ্ন মুখে দাঁড়িয়ে রইলেন; ১৮ পরে ক্লেওপাস নামে তাঁদের একজন উত্তরে তাঁকে বললেন, ‘আপনি কি যেরুসালেমে একাই প্রবাসী যে, এই কয়েক দিনে যা যা ঘটেছে তা জানেন না?’ ১৯ তিনি তাঁদের বললেন, ‘কী ঘটেছে?’ তাঁরা তাঁকে বললেন, ‘সেইসব কিছু, যা নাজারেথের সেই যীশুকে নিয়ে ঘটেছে, ঈশ্বরের ও সমস্ত জনগণের সামনে যিনি কাজে ও কথায় পরাক্রমী নবী ছিলেন! ২০ আর কীভাবেই না প্রধান যাজকেরা ও আমাদের সমাজনেতারা তাঁকে প্রাণদণ্ড দেবার জন্য তুলে দিলেন ও ক্রুশবিদ্ধ করালেন! ২১ আমরা আশা করছিলাম যে, তিনিই সেই ব্যক্তি, যিনি ইস্রায়েলের মুক্তিকর্ম সাধন করবেন। সর্বোপরি, আজ তিন দিন হল এসব ঘটনা ঘটেছে। ২২ আমাদের দলের কয়েকজন স্ত্রীলোক আবার আমাদের স্তম্ভিত করল: সকালবেলায় তারা তাঁর সমাধিগুহায় গিয়েছিল, ২৩ কিন্তু তাঁর দেহ না পেয়ে ফিরে এসে বলল, এমন স্বর্গদূতদেরও তারা দর্শন পেয়েছে যাঁরা বলেন, তিনি জীবিত আছেন। ২৪ আমাদের কয়েকজন সঙ্গীও সমাধিগুহায় গিয়ে, সেই স্ত্রীলোকেরা যেমন বলেছিল, তেমনি দেখতে পেল, কিন্তু তাঁকে দেখতে পায়নি।’

২৫ তখন তিনি তাঁদের বললেন, ‘কেমন নির্বোধ! নবীরা যা কিছু বলেছিলেন, সেই সমস্ত কথা বিশ্বাস করায় তোমরা অন্তরে কেমন ধীর! ২৬ এ কি অবধারিত ছিল না যে, আপন গৌরবে প্রবেশ করার আগে খ্রীষ্টকে এই সমস্ত যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে?’ ২৭ তখন মোশী ও সকল নবী থেকে শুরু করে তিনি সমস্ত শাস্ত্রে তাঁর নিজের বিষয়ে যে সকল কথা আছে, তার অর্থ তাঁদের বুঝিয়ে দিলেন। ২৮ তাঁরা যেখানে যাচ্ছিলেন, সেই গ্রামের কাছে যখন এসে পৌঁছলেন, তখন তিনি আরও অধিক এগিয়ে যাবার ভান করলেন। ২৯ কিন্তু তাঁরা জোর দিয়ে বলতে লাগলেন, ‘আমাদের সঙ্গে থাকুন; সন্ধ্যা হয়ে আসছে, বেলা প্রায় গেছে।’ তাই তিনি তাঁদের সঙ্গে থাকবার জন্য ভিতরে গেলেন। ৩০ পরে, যখন তিনি তাঁদের সঙ্গে ভোজে বসে ছিলেন, তখন রুটি নিয়ে ‘ধন্য’ স্তুতিবাদ উচ্চারণ করলেন, এবং তা ছিঁড়ে তাঁদের দিলেন। ৩১ তখন তাঁদের চোখ খুলে গেল আর তাঁরা তাঁকে চিনলেন, তিনি কিন্তু তাঁদের সামনে থেকে মিলিয়ে গেলেন। ৩২ তাঁরা একে অপরকে বললেন, ‘পথে তিনি যখন আমাদের সঙ্গে কথা বলছিলেন, যখন আমাদের কাছে শাস্ত্রের অর্থ বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন, তখন আমাদের বুকে হৃদয় কি উদ্দীপ্ত হয়ে উঠছিল না?’ ৩৩ সেই ক্ষণেই উঠে তাঁরা যেরুসালেমে ফিরে গেলেন; সেখানে দেখতে পেলেন, সেই এগারোজন ও তাঁদের সঙ্গীরা সমবেত আছেন। ৩৪ তাঁরা বললেন, ‘হ্যাঁ, সত্যি, প্রভু পুনরুত্থান করেছেন, ও সিমোনকে দেখা দিয়েছেন।’ ৩৫ পরে সেই দু’জন, পথে যা ঘটেছিল ও কেমন করে রুটি-ছেঁড়ায়ই তাঁরা তাঁকে চিনতে পেরেছিলেন, এই সমস্ত কথা শোনাতে লাগলেন।

সেই এগারোজনের কাছে যীশুর দর্শনদান

৩৬ তাঁরা তখনও এবিষয়ে কথা বলছেন, এমন সময়ে স্বয়ং তিনিই তাঁদের মাঝখানে এসে দাঁড়ালেন; তাঁদের বললেন, ‘তোমাদের শান্তি হোক।’ ৩৭ এতে তাঁরা আতঙ্কিত ও সন্ত্রাসিত হয়ে মনে করছিলেন, তাঁরা যেন ভূত দেখছেন। ৩৮ কিন্তু তিনি তাঁদের বললেন, ‘তোমরা এত কম্পিত কেন? তোমাদের হৃদয়ে সন্দেহ জাগছে কেন? ৩৯ আমার হাত ও আমার পা দেখ, এ আমি নিজেই; আমাকে স্পর্শ কর, নিজেরা দেখ। ভূতের তো হাড়-মাংস নেই, অথচ তোমরা দেখতে পাচ্ছ, তা

আমার আছে।’ [৪০] একথা বলে তিনি তাঁর নিজের হাত-পা তাঁদের দেখালেন। [৪১] কিন্তু তাঁরা আনন্দের
আতিশয্যে তখনও বিশ্বাস করছিলেন না ও আশ্চর্যান্বিত ছিলেন বিধায় তিনি তাঁদের বললেন,
‘তোমাদের কাছে এখানে কি খাবার মত কিছু আছে?’ [৪২] তাঁরা তাঁকে একখানা ভাজা মাছ দিলেন।
[৪৩] তা নিয়ে তিনি তাঁদের সামনে খেলেন।

[৪৪] পরে তাঁদের বললেন, ‘তোমাদের সঙ্গে থাকাকালে আমি তোমাদের যা বলেছিলাম, আমার
সেই বাণীর অর্থ এ: মোশীর বিধানে, নবী-পুস্তকাবলিতে এবং সামসঙ্গীত-মালায় আমার সম্বন্ধে যা
কিছু লেখা আছে, সেই সমস্ত কিছু পূর্ণতা লাভ করা প্রয়োজন।’ [৪৫] তখন তিনি তাঁদের মনের দ্বার
খুলে দিলেন, তাঁরা যেন শাস্ত্র বুঝতে পারেন; [৪৬] তাঁদের বললেন, ‘এ কথাই তো লেখা আছে:
খ্রীষ্টকে যন্ত্রণাভোগ করতে হবে ও তৃতীয় দিনে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান করতে হবে; [৪৭] এবং
যেরুসালেম থেকেই শুরু ক’রে তাঁর নামে পাপমোচনের উদ্দেশে মনপরিবর্তনের কথা সকল জাতির
কাছে প্রচারিত হবে। [৪৮] তোমরাই এসব কিছুর সাক্ষী। [৪৯] আর দেখ, আমার পিতার প্রতিশ্রুত দান
তোমাদের উপর প্রেরণ করছি; তাই তোমরা ঊর্ধ্ব থেকে আগত পরাক্রমে যতদিন না পরিবৃত হও,
ততদিন এই শহরে থাক।’

[৫০] পরে তিনি তাঁদের বেথানিয়ার কাছাকাছি নিয়ে গেলেন, এবং দু’হাত তুলে তাঁদের আশীর্বাদ
করলেন। [৫১] তখন এমনটি ঘটল যে, তিনি আশীর্বাদ করতে করতে তাঁদের ছেড়ে চলে গেলেন,
এবং ঊর্ধ্বে, স্বর্গেই তাঁকে বহন করা হল। [৫২] তাঁরা তাঁকে আরাধনা করে মহা আনন্দে যেরুসালেমে
ফিরে গেলেন, [৫৩] এবং সবসময় মন্দিরে থেকে ঈশ্বরের স্তুতিবাদ করতেন। [আমেন।]